এস্কিমো-বীর

মজার দেশ, দক্ষিণ-আমেরিকায় মাস কয়েক,
উত্তর-আমেরিকায় মাস কয়েক, গল্পে দশ
মহাবিদ্যা, সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড,
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ, রাজভক্তি প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ,
এফ. আর. জি. এস. (লণ্ডন), এফ. আর. এস. এ. (লণ্ডন)

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪-৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র,
৪-৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

Eskimo film বায়স্কোপে দেখিয়া, এস্কিমোদের সম্বন্ধে অনেক নূতন ও রহস্যময় তথ্য অবগত হইয়া, আমি এরূপ আকৃষ্ট হই যে, ঐ বিষয়ে ছোটদের জন্য একখানি পুস্তক লিখিতে মনস্থ করি। কিন্তু এই "Eskimo"র ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষায় ছাপা পুস্তক বাহির না হওয়ায় আমাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কেবলমাত্র বায়স্কোপের ছবির উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং ঐ filmএর যে সমস্ত অংশ শিশুদের উপযোগী নহে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তাহা এই এস্কিমো-বীরে স্থান পায় নাই। ছোটরা পড়িয়া যাহাতে অতি সহজে বুঝিতে পারে এজন্য সরল ও চলতি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীসরসী কুমার ব্রহ্মচারী এই পুস্তকের ছবি সংগ্রহের জন্য সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এভাবে কষ্ট স্বীকার না করিলে এস্কিমো-বীর ছাপিয়া বাহির হইত কি না সন্দেহ। এই অবসরে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা,
১৩৪২ সাল

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

অর্পিত হইল

"বৈদ্যনাথ"

এস্কিমো-বীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

এস্কিমো-পল্লী।

তখন সবে ভোর। পাখী ডেকে উঠেছে। সে ডাক শুনে সকলে উঠে বস্‌ছে। প্রভাত অরুণের আভায় আঁধার দূরে সরে গেছে। সারারাত বরফের পর বরফ ছুঁড়ে ছুঁড়ে, খেলে খেলে, সেই বরফের দেশের প্রকৃতি-রাণী যেন অবসন্না হ'য়েছেন; বরফ ছোঁড়া-ছোঁড়ী খেলা ছেড়ে বিশ্রাম কর্‌ছেন। সারারাত ধ'রে বরফের আঘাতে যা'রা অসাড় হ'য়েছিল, শীতে জড়সড় হ'য়ে পড়েছিল, তা'রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—হাঁফ্ ছেড়ে যেন জেগে উঠ্‌ল। দু'একটা পাখী পাখা ঝাড়্‌ছিল। কুকুরগুলো উঠে বস্‌ছিল। বন্য হরিণগুলো শিং নাড়্‌ছিল। সব জায়গায় জাগরণ আর পুলকের সাড়া। শীতের ঘুম-ঘোর ভেঙ্গে গেছে। প্রভাতের আলো পেয়ে বালক-বালিকারা জেগে উঠ্‌ছে। কেউ বা খাওয়ার জন্য বায়না ধর্‌ছে। কেউ হিঃ হিঃ করে হাস্‌ছে, কেউ কাঁদ্‌ছে, কেউ ছুট্‌ছে; বরফের এতটুকুন্ ঘর, তা'র মধ্যে হুলুস্থুল! মা উঠেছেন, বাবা উঠ্‌ছেন—উঁকি মেরে

চামড়ার বেড়া ফাঁক করে পথ-ঘাট দেখ্‌ছেন। পেটে সকলেরই ভীষণ ক্ষিদে!

শীত এত বেশী যে ঘরের বা'র হওয়া যাচ্ছে না। ঘরের ভিতর থেকে ছেলে-বুড়ো সকলে যেন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। শীতের জ্বালায়, পেটের ক্ষিদে পেটে রেখে, সারা রাত না খেয়ে সকলে পড়েছিল। আর ত থাকা যায় না, ক্ষিদেয় ত আর প্রাণ বাঁচে না। কিন্তু এমন সাহস হ'চ্ছে না যে কেউ বাইরে যা'বে। ক'দিন বাইরে যাওয়া ঘটেনি, শিকার করা হয়নি। ঘরে খাবার নেই, ছেলেমেয়েরা বাঁচে কি করে? এ ত আর বাংলা-দেশ নয় যে ক্ষুদে ফাল দিয়ে খুর্‌-খুরে একটু লাঙ্গল দিলেই ভারে ভারে, গোলাভরা—মরাইভরা ধান, সরষে, ডাল, তরি-তরকারী প্রভৃতি হ'বে!

গাঁয়ে ছিলেন একজন, যিনি সকলের ভাবনা ভাব্‌তেন এবং সকলের ভালর জন্য, নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হ'তেন না। সকলেই তাঁকে ভালবাস্‌ত। তাঁ'র ভরসায় বিপদের দিনে আশা নিয়ে সকলে বসে থাক্‌ত। যখন চারদিক্ বিপদে আঁধার হ'য়ে আস্‌ত তখন তিনিই ছিলেন তা'দের একমাত্র অবলম্বন—একমাত্র সম্বল।

নিজের বিপদ তুচ্ছ ক'রে—নিজের প্রাণ ঢেলে দিয়ে তিনি কতবার সকলকে বাঁচিয়েছেন। তাঁ'র আশ্চর্য্য বীরত্বে পাড়ার লোক বেঁচে গিয়েছে। খাবার না থাক্‌লে যেমন ক'রে হ'ক্ তিনি সকলকে খাবার এনে দিয়েছেন।

আজ ক'দিন হ'ল পাড়ার সকলকে তিনি বলে গেছেন "আমি চল্লুম, ভেবো না।" তাঁরই আশায় সকলে বেঁচে আছে—কিন্তু ক্ষিদেয় যে আর প্রাণ বাঁচে না! যা' ঠাণ্ডা পড়েছে, আর যে সয় না!

মোমের পুতুলের মত ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট তা'দের চোখ মেলে, মিট্-মিটিয়ে চাচ্ছিল আর ঘর-বা'র করছিল।
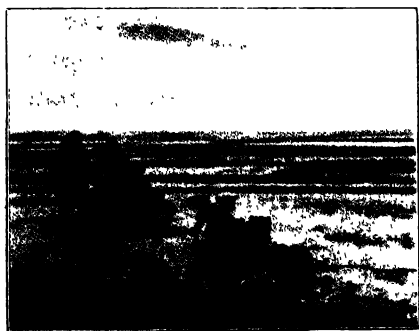
মালার কুকুরে টানা স্লেজ্ গাড়ী

হঠাৎ তা'রা ক'জনে দেখ্‌লে, দূরে—অনেক দূরে—তা'দের দিকে আব্‌ছায়া, আব্‌ছায়া কি যেন এগিয়ে আস্‌ছে। ভাল বোঝা যাচ্ছে না কি ও? কিন্তু কয়টী ছেলে আর মেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

ঐ দেখ না ভাই, ঐ আমাদের মালা আস্‌ছেন। সত্যি না কি? মালা আস্‌ছেন ভাই? তা'ই ত! আয় তবে সকলে

এগিয়ে যাই। মাকে বল্, বাবাকে বল্, ঐ সত্যি সত্যি মালাই আস্ছেন। ওঁর পিছনে ওকি? বাঃ রে! ও যে আমাদের মালার কুকুরগুলো রে! বাপ্‌রে বাপ্! ওদের পিঠ বেঁকে গেছে—ওরা হাঁট্‌তে পাচ্ছে না—হাঁপাচ্ছে—লম্বা লম্বা জিব বা'র ক'রে ঐ দেখ কেমন ধুঁক্‌ছে!

দেখদেখি ভাই, কুকুরগুলোর পিঠে ওগুলো কি সব? বুঝেছি—মাংস, নয়? মালার পিঠে ওটা কি রে ভাই?—হাত ভরা, পিঠভরা কি সব ঝুল্‌ছে ওগুলো বল্‌ত?

কত বড় এ চামড়াটা! বাঃ বেশ ত! ওয়ালরাস্‌টা ছিল না জানি, কত ভীষণ বড়! তা'র গায় ছিল, না জানি, কত বল! সহজে কি মালা ওটাকে মার্‌তে পেরেছেন! না—না—ভাই, তা' কেন হ'বে? ওই আর একটা, ওই আরও একটা—কত চামড়া! কত মাংস! এ ক'দিন আধপেটা খেয়ে খেয়ে যা' ক্ষিদে পেয়েছে—আমাদের মালা বুঝ্‌লেন কি ক'রে যে, আমাদের এত ক্ষিদে পেয়েছে—আঃ, এত বেশী মাংস না হ'লে আমাদের পেট ভর্‌বে না—গাঁ শুদ্ধ লোক ক্ষিদেয় যা' কষ্ট পাচ্ছিলুম।

একটী তামাটে রংয়ের মেয়ে আর একটী পাশের মেয়েকে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—দেখ ভাই, এমন দেশেও লোক থাকে? এখানে চাঁদ উঠে না তেমন হেসে। সূয্যি-মামার দেখা-শুনা ত কত জোর বরাতের কথা!

যা'কে ঠেলে ছোট্ট মেয়েটী এ কথা বল্‌ছিল, সে বল্লে—তা' কি হ'বে ভাই—এ যে আমাদের জন্মভূমি। শুনেছিস্ ত সেই

ঠাকুর-মার মুখে, কোথায় না কি এমন সব দেশ আছে যেখানে, সারাদিন ধ'রে সূয্যি-মামা তাঁ'র যত জোর আছে তা' সবটুকু দিয়ে রোদ ঢেলে দেন—রোদে রোদে মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়—আমরা বাঁচিনে ঠাণ্ডায়—সে দেশের লোক মরে গরমে। গাছ পুড়ে যায়—পাতা ঝরে পড়ে—জল শুকিয়ে যায়,—তৃষ্ণায় পাখী "ফটিক জল, ফটিক জল" ক'রে ছুট্‌তে থাকে,—পশু ছায়ার খোঁজে পাগলের মত ছোটে—ছায়া পেলে প'ড়ে ঝিমোয় —মানুষ বাঁচে কি ক'রে—কে একজন আছেন তিনি নাকি ভারী দয়ালু—এই ছাতি ফাটা পিপাসায় তিনি জলের জোগাড় ক'রে দেন—তাদের চোখের শান্তির জন্য সবুজ কুঞ্জের সৃষ্টি ক'রে রাখেন। সেই উদ্যানে সকলে জুড়ায় প্রাণ। ওই সে দিন সেই শাস্তরে বাবাজী বল্‌লেন না, কোথায় না কি এমন আবার রাজ্যি আছে, সেখানকার লোকেরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও সুখের বসন্তকাল পেয়ে ধন্য হ'য়ে আস্‌ছে। গ্রীষ্মে, রোদ ওঠে তা'র উগ্রতা নিয়ে; বর্ষায় আসে কল্‌-কল্‌, ছল্‌-ছল্‌ জল। ছেলেরা আর মেয়েরা জলের সেই স্রোতের উপর নাচে আর গায় গান।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাতা কাঁপে—মাছ ছোটে জলে, বাড়ী ঘর ভেসে যায়। নৌকোয় সে কি আনন্দ! তা'রপর আসে শরৎ, আনন্দে দেশ ভ'রে যায়—চাঁদ উঠে হেসে, শেফালি পড়ে ঢলে, ওদের মা আসেন ঘরে। কাশ-বনে এক রকম ফুল ফোটে, সেগুলো নাকি আমাদের এই বরফের মত শাদা—ভারী সুন্দর

দেখ্‌তে। নদীর কূলে কূলে, ফুলে ফুলে ফুলময় হ'য়ে যায়—বাতাসে দোলে, যেন বরফ ঝুলে রয়েছে—দেখে দেখে চোখ জুড়োয়। হেমন্ত আসে, ওরা নাকি ধান ব'লে কি শস্য আছে তা' থেকে যে চাল বা'র হয় তা' খেতে বড় ভালবাসে। ধান পাকে, ধানের ক্ষেতে বাতাস পাকা ধানে দোল দিয়ে বেড়ায়! তা'র পর আসে শীত। শীতে ওরা "পিঠে" খায়! মাঝে মাঝে আগুন জ্বালে—এক আধটু হিম পড়ে, বরফ পড়ে কচিৎ-কদাচিৎ।

আমরা পরি জীব-জন্তুর ছাল। ওরা পরে কাপাস ব'লে এক গাছ আছে, তা' থেকে হয় তূলো, সেই তূলোর সূতোর কাপড়—রং বেরংয়ের পোষাক। তা পরুক্, কিন্তু ভাই, ওদের দেশের বসন্তের কোকিল যেমন ক'রে কুহু-কুহু রবে ডাকে, আমাদের দেশের পাখীগুলো তেমন ক'রে ডাকে না ত! তা' নাই বা ডাক্‌ল—হ'লই বা আমাদের দেশে বার মাস শীত। শীত আর গরম মিশানো দেশও ত আছে। আর বেজায় গরমের দেশও আছে! কেউ কি তা'র দেশ খারাপ ব'লে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যায়? হাজার মন্দ হোক্ না, যা'র যে দেশ, বাড়ী-ঘর, মা, বাপ, ভাই, বোন্ তা'র কাছে তাই' ভাল—কত ভাল তা' ব'লে শেষ করা যায় না। শাস্তরে বাবাজীর সেদিনকার সেই শাস্তরটা শুনেছিস্ ত? এক রাজ্য ছিল। নাম ছিল অযোধ্যা। রাজপুত্র রাম দেশ ছেড়ে গেলেন সমুদ্রের ধারে, আর এক রাজ্যে। রাজবাড়ীটা সোনার—কত সুখের, কিন্তু

দেশটায় ছিল একটা কষ্ট—ক্ষেতে চাষারা কাজ করতে পারত না, ভারী খারাপ এক রকমের ছোট পোকা কাম্ড়ে চাষাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলত। চাষারা পোকা তাড়াবার জন্য করত কি জানিস্? মাথায় নিত আগুনের হাঁড়ি—হাঁড়ির আগুনের গরমে পোকাগুলো কাছে ঘেঁস্তে পারত না। এমন ক'রেই তা'রা লাঙ্গল দিচ্ছিল, শস্য বুনছিল। এক দিন তা'দের এই কষ্ট দেখ্লেন সেই রাজপুত্তুরের ভাই লক্ষ্মণ। ফিরে এসে বল্লেন, "এত কষ্ট ক'রে এরা এখানে থাক্ছে কেন দাদা?" রাজপুত্তুর রাম বল্লেন—"তা' থাক্বে না—হাজার কষ্ট, হাজার দুঃখ, হাজার খারাপ জায়গা হ'ক্—এ যে ওদের জন্মভূমি। মা আর মাটি স্বর্গের চেয়েও যে খাঁটি, স্বর্গের চেয়েও যে বড়!" শাস্তরে বাবাজী যা' বল্লেন, কথাগুলো ভারী ভাল লাগ্ছিল আমার। এত যে শীত, এত যে কষ্ট, এত যে জ্বালা, তবু ভাই, এ যে আমাদের জন্মভূমি! তা' যাই বলিস্ না কেন ভাই, শাস্তরে বাবাজী, যখন শাস্তর বল্তে থাকেন তখন আমি ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলে যাই—মার কথা মনে থাকে না—বাবার কথা মনে থাকে না, যেন কোথা হ'তে কোথা ভেসে যাই! কত দেশ—রাজ্যের—রাজকন্যা, রাজপুত্তুরের কত কথা, কত কিছু শিখ্বার, জান্বার কথায় ভরা সেই শাস্তরগুলো! আমরা লেখাপড়া শিখ্তে পাচ্ছি না—সকল দেশের মত আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের ত পড়বার পাঠশালা নেই। যা কিছু শিখি, এই শাস্তর থেকে। শাস্তরে বাবাজী যখন পেট ভ'রে

খেয়ে এসে, পা লম্বা করে বসে তাঁর গল্প বল্‌তে থাকেন, স্বপ্নের মত লাগেরে, আমার সে সব। সত্যি বল্‌ছি। যদি না শুনতুম সে সব শাস্তর তা'হলে জান্‌তুম না, একটুকুও কোন দেশের কোন কথা। শাস্তর কত ভাল—শাস্তর শুনে কত জ্ঞান হয়, কি বলিস্‌?

মালা ঘরে ফিরে এসে ছেলেকে আদর কর্‌ছেন

সেই এস্কিমো বালিকা ছ'টীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মালা আরও কাছে এসে পড়্‌লেন। মালার মুখে হাসি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। দেহ তাঁ'র ক্ষত-বিক্ষত, কত জায়গায় কষ্ট

পেয়েছেন। দুর্দ্দান্ত জানোয়ারগুলো তাঁ'কে ধ'রে আঁচড়ে, কাম্‌ড়ে সারা গায় ঘা ক'রে দিয়েছে। তখনও ছল্ ছল্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে। কিন্তু মালার সেদিকে এতটুকুও দৃষ্টি নেই—একটুকুও ক্ষোভ নেই। মালা জান্‌তেন—বিশ্বাস কর্‌তেন—পরের জন্য স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে আনন্দ, যে সুখ, তা'র মত আনন্দ, তা'র মত সুখ পৃথিবীতে আর কিছুতে নেই। দয়াহীন, মায়াহীন, জানোয়ার—মানুষের রক্ত কত ভালবাসে, মানুষ মার্‌তে পার্‌লে কত খুসী হয়। এই জানোয়ারদের সঙ্গে, মালা যুদ্ধ ক'রে শ্রান্তদেহে, ঘায়ে ঘায়ে শরীরটাকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে, জানোয়ার-গুলোকে পরাস্ত ক'রে, মেরে, সেগুলোর মাংস, তেল, হাড়, দাঁত, চামড়া, লোম, ভারে ভারে নিয়ে এসেছেন, সে প্রায় সবই তাঁ'র পরের প্রয়োজনে। তাঁ'র ছেলে, স্ত্রী, বুড়ো মা আছেন—তাঁ'রা খাগ্ আর না খাগ্, তাঁ'রা পরুক্ আর না পরুক্ সেদিকে তাঁ'র তেমন লক্ষ্য নেই; তিনি চান, তাঁ'র দুঃখী পাড়া-পড়শীরা সুখী হক্; তাঁ'র আনীত মাংস তা'রা পেট পূরে খাগ্। ইচ্ছামত ভাল ও নতুন চামড়া প'রে উলঙ্গতা নিবারণ করুক্—সখ মিটা'ক্; তিনি দেখে সুখী হ'বেন যে, সকলে হাস্‌ছে—কেউ আর অভাবে কাঁদ্‌ছে না!

পাড়ার একজন এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "মালা, যা' কিছু ঘরে ছিল, এ কয় দিন তা' আমরা অল্প অল্প ক'রে খাচ্ছিলুম। আধ পেটা ক'রেও হ'ত না। তুমি যাওয়ার পর, সকলেরই মাথায় হিসেব ঢুক্‌ল, যদি তুমি আর না ফিরে এস—কোন জানোয়ার

তোমাকে মেরে ফেলে—তুমি যদি শিকার তেমন কর্‌তে না পার —কিন্তু ভাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—সইতে পার্‌লুম না, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে খেতে খেতেও কাল সব ফুরিয়ে গেছে, সারা রাত না খেয়ে কেটেছে। জান ত ভাই, আমরা শাস্তরে বাবাজীর সেই বাংলা দেশের লোকদের মত অল্প ও হাল্‌কা খাদ্য খেয়ে বাঁচিনে। তিনি বল্‌ছিলেন, বাংলাদেশের লোকগুলো নাকি আধ ছটাক চা'লের ভাত, এক টুক্‌রো মাংস বা মাছ, তোলা খানেক ডা'ল, একটুখানি শাক-শব্‌জী খায়। আমাদের এ শীতের দেশ—বরফের রাজ্যি, এখানে ওসব খাওয়া যেন খাওয়াই ব'লে গণ্য হয় না। আস্ত একটা জানোয়ারের কাঁচা মাংস—২।৪টা হাঁস খেয়ে ফেল্‌লেও আমাদের যেন খাওয়াই হয় না। তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব ভাই, সেই যে, সেদিন পেট পূরে খেয়েছিলুম—আর বেরুতে পারিনি,—শিকার ধর্‌তে পারিনি। তীর রয়েছে প'ড়ে—ধনু রয়েছে ছিলা খুলে। বর্শা ও হারপুণগুলোতে মর্‌চে ধর্‌ছে। ঘরে বসে, শুয়ে থেকে আর না খেয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'বার জোগাড়। ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে, আজ খাবার পেলুম—খেয়ে আবার গায়ে বল হ'বে। তোমার বীরত্ব ও কষ্ট সইবার ক্ষমতার কথা ভেবে মনে বড্ড জোর ও সাহস পাচ্ছি। এত মাংস কি ক'রে জোগাড় কর্‌লে ভাই ?"

মালা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লেন ; পিঠ চাপ্‌ড়ে সেই প্রতিবেশীটীকে বল্‌লেন "এবারকার শিকার কাহিনী আর এক

দিন তোমায় সব খুলে বল্‌ব ভাই। এখন এই মাংস নিয়ে, ছেলেদের দাও এবং নিজে খাও।" তাঁ'র বলিষ্ঠ দেহের মাংস-পেশীগুলো ফুলে উঠ্‌ল, মুখে হাসি যেন ফুটে বেরুতে লাগ্‌ল। সকলে এগিয়ে এসে দেখ্‌তে লাগ্‌ল মালার সঙ্গে এক ঝাঁক সাদা রাজ-হাঁস। জলে জলে শিকার কর্‌বার সেই ওয়ালরাসের চামড়ায় তৈ'রী কায়াক নামক নৌকো রয়েছে তাঁ'র পিঠে আর ঘাড়ে রয়েছে রাজহাঁসের ঝাঁক্। কেউ কিন্তু নামাতে গেল না, বোঝা নিয়ে মালা রইলেন তাঁ'র দোরে দাঁড়িয়ে। সকলে নিতে এসেছে খাবার—নিয়ে চলে যেতে লাগ্‌ল, মালার মনে তা'তেও রাগ হ'ল না। সে জানে স্বার্থ কি জিনিষ—সে জানে নিজের বিষয় সকলেই ভেবে থাকে, এতে কিছু বল্‌বার নেই—বলে লাভও নেই। পরের জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে তা'দের স্বভাবই এই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবা-সমাগম।

পাড়ায় যা'রা ক্ষিদেয় বড় কাতর হ'য়েছিল, তারা একে একে এসে মাংস নিয়ে গেল। মালা তখনও তাঁ'র বাড়ীতে প্রবেশ করেন-নি, বাড়ীর দ্বারে যখন এলেন তখন বাইরে, হৈ-হৈ-রৈ-রৈ শব্দ পড়ে গেছে। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বল্‌ছে, "ঐ দেখ, কুকুরগুলো, আর পার্‌ছে না, ভারে ওদের পিঠে ভেঙ্গে পড়্‌ছে—পা অবশ হ'য়ে আস্‌ছে—জিব বেরিয়ে পড়্‌ছে।"

বাইরে এই শব্দ—কথা কাটাকাটি—হুড়োহুড়ি, ঘরে ছিলেন মালার স্ত্রী। নাম তাঁ'র আবা। দোরে এসে দাঁড়ালেন—পাড়ার রমণী-কুল-মণি সেই আবা। রূপ তাঁ'র কত! একটু হিংসা নেই—হাসি মুখে লেগেই আছে। যেমন মালা, তেমন তাঁ'র স্ত্রী এই আবা। তাঁ'র হাসিতে যেন সুধা ঝরে পড়ে—শুধু হাসি, শুধু আনন্দ! বেশী কথা বলেন না, যা' কিছু বলেন, তা'তে সবার মন গলে যায়—ভাবে এর কাছে থাক্‌তে পার্‌লে না জানি মানুষ কত সুখী হয়!

ক্র্যামাটের* দোরে দাঁড়িয়ে, তাঁ'র চৌদ্দ বছরের ছেলে ইউপি। তা'কে তিনি বল্‌লেন, "বাবা, ঐ ত ওখানে উনি এসেছেন—

---

* এস্কিমোদের বরফের ঘরগুলোকে ওরা বলে "ক্র্যামাট"।

একটু এগিয়ে যা' না বাবা। তো'র দাদারা এসেছে। ঐ দেখ, ওরসিকিডক্স, তো'র বাবার সঙ্গে শিকার ক'রে ফিরে এসেছে। তো'র ভাই পুয়ালাও এসেছে, ওরা শিকারে গিয়ে কত কষ্ট

শিকারে শ্রান্ত স্বামীর সমস্ত ভার নামিয়ে দিয়ে
আবা মালার ক্ষতগুলি দেখ্‌ছেন।

পেয়েছে। এগিয়ে গিয়ে, ওদের হাত থেকে, ভারগুলো নামিয়ে ফেল্‌না বাবা! কতদূরে সেই হ্রদ,—সেই হ্রদে এই বুনো

রাজ-হাঁসগুলো চর্‌ছিল। সে হ্রদ ছাড়া ত আর কোথাও এগুলো মেলে না, সেই অত দূরে এঁরা গিয়ে—না জানি কত কষ্ট ক'রে, কত কাণ্ড-কারখানা ক'রে এই হাঁসগুলোকে শিকার ক'রেছেন। যা' বাবা যা', ওদের হাত থেকে ওগুলোকে চট্ পট্ নামিয়ে ফেল দেখি।"

নিজে ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর স্বামীর নিকটে গেলেন। মালার কথা কইবার অবসর কোথায়? তিনি যে শিকারের ভারে নিতান্ত শ্রান্ত, একান্ত ক্লান্ত। মালার কাঁধে তখনও রাজহাঁসগুলো ঝুল্‌ছে, শুধু সেগুলো নয়—তাঁ'র কায়াক নৌকো-খানিও। আবা সন্তর্পণে হাঁসগুলোকে কাঁধ থেকে নামালেন এবং কায়াকখানি ধ'রে খুলে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু লজ্জায় পার্‌ছিলেন না। মালা মৃদু মৃদু হেসে, স্ত্রীর ব্যাকুলতা দেখ্‌ছিলেন আর ওগুলোকে খুলে দিচ্ছিলেন। সুকোমল সেই কর-পল্লবের তাড়নায় এত শক্ত বাঁধন খুল্‌বে কেন? খুল্‌ছিল না, অথচ স্ত্রী আবার চেষ্টার অন্তও ছিল না। তা' দেখে মালা হেসেই অস্থির!

ইতিমধ্যে এলেন মালার মা। তাঁর ন্যায় বয়সের স্ত্রীলোক সেখানে অনেকেই ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁ'রা সকলেই মালার মাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাক্‌তেন। তাঁ'র কথা-বার্ত্তায়, ভাবে-ভঙ্গীতে এমন একটা গাম্ভীর্য্য, এমন একটা কিছু ছিল, যে জন্য সকলেই তাঁকে দেখলেই সসম্ভ্রমে, পথ ছেড়ে দিতেন। এই বর্ষীয়সী মহিলার নাম ছিল ন্যাটারক্।

মাতা ন্যাটারক্ নিজের অপর দুই পৌত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এসে দেখ্‌লেন, সত্যি সত্যিই, তাঁর প্রাণের পুত্র মালা শিকার ক'রে কত জানোয়ার মেরে নিয়ে ফিরে এসেছে; ব্যস্ত হ'য়ে, আস্তে আস্তে মালার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং সারা গায়ে শত শত ঘা দেখে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখ্‌লেন যে মালার কুকুরগুলোর পিঠের বোঝা তখনও কেউ নামায়নি। কুকুরগুলো—বোঝার ভারে হাঁপাচ্ছে, যেন মরে যাবার মত হ'য়েছে।

"কি আশ্চর্য্য, কুকুরগুলোকে তোরা এত কষ্ট দিচ্ছিস্? কেউ কি ওদের বোঝাগুলো খুলে দিতে পারিস্ নি?" বল্‌তে বল্‌তে মালার মা কুকুরগুলোর পিঠ থেকে মাংসের বোঝা নামা'তে লাগ্‌লেন। বুড়ো মানুষ, হাত কাঁপ্‌ছে—তবু তাঁ'র প্রাণে কত দয়া! মাংসের বড় বোঝা তিনি উঁচু কর্‌তে পার্‌ছেন না—তবু চেষ্টা কর্‌ছেন নামাতে। মালার ছেলেরা এই দেখে ছুটে এসে বোঝাগুলো ধরাধরি করে নামাতে লাগ্‌ল; কুকুরগুলো যেন কৃতজ্ঞতায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। বরফের দেশের এ কুকুরগুলোর এক একটার কত শক্তি! এরা পরিশ্রম যা' কর্‌তে পারে—একটা ঘোড়াও বুঝি তা' পারে না। এরা শুধু শিকারেরই সহায় নয়, গাড়ীও টানে। এদেশে ঐ গাড়ীগুলোকে শ্লেড্ বা শ্লেজ্ বলে। ৫।৬টী কুকুর এক এক গাড়ীতে জোড়া হয়। সর্ব্বপ্রথম যে কুকুরটী থাকে সেটী হয় ভারী শিক্ষিত। একই গতিতে ও

সবলে সেই ঠাণ্ডা বরফের স্তূপের ভিতর দিয়ে হন্‌হনিয়ে স্লেড্‌-গুলো এরা টেনে নিয়ে চলে। সেগুলোর পট্‌ পট্‌ শব্দে কাণ যেন ঝালাপালা হয়। পিছনের কুকুরগুলো একটু আলস্য কর্‌লে আগের কুকুরটা তা'র পা দিয়ে পিছনের কুকুরগুলোকে তাড়া করে—দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে দেয়; জোরে গাড়ী টেনে পিছনের কুকুরগুলোর ঘাড়ে টান দিয়ে ব্যথা দেয় আর কাযের চেতনা জাগিয়ে দেয়, কারও আলস্য কর্‌বার উপায় নেই—নিজেও খাটে অপরগুলোকেও খাটায়। এ দেশের লোক এই কুকুরগুলোকে খুব যত্ন ক'রে লালন-পালন করে। পৃথিবীর এই উত্তরের দেশে, এই এস্কিমো-মুল্লুকে পায়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়—কিছুদূর গেলে পা জমে যায়। এস্কিমোরা এই কুকুরের গাড়ীগুলো সর্ব্বদা ব্যবহার করে। এগুলো যেমন হাল্‌কা, তেমনি দ্রুতগতিশীল। এই অপরূপ ও বিচিত্র শকট, না হ'লে, এ'রা শিকারে বেরুতে পারে না—শিকার না কর্‌লে খেতে না পেয়ে মর্‌তে হয়। ওয়ালরাস্‌ নামক প্রকাণ্ড এক প্রকার জলের জানোয়ার এরা মেরে খায়। তা' ছাড়া এরা মারে তিমি, বড় বড় শীল, শাদা ভল্লুক আর পেঙ্গুইন্‌ বলে এক রকম পাখী। কুকুরগুলো ছাড়া এদের বল্গা-হরিণেরও গাড়ী আছে। বল্গা-হরিণগুলো এই বরফের ঠাণ্ডা মোটেই গ্রাহ্য করে না, গাছের ডালের মত শিংগুলো উঠিয়ে, হন-হন্‌ ক'রে ছোটে। দূর থেকে মনে হয়, যেন এক একটা গাছের চারা দাঁড়িয়ে আছে।

মালার কাঁধ থেকে বোঝা নামানো শেষ হ'ল। মালা সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, মাংসগুলো আর পাখীগুলোকে গুছিয়ে রাখ্‌লেন—যাঁ'রা দেখা করতে

এস্কিমোরা হরিণের মাংস খাবার জোগাড় কর্‌ছে।

এলেন তাঁ'দের বিতরণ কর্‌লেন। না খেয়ে যা'রা ছিল তা'রা খেল, যা'রা যতটুকু মাংস পাবার আশা করেছিল তা'রা ততটুকু পেয়ে, খুব পেট ভরে খেয়ে মালার জয়-জয়কার কর্‌তে লাগ্‌ল।

মালা চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁ'র পাড়ার লোকদের সেই দারুণ ক্ষিদের দৃশ্য আর তা'দের সেই চক্‌চকে ছুরি দিয়ে মাংস কেটে খাওয়ার মজা!

মালার পত্নী আবা তখনও না খেয়ে ছিলেন কারণ তখনও তাঁ'র স্বামীর খাওয়া হয়নি। ভাল দেখে খুব, মোটা একটা রাজ-হাঁসকে বেছে নিয়ে, তিনি হাতে ক'রে তুলে নিলেন। মনে কর্‌লেন দু'জনে খাবেন। কিন্তু খাওয়ার কথা ত দূরে, এমন কি ক্ষিদের কথা মালা একবারও বল্‌ছেন না! আবা তাঁ'কে না খাইয়ে নিজে কেমন ক'রে খাবেন?

মালার মাংস-বিতরণ আর শেষ হচ্ছে না। একজন আস্‌ছেন—নিয়ে যাচ্ছেন—আবার আর একজন আস্‌ছেন। তাঁ'র অবসর মোটেই হচ্ছে না; যাওয়ার সময় সকলেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাচ্ছেন—মালা ভাব্‌ছেন এর মত সুখ—এর মত সন্তোষ—এর মত আনন্দ বুঝি আর নেই! ক্ষুধিতের মুখে দু' টুক্‌রো মাংস তুলে দিতে পার্‌লে সে কি কম তৃপ্তি!

ভারী ভিড় হ'য়েছে। ভিড়ের ভিতর নয়—তা' থেকে একটু দূরে, একটী নবাগত পুরুষ—দু'টী নবাগতা নবীনা যুবতীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এঁ'রা কা'রা? কেন এখানে এসেছেন? মালা কা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

তাঁর স্ত্রী ছিলেন কাছে, তাঁ'কে ডেকে বল্‌লেন, "দেখ দেখি আবা, ওঁরা কা'রা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কি চাচ্ছেন? ওঁরা কেন এসেছেন? ওঁদের ত কখনও দেখিনি।"

স্ত্রী বল্‌লেন, "উনি 'ইগডুলুাকদের' একজন দরিদ্র শিকারী ভাগ্য ওঁর বড় মন্দ, যা' কিছু মাংস ওঁর ঘরে ছিল সব ফুরিয়ে গেছে ; ক'দিন খাওয়া হয়নি, কুকুরগুলো না খেতে পেয়ে, এক একটা এক এক দিকে চলে গেছে—না পারেন এখন কোথায়ও যেতে, শিকার কর্‌তে—আর না পারেন কোন কিছু জোগাড় কর্‌তে। না খেয়ে খেয়ে, তোমার কথা শুনে, এখানে এসেছেন। পাড়া-পড়্‌শীর সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে পার্‌ছেন না, কারণ উনি অন্য জায়গার লোক—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এসেছেন, খাবার চাইতে—একথা সকলে জান্‌লে বড় লজ্জার কথা, এই সব ভেবে ভিড় থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মালা বল্‌লেন, "তা' আমার কাছে ওঁর এত লজ্জা কেন ? ওঁকে আস্‌তে বল, এসে উনি বলুন, খাবার জন্য কতটা মাংস চাই ?"

দূরে দাঁড়িয়েছিল পাড়ার মেয়েরা। তাঁ'রা একজন অন্য-জনকে, মালার বীরত্ব ও উদারতার কথা কচ্ছিল। মৃদু সমালোচনায় সেখান মুখরিত হচ্ছিল—পুরুষেরা ততটা সময় নষ্ট কর্‌ছিল না—আস্‌ছিল আর মাংস নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

আগন্তুকের সঙ্গে যে দু'টী যুবতী ছিলেন, তাঁ'রা দেখ্‌তে বড় সুন্দরী ; সৌন্দর্য্য তাঁ'দের চোখে, মুখে যেন ফেটে বেরুচ্ছে। লাবণ্য যেন মূর্ত্তি ধ'রে এসেছে। যুবতী দু'টী মালার—সেই শালগাছের মত সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহ এবং সেই দেহের উন্নত মাংসপেশী সকল তীব্র দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁ'র বীরত্ব-ভরা ভাব

অকাতর দান, অসম্ভব দয়া, আশ্চর্য্য সহনশীলতা ভেবে মনে মনে প্রশংসা করতে লাগলেন।

মালা তখনও সেই আগন্তুকটীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন—বলছিলেন, "যতটা মাংস আপনার দরকার ততটা নিয়ে যান; আর আপনি ও আপনার সঙ্গিনী দু'টী যে চামড়াগুলো পরে রয়েছেন, সেগুলো ত দেখছি, আর এ শীতের দিনে পরা চলবে

মালার স্ত্রী ঘরের সামনে ব'সে চামড়ার জামা তৈ'রী করছেন।

না। একে পাতলা, তা'র উপর পুরাণো হয়ে, ছিঁড়ে গেছে। নূতন চামড়া দিচ্ছি—বলে দিচ্ছি, আমার স্ত্রীকে সেগুলো আপনাকে দিতে—নিয়ে যা'বেন, দয়া করে কিন্তু মশাই!"

আগন্তুকটীর নাম ট্যাপারটে, আর সঙ্গে যাঁ'রা এসেছেন তাঁ'রা ওঁরই স্ত্রী—একজনের নাম ইভা, অপরটীর নাম গিগলিং ইনা পাউজাক।

ইভা মালাকে দেখ্‌ছিলেন। তাঁ'র কাযের কথাগুলো ভাব্‌ছিলেন। অপর মেয়েটী শুধু ভাব্‌ছিলেন, মোটা মোটা কয়টা রাজ-হাঁসের কথা !

মালা, আগন্তুক ও তাঁ'র স্ত্রীদের হাবভাবগুলো বেশ ক'রে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ক'টী রাজ-হাঁস হাতে তুলে নিলেন, ধীরে ধীরে শিকারী ট্যাপারটের আরও নিকটে গেলেন ; দেশের যেমন প্রথা তেমন ক'রে আগন্তুককে অভিবাদন করলেন এবং তাঁ'র পত্নীদ্বয়কেও হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি জানালেন। তাঁ'দের হাতে মোটা মোটা সেই কয়টা রাজ-হাঁস তুলে দিয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

শিকারী ট্যাপারটের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ল। ক' দিনের অনাহার—পরে কি খাবেন তা'র কোন সংস্থান ছিল না—শিকারে যা'বার উপায় ছিল না—দেহেও ছিল না বল—আর গেলেই যে শিকার পাওয়া যা'বে তা'রও কোন ঠিক্‌-ঠিকানা ছিল না।

মালার আশ্চর্য্য দানে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলেন। তাঁ'র মুখে কথা আস্‌ছে না ; তবুও বল্‌লেন, "আপনার হাত থেকে এই যে দান পাচ্ছি, এতে যেমন লজ্জিত আবার তেমনই কৃতজ্ঞ হ'চ্ছি। আপনি যদি আজ দয়া ক'রে খেতে না দিতেন তা'হলে আমার এ জীবন হয় ত আর বাঁচ্‌ত না। নানা ভাবনায় গায়ের বলটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছি। তবে আসি, নমস্কার।"

শিকারী চলে গেলেন, সঙ্গে পত্নীদ্বয়ও গেলেন। ইভার

আর পা উঠ্‌তে চায় না—মন চলে না।—কিন্তু উপায় নেই—যেতেই যে হবে।

ওঁরা চলে গেলেন দেখে মালার, কে জানে কেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস এল—মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন, কি যেন একটা ভাবনা এসে জুট্‌ল। কিন্তু ভেবে কি হ'বে? বসে থাক্‌লে ভাবনা বাড়্‌বে—আর শুধু শুধু বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।। অন্যমনস্ক হ'বার জন্য তিনি তাঁ'র আনীত মাংসগুলো যেখানে স্তূপাকারে রাখা হ'য়েছিল সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। যখন এনে জড়ো ক'রেছিলেন তখন সেটি কত উঁচু হ'য়েছিল। আর এখন কত কম হ'য়ে গেছে। বিলিয়ে দিতে দিতে, আর মাংস নেই বল্‌লেই হয়। কুকুরগুলোকে খুব পেট ভরে খেতে দেবেন ব'লে ভাব্‌ছিলেন। কিন্তু তা' হ'ল না। ২।১ টুক্‌রো মাংস হিসেব ক'রে কুকুরগুলোকে দিলেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাক্‌ল। ক্ষিদে যে মিট্‌ল না, তা' জান্‌তে পেরেও মালা কি করবেন—আরও ত পোষ্য আছে। তিনি আর কুকুরগুলোর সেই ক্ষিদের চীৎকার শুন্‌তে পার্‌লেন না, চিন্তিত ভাবে রাস্তায় বেরুলেন।

পাড়ায় গিয়ে দেখ্‌লেন, বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েরা, তাঁ'র দেওয়া সেই হাঁসগুলোর পালক তুলে ফেল্‌ছে। কেউ বা মাংস বের ক'রে, ছুরি দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে নিয়ে, কচ্‌-কচিয়ে খাচ্ছে। আবার কেউবা রেখে দিচ্ছে।

মালা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বাড়ী ছেড়ে খানিকটা দূরে এক প্রতিবেশীর বাড়ীর নিকটে যখন দাঁড়ালেন, তখন দেখ্তে পেলেন যে তাঁ'র স্ত্রীর পূর্ব্ব-পক্ষের ছেলে ওরসিকিডক্স তাঁ'র কাছে একটা খরগোস ধর্বার ফাঁদ নিয়ে আস্ছে।

ওরসিকিডক্স পিতাকে জিজ্ঞাসা কর্লে, "বাবা, পাহাড়ের দেবতা কি তাঁ'র নাক দিয়ে টেনে এতগুলো মাংস সব নিয়ে গেছেন? এতগুলো মাংস সব দেখ্ছি উবে গেছে।"

অদূরে ভয়ানক একটা শব্দ শোনা গেল! ও কিসের শব্দ? নেক্ড়ে-বাঘের নয়? নেকড়ের ডাকে পাড়ার কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠ্ল। ঘেউ ঘেউ শব্দে কাণে আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। পাহাড়ের উপর থেকে নেক্ড়ের সেই ভীষণ শব্দ আস্ছিল। চূড়োয় নেক্ড়েদের আড্ডা। মালা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সাবধান হ'তে বল্লেন এবং নিজেও সাবধান হয়ে রইলেন।

একটু পরে মালা বল্লেন, "হাবা ছেলে, মাংস কোথায় গেল জিজ্ঞেস্ কর্ছে। চোখ মেলে দেখ্তে পাওনি? পাড়ার দেবতারা যে সব নিয়ে গেলেন।"

ওরসিকিডক্স এই কথা শুনে বড়ই লজ্জিত হ'ল। হাতের খরগোস মারা যন্ত্রটা সে তুলে ধর্লে।

মালা একটু ভর্ৎসনা-স্বরে পুনরায় বল্লেন, "বেকুব কিনা, নইলে এমন সময় এমন কর্তিস্!"

কিন্তু হাজার হ'লেও ত বাপের প্রাণ! ছেলেটা গাল খেয়ে

মুখ ভার ক'রে চলে গেল দেখে, তাঁ'র মনে বড় ব্যথা লাগ্‌ল। কিন্তু যা' হ'বার তা'ত হ'য়ে গেছে !

কন্‌কনে বাতাসের এক ঝাপ্‌টা এসে মালার চুলগুলোকে নেড়ে দিলে। মালা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন— কালো ঘন-মেঘ। শীত যে আরও পড়্‌বে, তা'র সূচনা কর্‌ছে। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মালা ঘরে ফির্‌তে লাগ্‌লেন।

ধমক খেয়ে বালক ওরসিকিডক্স চলে গিয়েছিল একটা পাহাড়ের উপর। তা'র হাতে ছিল সেই ফাঁদটা—শিকার ক'রে যদি ছোট-খাটো কিছু পায় এই ছিল তা'র অভিপ্রায়। কিছু পেল না। কিন্তু ও কি ? ওটা কি জোরে ছুটে আস্‌ছে ? আস্‌ছে ত তা'রই দিকে। আরও এগিয়ে আস্‌ছে যে! ভাল ক'রে সে চেয়ে দেখ্‌লে। দেখ্‌তে পেল একটা মস্ত বড় ওয়ালরাস্‌ (সিন্ধু-ঘোটক) পাহাড়ের নীচুকার জল ছিটিয়ে হাঁ ক'রে ছুট্‌ছে। মালার ছেলে পাড়ার সকলকে চীৎকার ক'রে জানাতে লাগ্‌ল, "ঐ দেখ, মস্ত বড় একটা ওয়ালরাস্‌ তেড়ে আস্‌ছে।"

শিকারী মালা তখন সবেমাত্র তাঁ'র ঘরে ঢুকে ছিলেন ! ছেলের চীৎকার শুনে তা'র কাছে দৌড়ে এলেন এবং পাড়ার লোকদের বল্‌লেন, "তোমরা সকলে অস্ত্র নিয়ে শিগ্‌গির ছুটে এস ! শিকার ! শিকার ! শিকার !" শিকারের সন্ধান পেয়ে পাড়ার শিকারীর দল ছুটে চল্‌ল। আবা ছুটে এনে দিলেন মালাকে তাঁর বর্শা, তীর, ধনু ও হারপুণ !

মালা তাড়াতাড়ি সেগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে, পিঠে বেঁধে

ফেল্লেন। ওরসিকিডক্সকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "কোথায় ওয়ালরাস্ ?" সে মালাকে সেই বিরাট জানোয়ারটা দেখিয়ে দিলে। তিনি দেখ্লেন, সেই পাহাড়ের মত জানোয়ারটা জল ভেদ ক'রে ধেয়ে আস্ছে। চোখের পলক ফেল্তে না ফেল্তে জানোয়ারটা উঠে পড়্ল পাহাড়ের উপর। কি তা'র ইচ্ছা কে জানে ? ওয়ালরাস্টার আঘাতে পাহাড়ের উপরকার বরফ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ছিট্‌কে পড়্ছে। নাকের ভীষণ গর্জ্জনে, সো-সো শব্দে, চারিদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাক্ষাৎ যেন একটা অসুর—যুদ্ধের জন্য উদ্যত হ'য়ে ছুটে আস্ছে—সাদা ধারাল দাঁত দু'টো দিয়ে ঐ বুঝি মার্লে !

মালার চীৎকারে পাড়ার ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চল্ল। শিকারী কুকুরগুলো শিকারের সঙ্কেত বুঝ্ত। শিকার আস্ছে বুঝে বিকট চীৎকার কর্তে কর্তে লাফিয়ে ছুটে চল্ল। হৈ, হৈ, রৈ, রৈ শব্দে সেই বরফের দেশের পল্লীখানি তখন ভীষণ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল।

মালা আর তাঁ'র সেই ছেলে, সকলকে পথ দেখিয়ে শীঘ্র নিয়ে চল্ল। তখন সেই ভীষণ জানোয়ারটা পাহাড় থেকে আবার নেমে, সমুদ্রের ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। মালার পিছনে আস্ছিল, দলে দলে সেই পাড়ার লোক। সকলেরই সঙ্গে বর্শা, হারপুণ, ফলা, ফাঁপা বয়া—শিকার কর্বার যত সব রকম রকম সরঞ্জাম।

ওয়ালরাস্‌টা জলে গেলেও ত সেখানে যেতে হ'বে, সেইজন্য মেয়েরা নিয়ে এল সেইদেশের মস্ত বড় ও লম্বা উমীয়াক্ নামে নৌকো এবং কতকগুলো কায়াক নৌকো। ওয়ালরাসের চামড়া অথবা শীল কিংবা তিমি মাছের চামড়া দিয়ে এই নৌকোগুলো তৈ'রী হয়—এগুলো ভারী শক্ত। একখানা আস্ত চামড়ায় তৈ'রী হয় ব'লে এগুলোর ভিতরে জল ঢুক্‌তে পারে না; ভারী হাল্‌কা, কাঁধে ফেলে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে।

এস্কিমোদের কায়াক নৌকো

এগুলো শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তাঁ'রা কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়—চালাবার জন্য এতে বড় বড় জানোয়ারের হাড়ের তৈ'রী শক্ত দাঁড় থাকে। বেগে দাঁড় টেনে ভন্ ভন্ ক'রে চালিয়ে নিয়ে যায়—উল্‌টে গেলেও মুহূর্ত্তে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সবাই উঠে বসে। সমুদ্রের জল কিংবা ঢেউ বা কোন জানোয়ার দেখে

এরা একটুও ভয় পায় না। জলে এই নৌকোগুলো নিয়ে এরা যে কত শত বার স্থানচ্যুত হয় তা'র অন্ত নেই। কখনও বা এরা ঐ নৌকোগুলোতে উঠে বসে, কখনও বা নৌকোগুলো এদের উপর চেপে পড়ে। দৃক্‌পাত নেই তা'তে। ডুব্‌ছে, উঠ্‌ছে, পড়্‌ছে—ঢেউয়ের উপর ঢেউ আস্‌ছে—হাঙ্গর, মকর, জল-ঘোটক, কত সমুদ্রের জানোয়ার হাঁ ক'রে আস্‌ছে কিন্তু ওরা নিজের নিজের কায ঠিক ক'রে যাচ্ছে ; ওখানকার জন্তু-গুলোও যেমন, মানুষগুলোও তেমনই। ওরা সুবিধা পেলে এদের খায়, আবার মানুষদের সুবিধা হ'লে ওদের খায়।

সকলে কাণ দিয়ে শুনছিল, মালা কি হুকুম দেন। চার-দিক থেকে, ঐ-ঐ, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ শব্দ! সকলেই বল্‌ছে, "ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ দেখা যাচ্ছে।" কেউ না দেখে-শুনেই বল্‌ছে, "দেখ্‌ছি।" কেউ অস্ত্রগুলোকে ঠিক্‌ঠাক্ কর্‌ছে—শান দিয়ে নিচ্ছে; কেউ শুধু দৌড়-ঝাঁপে হয়রান্ হ'য়ে পড়্‌ছে।

মালার ছেলে ওরসিকিডক্স তখনও চেঁচাচ্ছিল। সে বল্‌ছিল, "এওয়ার, এওয়ার, সুইট্"—তা'দের দেশের ভাষায় ওর মানে হচ্ছে, ওয়ালরাস্—বড় বড় ওয়ালরাস্!

সকলে শিকারের লোভে যেন পাগলের মত ছুটোছুটী কর্‌ছিল, কে সকলের আগে জন্তুটাকে মার্‌বে এই তা'দের জেদ!

ওয়ালরাস্‌টা তখন জলে, আর নৌকো নিয়ে সেদিকে ছুটে চলেছে যত সব শিকার পাগ্‌লার দল!

ওরা সকলে নৌকোগুলো চালাতে লাগ্‌ল। পাছে

ওয়ালরাস্‌টা টের পেয়ে পালিয়ে যায় সেইজন্য খুব নিঃশব্দে, নৌকোগুলো চালাতে আরম্ভ করলে।

একটার দেখাদেখি, আরও কতগুলো ওয়ালরাস্‌ এসে জুটল। শিকারীদের তা' দেখে সে কি আনন্দ। তা'রা ভাবলে ভগবান যা' করেন সবই মঙ্গলের জন্যই।

তা'রা সকলে দূরে সরে গেল। লুকিয়ে থেকে, যেখানে ওয়ালরাস্‌গুলো ভিড় কচ্ছিল, তা'র চারদিকে ঘেরাও করতে আরম্ভ করলে। উমীয়াকে ও কায়াকে যা'রা দাঁড় বেয়ে আস্‌ছিল, তা'রা ওয়ালরাস্‌গুলোর চারদিকে সশস্ত্র অবস্থায় ঘিরে দাঁড়াল। উপরে যে লোকগুলো ছিল তা'রা নেমে আস্‌তে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে থেমে, দেখ্‌তে লাগ্‌ল শিকারগুলো কি করছে—আর শিকারীরাও কি করছে। ডাঙ্গার লোকদের দিকে জলের লোকগুলো তাকাতে লাগ্‌ল আর তাদের দিকে এরাও সেইভাবে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল সেই শুভ মুহূর্ত্তের—যে শুভ মুহূর্ত্তে মালার হুকুম আস্‌বে—মার্‌, মার্‌ —ধর্‌, ধর্‌!

"ও বাবা, ও কিরে, ওই দেখা যাচ্ছে, একটা মস্ত বড় ওয়ালরাস্‌। মাথা—উঁচু ক'রে—ঐ ওর ছোট ছোট আগুনের হল্‌কা ঢালার মত চোখ দু'টো। ওরে বাবারে! কত বড় ওয়ালরাস্‌টারে!" এই বলে এ ওকে ধাক্কা দিতে লাগল।

সেই বিরাট, বিকট জানোয়ার—দলের আগে আগে সে সর্দ্দারের মত আস্‌ছিল, দু'টো দীর্ঘ ধারাল, সাদা, ধব্‌ধবে দাঁত

বাড়িয়ে—গেঁথে ফেল্‌তে চায় বুঝি শিকারীদের—মিট্‌মিটিয়ে ঐ চাচ্ছে—কি ভীষণ, কি বিশ্রী, কি অন্তর্ভেদী তীব্র, বিলোল সে চাহনি !

কিন্তু আর ত অপেক্ষা করা চলে না। ওরা যদি পালিয়ে যায় ! শিকারীরা দেখ্‌লে যে তা'রা ওয়ালরাস্‌গুলোকে ঘিরে ফেলেছে। যা'র হাতে যে অস্ত্র ছিল, এইবার কাজে লাগাতে হ'বে—যা'র গায়ে যত বল এবার দেখা'তে হ'বে—শিকার-গুলো কোন রকমেই যেন হাতছাড়া না হয়।

বরফের উপর দিয়ে যা'রা তাড়া কর্‌ছিল, তা'রা বেশ কাছে এসে পড়েছে। মালা হুকুম দিলেন, "মার-মার, কাট্‌-কাট্‌"। সকলে একযোগে আক্রমণ কর্‌লে সেই ঘেরা ওয়ালরাস্‌-গুলোকে। "সাম্‌নে—শুধু সাম্‌নে—পিছিও না—মার, মার, একটাও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।" অস্ত্র ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌ল। কেবল কট্‌-কট্‌, ফট্‌-ফট্‌ শব্দ ! যেন রক্তের ঢেউ বইতে লাগ্‌ল; সাগরের জল লাল হ'য়ে গেল। ওয়ালরাস্‌গুলো আক্রমণ কর্‌ছে এস্কিমো শিকারীদের, আর তা'রা আক্রমণ কর্‌ছে সেই বিশাল-দন্ত, বিশালাকার জলের অসুরগুলোকে। সাগরের জল তোলপাড় হ'তে লাগ্‌ল। বর্শা, তীর, হারপুণ প্রভৃতি বন্‌-বন্‌ ক'রে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। সকলের আগে মালা—অবসর নেই—বিশ্রাম নেই—যেন নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও সময় নেই—তীর অথবা হারপুণ ছুঁড়ে মার্‌ছেন—যা'কে মার্‌ছেন, তা'র আর রক্ষা নেই। কি ভীষণ সে দৃশ্য !

আর আর শিকারীদের ত কথাই নাই। মালার দেখাদেখি, কেউ ছুঁড়্তে লাগ্ল তীর, কেউবা বর্শা, কেউবা সবচেয়ে মারাত্মক, ওয়ালরাসের শমন-স্বরূপ সেই বিশেষ অস্ত্র, এদেশের সেই হারপুণ। শন্-শন্ কর্ছে সেগুলো।

বরফের উপর দিয়ে এসে একদল এস্কিমো কতকগুলো ওয়ালরাস্কে আক্রমণ করেছে।

ওয়ালরাস্গুলো দেখ্লে আর এদিক-সেদিক যা'বার উপায় নেই; চারদিকে শত্রু—যদি পারে শত্রু নাশ ক'রে ছুটে

পালাবে এমনই মনোভাব নিয়ে তা'রা নিতান্ত ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল —তা'দের বিরাট, বিশাল, বিকট দেহ নিয়ে—দাঁত দুটো খাড়া ক'রে ছুট্‌ল শত্রু সংহারে। তখন ঠেলা-ঠেলি, হুড়ো-হুড়ী পড়ে গেল। একটার উপর দিয়ে আর একটা গুঁতো-গুঁতি ক'রে ছুট্‌ল, কিন্তু যা'বে কোথায়? ওদের খুব বড় বড় দেহ এবং খুব শক্তি থাক্‌লেও বুদ্ধি বড়ই কম। সেই কম বুদ্ধির দোষে অতি ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষুদ্র-শক্তি মানুষের কাছে ওরা হার মেনে যাচ্ছিল। সারি সারি মারা পড়্‌ছিল—শরীরের বল, বুদ্ধি বলের কাছে চিরকালই পরাস্ত হ'য়ে আস্‌ছে। হাতীর মত জানোয়ারকে, গণ্ডারের মত জন্তুকে. উটের মত জীবকে, মহা-হিংসুক বাঘকে, পশুরাজ সিংহকে, বিশালকায় অজাগর সাপকে ক্ষুদ্র মানব কেবলমাত্র তা'দের বুদ্ধিবলে পোষ মানাচ্ছে—তা'দের দিয়ে যা' ইচ্ছে তা'ই করাচ্ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এদেশে গায়ের বলে তেমন কিছু করা যায় না. গায়ে বল তত না থাক্‌লেও বুদ্ধি থাক্‌লে অনেক কিছু করা যায়। বুদ্ধি নেই ব'লেই পশুরা বনে-জঙ্গলে কত কষ্ট পাচ্ছে, আর মানুষগুলো ঘর-দোর ক'রে, দালান-ইমারত গেঁথে কত সুখে থাক্‌ছে।

এক একটা সেই সিন্ধু-ঘোটক—কি বিরাট, কি বিশাল ; কি প্রবল শক্তিতে ভরা তা'দের দেহ। অত বড় চেহারা ও অত বল থাকা সত্ত্বেও যখন ছোট্ট ছোট্ট সেই মানুষগুলোর হাতে প্রাণ হারাচ্ছিল তখন ভারী আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল। শিকারীরা মার্‌তে লাগ্‌ল তীর, বর্শা, হারপুণ প্রভৃতি—আর ওয়ালরাস্‌গুলো সেই

আঘাতে পড়্তে লাগ্ল এবং মর্তে লাগ্ল—ঠিক যেন ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া কলা-গাছগুলোর মত! যেগুলো হয় ত পালাতে পার্ত, সেগুলোও বুদ্ধির দোষে, অন্য মরা ওয়ালরাস্গুলোর শরীরের নীচ দিয়ে ঢুকে পড়্তে লাগ্ল। পিছন থেকে তাঁদের গায়ের উপর অনবরত বৃষ্টির ধারার মত অস্ত্রাঘাত হ'চ্ছে। সেই আঘাতে একটাও আর বাঁচ্ল না। যেগুলো আগে মরেছিল, সেগুলোর সঙ্গে বিকট চীৎকার করতে কর্তে, চট্-ফট্ ক'রে মর্তে লাগ্ল বাকীগুলোও।

জলপথে কায়াক নিয়ে ছুটে আস্ছিল পুরুষদের দল। সকলের আগে ভেসে আস্ছিলেন বীর মালা—তাঁ'র কায়াকে চড়ে—চোখের পলক ফেলা যাচ্ছিল না। সে কি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড!

মালার হাতের যেন বিরাম ছিল না। এই তীর, তারপর বর্শা, আবার হারপুণ তিনি তুল্ছেন আর ছুঁড়্ছেন। তাঁ'র প্রবল শক্তিতে পূর্ণ, সুশিক্ষিত হাত দিয়ে তুলে নিতে লাগ্লেন তীর। ধনুতে জুড়ে ওয়ালরাস্গুলোকে উদ্দেশ করে ছুঁড়তে লাগ্লেন সেগুলো। আবার নিলেন হারপুণ—সাহসের নেই অন্ত। সেই ভীষণ জন্তুগুলোর দলের মধ্যে মালা ঢুকে পড়্লেন। হারপুণ দিয়ে কতকগুলো দুর্দ্দান্ত ওয়ালরাসের জীবনলীলার অবসান ঘটালেন। দড়ি দিয়ে বেঁধে সেগুলোকে তুল্তে লাগ্লেন কায়াকে। ছোট্ট ছোট্ট সে নৌকো—ক'টা আর ধর্বে? বার্ বার্ তীরে গিয়ে ওয়ালরাসগুলোকে ফেলে আস্তে লাগ্লেন। দেখ্তে দেখ্তে তীরে যেন মারা ওয়ালরাসের পাহাড় গোড়ে উঠ্তে লাগ্ল।

কিন্তু একটা ওয়ালরাস্—সেটা ছিল সব চেয়ে বড়—বঝি সেটা ওদের পালের মোড়ল—গায়ে ছিল তা'র ভারী জোর। মালা দেখলেন, ওটাকে সহজে মারা যা'বে না : হারপুণ নিয়ে, যত জোর ছিল তাঁর গায়, আঘাত করলেন—লাফিয়ে পড়লেন আর গোটাকতক হারপুণ নিয়ে ওটার উপরে। সেই প্রচণ্ড আঘাতে, ঐ ওয়ালরাস্‌টা রুখে দাঁড়াল! মালা ওর পেটে আমূল বিঁধিয়ে দিলেন একটা বর্শা। ছিট্‌কে পড়ে গেল সেই অসুরের মত বিরাট জানোয়ারটা। মহিষের মত তা'র বিকট দেহ জলের উপর ভেসে চল্‌ল। কয়েকজন এস্কিমো শিকারী দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে তুল্‌ল সেই জানোয়ারটাকে ডাঙ্গায়। কিছু-ক্ষণ পরে আবার কতকগুলো ওয়ালরাস্ এসে হাজির হ'ল—বোধ হয় তা'রা দলের মোড়লটার খোঁজে বেরিয়েছিল। তা'রা মোড়লের সেই দুর্দ্দশা দেখে প্রাণের ভয়ে ছুটে চল্‌ল, কিন্তু যাবে কোথায়?

মালা দেখ্‌লেন— ওগুলো পালাচ্ছে—বল্‌লেন, "তাড়াতাড়ি ঐ বেড়া জালগুলো ছুঁড়ে মার দেখি।" ঐ জালগুলো ভারী শক্ত, নাম ছিল ব্ল্যাডার বয়া। তা'তে আট্‌কে গেল ওয়ালরাস্‌গুলো—বুঝ্‌ল আর রক্ষা নাই। শিকার করতে করতে মালা হ'য়ে উঠেছিলেন একটি ওস্তাদ শিকারী। কোথায় মারলে, কেমন ক'রে মারলে, জানোয়ারগুলো আর ছুট্‌তে পারে না—সে সব, বীর মালার খুব ভালভাবেই জ্ঞান ছিল! মালা জানোয়ার মারতে মারতে যেন একটা বীভৎস কাণ্ডের সৃষ্টি ক'রে তুল্‌লেন!

শিকারী ইগড়ুল্যাক্ ট্যাপারটে এসেছিলেন এই শিকারে, তিনি ছিলেন একটা কায়াকের উপর ; সেখান থেকে দেখ্‌লেন যে একটা আহত ওয়ালরাস্ তাঁ'র কায়াকের দিকে ধেয়ে আস্‌ছে। ট্যাপারটে হারপুণ দিয়ে ওটাকে এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন। হারপুণটা কিন্তু ওটার গায়ে লাগ্‌ল না। এজন্য ওয়ালরাস্‌টা ভীষণ রেগে উঠ্‌ল এবং প্রতিহিংসার আগুন যেন ধক্‌ধক্ ক'রে চোখে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। অস্ত্র ছোঁড়া ব্যর্থ হ'ল দেখে ট্যাপারটে নূতন ক'রে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হলেন—কায়াকখানাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা ক'রে অগ্রসর হ'লেন—কিন্তু ওয়াল-রাস্‌টা ভীষণ বেগে এসে আক্রমণ করলে তা'র তীক্ষ্ণ দাঁত দু'টো দিয়ে কায়াকখানার ধারে ধারে—এত জোরে আঘাত করতে লাগ্‌ল যে সেটা ভেঙ্গে চুরমার হ'বার জোগাড় হ'য়ে উঠ্‌ল। যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করতে করতে ও রাগে গস্ গস্ করতে করতে ওয়ালরাস্‌টা ট্যাপারটেকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। সেটা কায়াকখানাকে ঠেলে উল্‌টে ফেল্‌লে। কায়াকে ছিলেন ট্যাপারটে আর তাঁ'র কয়েক জন সঙ্গী। কায়াকখানি উল্‌টে যাওয়ায় ভারী বিপদের সৃষ্টি হ'ল। ওঁরা সকলেই গেলেন জলে ডুবে, কিছুক্ষণ পরে আবার ভেসে উঠ্‌লেন। নৌকোটাকে ধ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা করলেন কিন্তু নাকে মুখে জল প্রবেশ করাতে এবং উদ্যত দন্ত ওয়ালরাস্‌টা তাঁ'দের জীবন নাশের জন্য বেগে ছুটে আস্‌ছে দেখায় তাঁ'রা মহা বিপদ গণ্‌লেন। কোন্ দিক্ সাম্‌লাবেন ? একদিকে সাগরের কন্‌কনে

জলের উত্তাল তরঙ্গ আর অন্যদিকে সাক্ষাৎ যমের মত প্রবল শত্রু !

বীর মালা ছিলেন একটু দূরে। এই ঘোর বিপদ দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। সব সময়েই তিনি সকলের বিপদের সহায়—পরের জন্য প্রাণ দিতে তাঁকে কোন দিন কেউ এতটুকু চিন্তা কর্‌তে, এতটুকু ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখেনি ; আর এ ত তাঁ'র সঙ্গী, ট্যাপারটের বিপদ !

বীর মালা, তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁ'র কায়াকটিতে ঠিক হ'য়ে বসেই সেটাকে পবন বেগে চালিয়ে দিলেন। ওঁরা তখনও যুদ্ধ কর্‌ছিলেন। অসুরের মত সেই নৃশংস ওয়ালরাস্‌টা তখনও ট্যাপারটের উপর তা'র প্রতিহিংসা নিতে চেষ্টা কর্‌ছিল—রাগে এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।

মালা গিয়েই কায়াকখানিকে বরফের স্তূপের দিকে ঠেলে তুলে দিলেন। যা'রা ওতে তখনও ঝুল্‌ছিল তা'রা মালাকে নিকটে দেখে. মরণের পথে এগিয়েও, বাঁচ্‌বার আশা কর্‌তে লাগ্‌ল। মালা থাক্‌তে তা'দের বিপদ ঘট্‌বে না—তিনি যে নিশ্চয় ওদের বাঁচাবেন এই ভরসায় ও আশায় বুক বেঁধে তা'রা প্রাণপণ শক্তিতে ঝুলে থাক্‌তে লাগ্‌ল। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর—যদি কেউ এমন অবস্থায় পড়ে থাকেন—তিনি বুঝ্‌বেন, ট্যাপারটে ও তাঁ'র সঙ্গিগণের সে কি অবস্থা !

কয়েকজন গিয়ে কায়াকটাকে উপরে তুল্‌ল। নিশ্চিত মরণের হাত থেকে সকলেই রক্ষা পেলে—কেউ মর্‌ল না।

ওদের এই আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা ক'রে, মালা আর এক মিনিটও দেরী করলেন না। চীৎকার ক'রে উঠলেন, "মার, মার, মার—ওগুলোকে মার, ওগুলোর পিছনে পিছনে ছুটে চল। একটাও যেন ফিরে না যায়—বাঁচতে না পারে। আমি এটাকে দেখছি।"

যে কথা সেই কাজ। এস্কিমো শিকারীরা মালার সেই সাহসের ধ্বনি কাণ দিয়ে শুনলে। বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে লাগল। শিকারের মোহে জীবনের ভয় আর রইল না। অভ্রভেদী পর্ব্বতের মত সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করছে মহাবীর, শিকারে মহা কৌশলী, মহা বুদ্ধিমান, চির-পরোপকারী মালা। "ভয় নেই, ভয় নেই" বলতে বলতে, "মার, মার" শব্দ করতে করতে সকলে ছুটল সেই অবশিষ্ট ওয়ালরাস্‌গুলোর পিছনে পিছনে। যেটুকু নৈরাশ্য, যেটুকু অবসাদ এসেছিল—মালার উৎসাহে, তেজে, বিক্রমে, আদর্শে তা' উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠল। সকলে যেন নব বলে বলীয়ান হ'য়ে উঠল—দেহে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হ'ল।

আবার রক্তারক্তি সুরু হ'ল। কেউ ছুঁড়তে লাগল তীর; সেগুলোর আঘাত লেগে ওয়ালরাস্‌গুলোর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠল। কেউ ছুড়ল বর্শা; তাদের আঘাতে ওয়ালরাস্‌গুলোর চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে অজস্র রক্ত পড়তে লাগল। তা'র পর যা'রা গায়ে অসুরের বল রাখে, শিকার ক'রে ক'রে হাত পাকিয়েছে এবং ভয়হীন—তা'রা গেল এগিয়ে—ওয়ালরাস্-

গুলোর কাছে ; মারতে লাগল তা'দের মল্লযুদ্ধের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র হারপুণ ! ভন্ ভন্ ক'রে ছুটছে হারপুণ ও তীর। ওয়ালরাসের পর ওয়ালরাস্ ঢলে পড়ছে দেখে শিকারীরা ভারী মজা অনুভব করছে, দড়ি দিয়ে বাঁধছে আর টেনে তুলছে। সেই দড়ির টানে মৃত ওয়ালরাসের চামড়া হ'তে বিকট শব্দ উঠছে। যা'রা কখনও

মালা উমীয়াক নৌকা ক'রে গিয়ে হারাপুণ দিয়ে ওয়ালরাস মারছেন।

শিকার করেনি, তা'রা এ মজা কিচ্ছু বুঝবে না। শিকার যখন করা হয়, তখন শিকারীদের জীবনের মায়া থাকে না—খাওয়ার কথা, ঘুমোবার কথা, তা'রা যেন ভুলে যায়। শিকার মারতে পারলে সেই আধ-মরা বা মরা শিকার নিয়ে, তা'দের রক্তাক্ত

বিকল দেহ দেখে, আর নিজ বীরত্বের কথা ভেবে, শিকারীদের মনে যে আনন্দ হয়, তা' শিকারী ছাড়া অন্যের বুঝ্‌বার শক্তি নেই। এই শিকার বা মৃগয়া, যা'কে ইংরেজীতে বলে hunting তা' প্রায় সব দেশের লোকেরই প্রিয়। তা' ছাড়া মানুষ যেমন শিকার ভালবাসে—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এরাও তেমনি এটা ভালবাসে। বাড়ীর বিড়াল ইঁদুর মেরে কেমন খায়। কুকুর এটা-ওটা-সেটা শিকার ক'রে মনে আনন্দ পায়। বাঘ, ভাল্লুকের কথা ত কত সময়ই আমরা শুনি—ওৎপেতে থেকে ওরা কতই না কাণ্ড করে। সাপ, মাকড় প্রভৃতির শিকার দেখ্‌বার সুযোগ আমরা মধ্যে মধ্যে পেয়ে থাকি। এস্কিমো-শিকারীরা আজ ওয়ালরাস্ শিকার ক'রে ভারী আহ্লাদিত হ'য়েছে। এদিকে মালা সেই ভীষণ ওয়ালরাস্‌টাকে বধ ক'রেছেন। আর একটাও বাকী নেই—একটাও পালাতে পারেনি। শিকারীদের পক্ষে এর চেয়ে আর কি আনন্দ আছে?

কি শুভ এ দিন! এতগুলো ওয়ালরাস্ এসে, জটলা বেঁধে এদের সাম্‌নে পড়েছিল। এস্কিমোদের ঘরে ছিল না ভবিষ্যতে খাবার মত তেমন খাদ্য। মালা পূর্ব্বে যা' শিকার ক'রে নিয়ে এসেছিলেন তা' প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ভেবে ভেবে তা'রা আকুল হয়েছিল—এবার বুঝি না খেয়েই মর্‌তে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভগবানের কি দয়া! আজ এগুলি আপন ইচ্ছায় সাম্‌নে এসেছে আবার ধরাও পড়েছে! ওদের চামড়া দিয়ে এস্কিমোদের পোষাক হ'বে। তেল তা'রা গায়ে মাখ্‌বে।

হাড় দিয়ে হ'বে তা'দের তাঁবুর খুঁটি, লাঠি, ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র। হাড়ের খুঁটিগুলো কত শক্ত ও মজবুত! তা'রপর, মাংস কত সুস্বাদু তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মাংসাশী এস্কিমো জাত, ওয়ালরাসের মাংস পেলে আর কিছু চায় না। ঐ এক একটা জন্তু যেন মাংসর স্তূপ! প্রাণীগুলো দেখ্‌তে বীভৎস হ'লেও তাদের মাংস ওদের খুব মুখ-রোচক! নিমন্ত্রণে বা দশজনে মিলে "খানা-পিনা" কর্‌বার সময় ওয়াল-রাসের মাংসই ওদের বেশী প্রিয়, ঐ মাংস খাবার লোভ সংবরণ করা ওদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার। রাশি রাশি সেই মাংস ছুরি দিয়ে কচাকচ্‌ ক'রে কেটে, মুখে ফেলে দেওয়ায় সে কি আনন্দ!

ক'দিন পূর্ব্বে মালা বহুদূরে শিকারে গিয়ে—কত শিকার ক'রে এনেছিলেন। কিন্তু এবারকার, এ শিকার, ঘরের কাছে হঠাৎ মিলে গেছে। তা'রপর এ শিকার নয় ত যেন একটা উৎসব বিশেষ! তা'দের সেই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, ওয়ালরাসের পর ওয়ালরাস্‌, এবার প্রচুর মিলেছে। এতগুলো ওয়ালরাস্‌ এক-যোগে খুব কমই পাওয়া যায়। সারাদিন ঘুরে একটাও মিলে না এমন দিনও ঘটে। তা'রপর আরও আনন্দের বিষয় এই যে, এত বিপজ্জনক শিকারে এবার এস্কিমোদের একটী লোকও মারা পড়েনি। মর্‌তে মর্‌তে ট্যাপারটের নৌকার লোকগুলো বেঁচে গেছে। ট্যাপারটেও বেঁচে গেছেন। সকল শিকারে, সমস্ত সময়, এস্কিমোদের বড় প্রিয় ও আদরের মহাবীর মালা সঙ্গী

থাকে না—তাঁর সঙ্গে শিকার করা সেও একটা পরম গৌরবের বিষয়—ভাগ্য ফলে এবার তাও ঘটে গেছে। পাড়ার সকলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে লাগল। তীর ছুঁড়ে, বর্শা নিক্ষেপ ক'রে, হারপুণ মেরে শিকারীদের হাত আজ শিকার নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন দেখিয়েছে—দেখেছেন স্বয়ং মালা; তা'রা আজ ধন্য—তা'রা আজ কৃতার্থ। সমস্ত পরিশ্রম আজ

এস্কিমো বালক ওয়ালরাস্ মার্‌বার জন্য তীর ছুঁড়ছে।

সার্থক হ'য়েছে—সকল আশা আজ সফল হ'য়েছে। ঘরে ছিল না বিশেষ কিছু খাবার—আজ দৈবানুগ্রহে ঘরে ঘরে প্রচুর—আশার অতীত খাবার জুটেছে—এতে কা'র না আনন্দ হয়?

এস্কিমো-পল্লীতে সত্যি আজ ভারী আনন্দ—ভারে-ভারে মাংস নিয়ে এস্কিমো-বীর মালার সঙ্গে সকলে আত্মহারা হ'য়ে ঘরে ফিরেছে—স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে পেট পূরে খেতে পাবে।

বীর-নেতা মালার কাছে সকলে এসে বল্‌লে, "আসুন, আজ একটু আনন্দ করা যাক্।" নিরানন্দ-প্রায় পল্লীতে আজ বড় আনন্দ! শীতে ঘরের বাহির হওয়া যাচ্ছিল না—যাওয়ার উপায়ও ছিল না। এত শীতে কোথায় শিকার মিল্‌ত তা'র কোন ঠিক্-ঠিকানা ছিল না। ভগবান্ দয়া ক'রেছেন। দৈব অনুকূল হ'য়ে আজ এই এস্কিমো-পল্লীতে সকলের আহার জুটিয়ে দিয়েছেন—আনন্দ কর্‌বে না তা'রা?

সদানন্দ মালা বল্‌লেন, "ভাই সব, খুব আনন্দ করুন। আমি কোনদিনই আনন্দের অন্তরায় নই? সকলে ভাল ক'রে সেজে-গুজে আসুন।"

কে কি নিয়ে—কি দিয়ে—আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌বে সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চল্‌তে লাগল। পল্লীর ও সমাজের প্রথা মত মালার তত্ত্বাবধানে ও উৎসাহে সমস্তই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এস্কিমো-উৎসব।

ঘরে-ঘরে, ভারে-ভারে মাংস তোলা হ'ল। মাংস রাখ্‌বার তাক্‌গুলো চামড়া দিয়ে তৈ'রী। মাংস খেয়ে সকলের পেট ভর্‌ল। ওয়ালরাসের চামড়াগুলো কেটে নিয়ে যা'দের পরিধান কর্‌বার কিছু ছিল না—তা'রা ওয়েষ্ট কোট্‌, পেণ্টুল, ঘাঘ্‌রা প্রভৃতি তৈয়ার ক'রে নিলে—সেলাই কর্‌লেন গিন্নীরা। যা'দের মাথা ঢাক্‌বার টুপী ছিল না, কাণ দিয়ে ঠাণ্ডা ঢুকে জ্বালাতন কর্‌ছিল, তা'রা টুপী ক'রে নিলে। হাড় দিয়ে তাঁবুর খুঁটি হ'ল। চামড়া দিয়ে হ'ল তা'র চাল্‌। মেয়েরা সেলাই করে হাড়ের স্চ দিয়ে ; নানা রকম পোষাক ক'রে বাড়ীতে নূতন শোভার সঞ্চার কর্‌লেন। সকলের মুখেই হাসি।

এইবার মালা বল্‌লেন, "দেখুন, আপনারা সকলে এই উৎসবের ঘরে এসে আনন্দ করুন্‌। ঘর তৈয়ার হ'য়ে গেছে ; বাইরে ত আর থাকা চল্‌বে না—বড্ড ঠাণ্ডা।" এই কথা শুনে সব ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সেই প্রকাণ্ড ঘরে এসে জুট্‌ল। এত বড় ঘর—যা' কেবল এই বিশেষ উৎসবের জন্যই এতগুলো চামড়া খাটিয়ে তৈয়ার হ'য়েছে—তা'তে আর যেন জায়গা হচ্ছিল না—জম্‌ জম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। মালার আদেশ এবং পল্লীস্থ সকলেরও ইচ্ছা যে, আজ একত্রে আনন্দ কর্‌বেন।

গ্রামময় আনন্দের ফোয়ারা ছুট্‌ল। এস্কিমোদের দেশের আনন্দ অন্য দেশের মত নয়। তা'রা স্বাধীন—তা'রা বাধ্য-বাধকতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সভ্যতার বন্ধনে বদ্ধ নয়। তা'দের আনন্দ সজীব—তা'দের আনন্দে প্রাণ আছে—কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা ও কুটিলতা নেই। সেখানে খুঁটি-নাটি নিয়ে মনোমালিন্যের লেশও নেই। সহজ ও সরল ভাবে তা'রা ক'রে খেলা-ধূলা আর খাওয়া-দাওয়ায় ফ‍্ূর্তি!

অনেক দিন পর আজ এস্কিমো-পল্লীতে আনন্দের বাঁশী বেজে উঠেছে; ছেলে পিলে নিয়ে এস্কিমোরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছে! সে পল্লীতে ঝর্ ঝর্ ক'রে শীতের বরফ পড়্‌ছে। বরফে বরফে সাদা হ'য়ে রয়েছে সারা পাড়া। কুকুরগুলোর কত আনন্দ! আজ তা'দের কর্ত্তা-কর্ত্রীরা আদর ক'রে তা'দের পেট-ভরে খেতে দিচ্ছেন। কাড়া-কাড়ি, হুড়ো-হুড়ি লেগেছে। পোষা বল্গা হরিণগুলো তা'দের সেই গাছের ডালের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ও আঁকা-বাঁকা শিং নেড়ে ফ‍্ূর্তি কর্‌ছে। এখানকার প্রায় সব বাড়ীতেই থাকে এই রকমের পোষা হরিণ। এগুলো আমাদের দেশের হরিণের মত নয়—এক একটা আমাদের হরিণের চেয়ে অনেক বড়। দূর থেকে এগুলোর শিং দেখ্‌লে ঠিক এক একটা বহু ডালপালাযুক্ত গাছের মতই বোধ হয়। এই হরিণগুলোকে ভগবান্ এমন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন যে এরা এই স্তূপাকৃতি বরফের ভিতর দিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে, স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারে, পায়ে এতটুকুও ঠাণ্ডা লাগে না। এদের গায়ের

চামড়া আর লোম এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে ঠাণ্ডা ওতে প্রবেশই করে না। ঠাণ্ডাকে ওরা মোটেই গ্রাহ্য করে না—কারণ, ওতে ওদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। একটু ঠাণ্ডা লাগ্‌লে আমাদের শরীর ম্যাজ্-ম্যাজ্ করে, সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ হয় আর ওদেশের ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়—যেখানে সূর্য্যের দেখা পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা এবং রোদ মোটেই হয় না—সেখানে এস্কিমোদের পীড়া নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

তা' হাজার হ'ক্, অধিবাসীগুলো ত মানুষ। ওদের কিন্তু ওখানকার কুকুর বা হরিণগুলোর মত শীত সয় না! ওদের পালিত বল্গা হরিণগুলোর মত বরফ কেটে ওরা চল্‌তে-ফির্‌তে পারে না! ওদেশে গাছ নেই, লতা নেই, পাতা নেই—শীতে ওসব হ'তে পারে না। সমুদ্রের জলে আগাছা পাওয়া যায়—ঐ আগাছা ওরা দু' চারটা এনে রাখে ওদের বরফের বাড়ীতে। সমুদ্রে যখন ওরা শিকার করতে যায় তখন যত্ন ক'রে নিয়ে আসে সমুদ্রের শেওলা (moss)। পাথর ঠুকে ঠুকে আগুন করে। শেওলাগুলোতে আগুন ধরিয়ে মাছ-মাংস পুড়িয়ে বা আধা-পোড়া ক'রে খায়, সিদ্ধ করার অবসর থাকে না, কারণ ঠাণ্ডায় আগুন তত্‌ক্ষণ নিভে যায়! সময় সময় কাঁচা মাংসও খেতে হয়। রান্নায় মশলার ব্যবহার মোটেই করে না। আমাদের মত একটু নুণ, হলুদ, জীরে, লঙ্কা কম বা বেশী হ'লে, আর খেতে পাল্লুম না ব'লেও ওরা নাক্ সিট্‌কায় না। কাঁচা বা

আধ-সিদ্ধ মাংস খেয়ে বেশ হজম করে। সে দেশে কলেরা, অজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নেই। প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যবান,হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী। তা'ছাড়া ওদের বিলাসিতা নেই মোটেই—সাদাসিদে, সরল, সহজ-জীবন। বিলাসিতা করে না—কর্‌বারও উপায় নেই—অন্যান্য শীতের দেশের ন্যায় এদের ওসব ঝঞ্ঝাট বড় কম। শীত ব'লে, অনেক রকমের কোট, প্যাণ্ট, জুতো, মোজা, সার্ট, হ্যাট্‌ প্রভৃতি এস্কিমোরা পরে না! "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়" এই অভ্যাসে এরা সব সহ্য করে নিয়েছে। ওদের গায় বল হয় জানোয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে। জানোয়ারদের সরল, সহজ প্রকৃতি এরা যেন অনেকটা পেয়েছে। ওদেশের প্রকৃতিরাণী ঐ লোক-গুলোর জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক মত জিনিষ সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এরা আবশ্যক মত পোষাক তৈয়ার ক'রে থাকে। রক্ত জমাট বাঁধ্‌বার ভয়ে ওরা বাধ্য হ'য়ে সারা অঙ্গ ঢাকে। তবে বিশেষভাবে ঢাকা-ঢাকীর নানা রকমের উপকরণ সে দেশে তত নেই। কাযেই পোষাক হয় মোটে এক একজনের দুই দুই জোড়া। এই দুই জোড়ার, এক জোড়ার থাকে বাইরে লোম, আর এক জোড়ার থাকে ভিতরে লোম। পশুর লোম ভারী গরম। আমরা সভ্য-ভব্য ব'লে অহঙ্কার কর্‌লেও আমাদের কত পোষাকে এখনও পশুর লোম—পাখীর পালক—র'য়ে গেছে। লোমের টুপী, পাখীর পালকের টুপী এরা মাথায় দেয়, তা'তে এদের শীত দূর হয়—যা' এদেশে ঠাণ্ডা! এদের "মিটেন" নামে

অঙ্গত্রাণগুলো পশুর লোম দিয়েই তৈ'রী হয়। এখানকার ভীষণ ঠাণ্ডায় পায়ে জুতো না পর্‌লে ঘরের বা'র হওয়া চলে না। আমাদের মত স্যাণ্ডাল, চটি, পাম্‌স্থ, ডার্ব্বি, বুট্‌ প্রভৃতি জুতো এরা পরে না। সারা পা—পায়ের পাতা ও তলা, চামড়া দিয়ে ঢেকে এরা জুতোর মত ব্যবহার করে। তারপর একখানা চামড়া পায়ের পাতার উপর থে'কে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে নিয়ে মোজার অভাব দূর করে।

এরা শিকার করে শয়ে শয়ে শীল্ (Seal)। শীলের চামড়া দিয়ে এরা তৈয়ার ক'রে নেয় এদের সেই বরফের উপর দিয়ে চলার জুতো।

এস্কিমো মেয়েরা বেশ সৌখীন! তা'রা মোজা ব্যবহার করে। ঐ মোজা রেশমে বা পশমে হয় না, হয় পাখীর কোমল পালকে—পালকের পর পালক সাজিয়ে, একত্র গেঁথে গেঁথে ওরা নিজের হাতে তৈ'রী করে। এখানকার পুরুষদের আর মেয়েদের পোষাক প্রায় একই রকমের। এখানে সূতো দিয়ে কাপড় হয় না—যা' কিছু হয়, সব চামড়ায়। পোষাকে এদের স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য জানা যায় না।

যা'ক্ ওসব কথা, এখন আবার আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় ফিরে আসি। আজ ভারী আনন্দ। পশুর চামড়ার ও পাখীর পালকে নিজ হাতে তৈ'রী পোষাক প'রে, জুতো পায়ে দিয়ে, টুপী মাথায় দিয়ে, দলে দলে, বরফের দেশের—সেই উত্তর মেরুর হৃষ্ট-পুষ্ট ও ছোট ছোট চোখ্‌ওয়ালা এস্কিমো ছেলে

মেয়েরা এসে জুট্ল সেই এক জায়গায়। যুবতীরা এল, কিশোরীরা এল, কিশোরেরা এল—তারপর এল, প্রৌঢ়েরা—তারপর যত সব বুড়ো আর বুড়ী।

স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা বয়ে চল্ল! ওদের মধ্য থেকে, ছয় সাত জন সাজ্ল বাদ্যকর। নিয়ে এল চামড়ার তৈ'রী ঢাক, ঢোল, মাদল। বেজে উঠ্ল দমা-দম্। চেহারাগুলো প্রায় একই রকম সব বাদ্যের। একস্বরে সকলে এক গান গেয়ে উঠ্ল।

হাসিতে সে আনন্দ-ভবন ভ'রে উঠ্ল। দ্রিমি-দ্রিমি, দং-দং ক'রে বাজ্তে লাগ্ল সেই বাজনা—নেচে উঠ্ল যত ছেলে-মেয়ে—নেচে উঠ্ল যত যুবক-যুবতী। ঘরে ছিল প্রচুর খাবার—খেয়ে এলেও সঙ্গে নিয়ে এল আবার সে সব ভারে ভারে! উৎসবে সকলে মজা ক'রে খাবে—খাওয়াবে—টুক্রো টুক্রো ক'রে দিতে লাগ্ল সকলে মুখে; টপাটপ্, মুখে দিচ্ছে, হাস্ছে, গাইছে, নাচ্ছে, লাফাচ্ছে। কেউ বা খাবার জন্য টানা হেঁচ্ড়া কর্ছে ও নানা অঙ্গ-ভঙ্গী দেখাচ্ছে। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে চলেছে সকলেই।

কুকুরগুলো এদের যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই আবার প্রিয়। ওদের নিয়েও স্ফূর্ত্তি চল্লো। ছেলেরা, যুবক, যুবতীরা মাংস খেয়ে, হাড়ের খণ্ড, মাংসের টুক্রো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুকুরদের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়ে তুল্লে। কুকুরেরা কাড়া-কাড়ি, মারা-মারি ক'রে খেতে লাগ্ল! বিকট শব্দে, ঘেউ-ঘেউ ও কেঁউ-কেঁউ আওয়াজে সেখানে যে ভারী উৎসব হচ্ছে, তা' সকলকে তা'রা

জানিয়ে দিলে। বল্লা হরিণগুলোকে টেনে এনে, তা'দের সেই গাছের ডালের মত ঝোপওয়ালা শিংগুলোতে সমুদ্রের শেওলা বেঁধে দিয়ে জোরে তাড়া দিতে লাগ্‌ল। সকলের মুখেই হাসি! বুড়োরাও হাস্‌ছে, ছেলেরাও হাস্‌ছে—চেঁচাচ্চে, হুড়োহুড়ী, লুটোপুটী, কাড়াকাড়ি, দৌড়োদৌড়ি কর্‌ছে।

এল ওরসিকিডক্স। সে পার্‌ত ভারি সুন্দর নাচ্‌তে—পশুদের ভঙ্গীগুলির অনুকরণ কর্‌তে। সে অনুকরণ কর্‌তে লাগ্‌ল সেই বিস্তৃত, বিরাট দেহ ওয়ালরাসের হারপুণবিদ্ধাবস্থায় লাফালাফি, জীবন রক্ষার জন্য অপরিসীম ছুটোছুটির! ওয়ালরাস্‌গুলো যেমন ক'রে চীৎকার করে, ফোঁস্ ফোঁস করে—সেই সব সে দেখিয়ে সমাগত সকলের আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌তে লাগ্‌ল।

শ্রেষ্ঠ বীর মালার বাড়ীর সাম্‌নে, উৎসব চল্‌ছিল। তাঁর আহ্বানে পাড়ার উত্তম-মধ্যম সকলে এসে সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয়-স্বজন এসে বীরশ্রেষ্ঠ মালাকে এই আনন্দের দিনে নানাপ্রকার আহ্লাদিত ও সম্বর্দ্ধিত কর্‌ছিল।

উৎসব ঘরের একধারে গৃহিণী আবা, তাঁ'দের দেশের প্রথা মত মস্ত বড় একটা পাত্র ভরে মাংস রেখে দিয়েছিলেন। আর ওর মধ্যে একটা হরিণের শিং ভিজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। বীর মালার কাছে ওয়ালরাসের এক খণ্ড বড় মাংস দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই খণ্ড নিজমুখে দিচ্ছিলেন, আর তা'

থেকে তাঁ'র ছুরি দিয়ে খানিকটা ক'রে কেটে দিচ্ছিলেন পাশের লোকদের। তা'রা মালার দেওয়া মাংসের টুক্‌রো খেয়ে পরম কৃতার্থ বোধ কর্‌ছিল; কৃতজ্ঞতায় তা'দের হৃদয় ভরে উঠেছিল। মালা, আবা ও তাঁ'দের ছেলেরা আজ মুক্ত-হস্তে অতিথিগণকে, সমাগত প্রতিবেশিদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌ছিলেন। সকলেই আনন্দে ভাস্‌ছিল, মালার অনুগ্রহ লাভ ক'রে, তাঁ'র স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তাঁ'র হাতের দেওয়া মাংস খেয়ে পাড়ার রমণীরাও নিজেদের ধন্যা বোধ কর্‌ছিল।

মালা সে পল্লীর শ্রেষ্ঠ-লোক, সব বিপদের সহায়। মালা না হ'লে তা'দের কোন কায যে হয় না। সুখে মালা, দুঃখে মালা। মালার পরামর্শ—হ'ক না তা' যতই মন্দ, তা'রা মাথা পেতে তা' গ্রহণ করত। মালা ছিলেন তা'দের পাড়ার মালাস্বরূপ —তা'দের কণ্ঠের যেন আভরণ। মালার গুণের কথা ব'লে তারা নিজেদের সম্মান বাড়্‌ত ব'লে ধারণা কর্‌ত। মালার মত লোক যে তা'দের পাড়ায় থাকে এতে যেন তা'দের জন্ম সার্থক হ'য়েছে। মালার সুদীর্ঘ, শালগাছের মত, সেই বীর দেহ, সেই ষাঁড়ের মত কাঁধ, সেই মাংসপেশীপূর্ণ বাহু, সেই সদা প্রফুল্ল মুখ, মালার সেই গতি, মালার সেই প্রকৃতি তা'দের সকলের ছিল অনুকরণের বস্তু। মালা যেভাবে কথা বল্‌তেন, অস্ত্র নিয়ে শিকারে যেতেন, নৌকোয় উঠ্‌তেন, শিকার নিয়ে ঘরে ফির্‌তেন. সেই সব নিয়ে তা'রা রাতদিন আলোচনা কর্‌ত। কেউ যদি

তাঁ'র অনুকরণ কর্‌তে পার্‌ত, তা'হলে সকলে তা'র সুখ্যাতি কর্‌ত। তা'কে সকলে মিলে উৎসাহিত কর্‌ত।

সমস্ত দিন এমনই ক'রে, সারা পল্লীতে মহা আনন্দ হ'ল! ঘরে আনন্দ, বাইরে আনন্দ—আনন্দ যেন পল্লীর প্রতি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে খেলে বেড়াচ্ছিল। ক্রমে বেলা শেষ হ'য়ে এল। সকলেই সারাদিন ভূরিভোজন ক'রে খেলে, বেড়িয়ে, শ্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল; বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব কর্‌ছিল। একে, একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় চাচ্ছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে, হেসে হেসে সকলে বাড়ী ফির্‌তে লাগ্‌ল। শিকারী ট্যাপারটের সেই স্ত্রী ইভা, মালার আমন্ত্রণে, তাঁ'র বাড়ীতে এসেছিলেন! বাড়ী যেতে কিন্তু তাঁ'র আর ইচ্ছে হ'চ্ছিল না, না গেলেও ত নয়! বেলা যে যায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মালার শিকার

একদিন, দু'দিন ক'রে ক'দিন চলে গেল। এস্কিমো-বীর মালা বসে আছেন তাঁ'র বরফের ক্র্যামাটে। আকাশ তখন অনেকটা পরিষ্কার। তাঁ'র মাথার উপর ডেকে উঠল, এক ঝাঁক পাখী। পাখীগুলো ডাক্‌ছিল—পিউ, পিউ, পিউ।

মালা ভাব্‌লেন, পাখী তোরা ডাক্‌ছিস্ আমার মাথার উপরে। একটু দেরী কর্—এই ভেবে লাফিয়ে উঠে তাঁ'র তীর আর ধনু নিয়ে এলেন। নিমেষে ধনুর ছিলা ঠিক ক'রে তীর ছুঁড়লেন। তীর শন্ শন্ ক'রে ছুটে চল্‌ল। যতবার তীর ছুঁড়্‌লেন, ততবার পড়্‌তে লাগ্‌ল এক একটী ঐ পাখী। তা'দের ধড়্-ফড়ানিতে মালার ক্র্যামাটের সাম্‌নে ভারী শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। চা'রদিক থেকে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌ল—পিউ পিউ শব্দে পাখীগুলো কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ ক'রে, এলিয়ে পড়্‌ল—তা'দের জীবন-লীলার অবসান হ'ল। একটা নয়, দু'টো নয়—এক ঝাঁক পাখী! পাখীগুলো পেয়ে ছেলেমেয়ে-দের কত আনন্দ—পালক তুলে, মাংস খেয়ে সকলের ভারী আহ্লাদ হ'ল। একটু পরেই মালা এক ঝাঁক পেঙ্গুইন্ দেখ্‌তে পেলেন। তার গোটা কয়েক তিনি মার্‌লেন। পেঙ্গুইন্ মারা ওদের একটা শুভ-লক্ষণ বলে এস্কিমোরা মনে করে।

হ'লও তাই। মালা বল্‌লেন, "দেখ, তোমরা সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এস—বসে থেকে আর কি হ'বে? যা' কিছু

পেঙ্গুইন্

খাবার আছে তা'ত ফুরিয়ে এল! এস, শিকারে যাই, জানোয়ার মেরে নিয়ে আসি।"

সত্যি সত্যি ঘরে আর মাংস ত বেশী নেই—কোন্ ভরসায় আমরা সব বসে আছি—এই বল্‌তে বল্‌তে পাড়ার শিকারীরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সেজে-গুজে এল। যতগুলো কায়াক নৌকো ছিল, যতগুলো উমীয়াক ছিল, সব নিয়ে এসে তা'রা হাজির হ'ল। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে তীর, ধনু, বর্শা, হারপুণ প্রভৃতিতে সজ্জিত হ'য়ে এক জায়গায়—সেই বরফে বরফে শাদা, সমুদ্রের তীরে মিলিত হ'ল। তখন ঝর্ ঝর্ ক'রে বরফ

পড়ছিল। উপরে পাহাড়—পাহাড়ের মাথা হ'তে নীচ পর্য্যন্ত বরফ—বরফ—শুধুই বরফ। আর সেই বরফের পর বরফের স্তূপ ভেদ ক'রে ওগুলি কি আস্‌ছে? বাঃ রে!

যা'রা দেখ্‌ছিল, তা'রা চীৎকার করতে লাগ্‌ল—"মালা মালা, মালা, ঐ বুনো বল্গা হরিণের দল, পালে পালে এদিকে আস্‌ছে।" শিকারীদের মধ্যে একটা বিষম হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, পড়ে গেল। খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে পাওয়া যায় না একটা শিকার—আর আজ কিনা দল বেঁধে ওগুলো আস্‌ছে, আমাদের সাম্‌নে! সবই ভগবানের ইচ্ছে! ঐ একটা, ঐ আর একটা, ঐ তুইটা, ঐ তিনটা, চারটা, পাঁচটা—আর গণা যায় না। শয়ে শয়ে বরফ ভেঙ্গে আস্‌ছে! খুরের ঘায়ে বরফ এদিক্-ওদিক্ ছিট্‌কে পড়্‌ছে! ওরে বাবারে, কত বড় বড় হরিণ ওগুলো—কত বড় ওদের শিং। এক একটা যেন সেই শাস্ত্রে বাবাজীর বর্ণিত পাহাড়ের এক একটা গাছ মাথায় তুলে নিয়ে আস্‌ছে। গাছগুলোর যেন অজস্র ডালপালা গজিয়েছে। গাছ ত আর আমাদের দেশে নেই—এইগুলোই বুঝি আমাদের দেশের গাছ!

ঐ আস্‌ছে, ঐ আস্‌ছে! মালা বল্‌লেন, "দেখ, তোমাদের মধ্যে যা'রা পার, ঐ পাহাড়টার উপরে ওঠ। খুব জোরে এই গাড়ীগুলোকে চালিয়ে—কুকুরগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে—উপর হ'তে হরিণগুলোকে তাড়া কর। আর এক দল জলে কায়াক ও উমীয়াকগুলো নিয়ে, সব অস্ত্র-শস্ত্র ওতে ভরে, ঠিক

হ'য়ে থাক। আমি দেখ্ছি ওরা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যায়।"

যেমন কথা তেমন কায। একদল গাড়ীগুলোয় চেপে, কুকুরগুলোকে নিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে পাহাড়ে উঠে গেল। হরিণগুলোর পিছনে গিয়ে হৈ-হৈ করতে লাগ্ল, কুকুরগুলো করলে বিকট শব্দ—ঘেউ ঘেউ শব্দে কাণ যেন ঝালাপালা হ'বার মত। পিছনে হট্‌বার আর উপায় নেই দেখে হরিণগুলো ছুটল তীরবেগে শুধু সাম্‌নের দিকে। একটার শিংয়ের সঙ্গে দশটার শিং আট্‌কে গেল—ঐ শিং আটকানোতে ওদের গতি রোধ হ'ল এবং সেই জন্য বেধে উঠ্ল বিষম ঝগড়া! সে কি মারামারি—ধাক্কাধাক্কি—ঠন্ ঠন্ শব্দ। রাগে একটা আর একটাকে শূন্যে তুলে আছাড় মেরে ফেলে দিতে লাগ্ল; রক্তা-রক্তি হ'তে লাগ্ল। নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে যেন মরণের পথ আরও প্রশস্ত ক'রে নিলে। ওদিকে শিকারীদের তাড়া সুতরাং ওদের ঝগড়া আর হ'বে কতক্ষণ? তারপর বরফের ধাক্কায় তা'দের পা পিছ্‌লে যেতে লাগ্ল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে হরিণগুলো প্রাণভয়ে যেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বন্যা হরিণের পাল এসে পড়্ল সমুদ্রের একেবারে কাছে—আর একটু—আর একটু—আর একটু—তা' হ'লেই পড়ে যা'বে জলে—কিন্তু উপায় নেই—উপর থেকে শন্ শন শব্দে বর্শা চল্‌ছে—তীর এসে ওদের মর্ম্মদেশ ভেদ করছে।

হারপুণ বিদ্ধ হ'য়ে আর যে থাকা যাচ্ছে না। বাঘের মত সেই দুর্দ্দান্ত কুকুরগুলো কাম্ড়ে ক্ষত-বিক্ষত কর্ছে। হরিণগুলো প্রাণের ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্ল জলে—সে ত যেমন তেমন জল নয়! বিরাট, বিশাল সমুদ্র—ভীষণ তরঙ্গ—আর তা'র মধ্যে ভেসে চল্‌ল সেই হরিণের দল—যাদের ডাঙ্গায় চরা চিরকালের অভ্যাস তা'রা আজ জলে প'ড়ে অকূলে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল।

নাকে ঢুক্‌ছে সমুদ্রের জল—কাণে সমুদ্রের জল—জলের ঢেউয়ে, চোখে দেখ্‌তে দিচ্ছেনা কিছু—যাবে কোন্‌দিকে? উপরে ত নয়ই! নীচে ডাইনে—বামে—শুধু জল! অথৈ—অকূল—অপার সমুদ্র!

সাঁতার কাট্‌বার ওদের অভ্যাস নেই—সাঁতারই বা কাট্‌বে কতক্ষণ! সাঁতারে শরীর ভাসিয়ে রাখ্‌তে হয়। ডাঙ্গায় যা'রা থাকে তা'রা ভাবে বুঝি কোনদিন জলে তা'দের নাম্‌তে হ'বে না। নৌকোডুবি হ'লে, জলে প'ড়ে গেলে তা'রা ডুবে মরে—সাঁতার শেখা যে সকলেরই উচিত। সাঁতার না শিখ্‌লে অল্প জলেও ডুবে প্রাণ যায়। কত বিপদে পড়্‌তে হয়! সংসারে ত বিপদের নেই অন্ত। যদি কোন বিপদের দিনে জলে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার দরকার হয় তা'হলে সাঁতার জানা না থাক্‌লে আর কোন উপায় থাকে না—সামান্য একটু. ত্রুটিতে সময় সময় জীবন যায়।

হরিণগুলো প্রাণ-ভয়ে সাঁতার কাট্‌তে লাগ্‌ল। মস্ত বড় শরীর ওদের; এক একটা যেন বড় বড় নৌকোর মত ভাস্‌তে

লাগ্‌ল। একটার শিংয়ে আর একটা আট্‌কে যেতে লাগ্‌ল। আঁকা বাঁকা সে শিংগুলোকে নিয়ে তা'রা যে সোজা হ'য়ে সাঁতার কাট্‌বে সে উপায়ও নেই—ডানদিকে গেলে বামদিকে বাধে, আবার বামে গেলে ডাইনে বাধে। শিংয়ে শিংয়ে আট্‌কে ও টানা হেঁচ্‌ড়া ক'রে তা'রা একেবারে হয়রান্ হ'য়ে উঠ্‌ল। ছাড়াতে ওদের সময় নেই—ওদিকে যে প্রাণ যায়! প্রাণ বাঁচাবার এরা চেষ্টা কর্‌বে, না শিং ছাড়াবে! কি করা যায়?

ওরা শুধু সাঁতার কাট্‌তে লাগ্‌ল। উপর দিক্ হ'তে এস্কিমো-শিকারীরা তীর, বর্শা, হারপুণ দিয়ে আঘাতের পর আঘাত কর্‌তে লাগ্‌ল। উত্তেজিত সেই বিরাটকায় হরিণগুলোর জীবন বুঝি আর বাঁচে না! চার্‌দিকে অন্ধকার দেখ্‌লে তা'রা; যে দিকে চায় সেইদিকেই শত্রু—সেইদিকেই মৃত্যু-অস্ত্র—বিভীষিকা—ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে আর পড়্‌ছে সেই ধারাল অস্ত্রগুলো তা'দের শরীরে! আর যে রক্ষা নাই।

ওই আস্‌ছে—ওই আস্‌ছে—বর্শা, হারপুণ তীর! কি করা যায়—কি হয়!

যতগুলো হরিণ জলে সাঁতার কাট্‌ছিল সেগুলোকে মার্‌তে হ'বে ব'লে মালা তাঁ'র কায়াক নিয়ে, বর্শা আর হারপুণ দিয়ে মেরে এক একটাকে শেষ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'র অব্যর্থ—বিদ্যুদ্বেগে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে আর কা'রো রক্ষা নেই। সঙ্গীরা উল্লাসে মেতে উঠেছে। শিকার করা হরিণগুলোকে বেঁধে, টেনে

নৌকোতে তুলে, জল দিয়ে টানা-হেঁচ্ড়া ক'রে সাগরের পাড়ে আন্‌তে লাগ্‌ল। হৈ হৈ শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না। মোষের দেহের মত বিরাট সেই হরিণগুলোর সঞ্চালিত জলের শব্দে

এস্কিমোদের বল্গা হরিণ শিকার করা।

যেন কাণ ঝালপালা হ'চ্ছে—শুধু ঝপ্ ঝপ্, ছপ্ ছপ্ শব্দ। প্রাণ রক্ষার জন্য হরিণদের জলের মধ্যে সেই ধ্বস্তাধ্বস্তি—শিকারীদের অনবরত অস্ত্রাঘাত, টানা-হেঁচ্ড়া আর মুহুর্মুহু রক্তপাতে সমুদ্রের জল লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। রক্ত ছিট্‌কে ছিট্‌কে উঠে এস্কিমো শিকারীদের গায়ের কটা রং যেন লাল হ'য়ে গেল। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও তা'দের ঘাম ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

আর নেই—আর নেই—সবগুলো সাবাড় হ'য়েছে ! একটা হরিণও প্রাণে বাঁচ্‌তে পার্‌লে না। পাঁচ সাতটা যা'রা তীরে ঠেলে উঠে পড়েছিল, আঘাত তত বেশী পায়নি, সেগুলোকে শিকারীরা ধরে ফেল্‌ল তা'দের সেই চামড়ার দড়ি দিয়ে। সেগুলোকে নিয়ে যা'বে তা'দের বাড়ীতে—টানাবে তা'দের দিয়ে গাড়ী—করাবে অন্য কোন কায।

শিংয়ের উপর শিং—তা'র উপর শিং। সেই শিংয়ের-স্তূপের পাহাড় দেখ্‌লে মনে হয় যে শিকারীদের এ কি কাণ্ড ! কখন এরা কাট্‌লে হরিণের মাথাগুলো আর কখনই বা এরা ছাড়ালে ওগুলোর চামড়া ; কখন এক জায়গায় এনে রাখলে ওদের ঐ সব শিং। ঐ শিংগুলোকে তুল্‌লে কি করে ? সে কি কম ভারী ! এক একটা যেন একটা বড় ঝোপড়া গাছের মত। কত ডালপালা, কত আঁকা-বাঁকা ! শিকারীদের হাত কি নিপুণ ! কত অল্প সময়ে ওরা এত কাজ শেষ ক'রে ফেলেছে !

এস্কিমোরা শিকারে বেরুলে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে। দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়, শিকার মারে আর ছুরি দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে মাংসগুলো তুলে দেয় মুখে—কচ্‌কচিয়ে খায় আর হাসে। হাড়গুলো তা'রা চিবোয়, কত ভাল লাগে সেগুলো। বল্গা-হরিণ শিকার শেষ হ'ল। শিকারীরা বসে বসে একটু বিশ্রাম কর্‌তে লাগল।

এদিক সেদিক যারা ছুটোছুটী কর্‌ছিল, তারা ক'জনে দেখ্‌লে—রে, সাগরের জলে—সাগরের বুক ভেদ ক'রে দূ্‌উঠছে

আর নাম্‌ছে কতকগুলো জানোয়ার! "বাঃ রে, আবার তোরা এলি। আচ্ছা বল্‌ছি গিয়ে আমাদের মালাকে!" এই ব'লে জনকয়েক ছুটে গেল মালার কাছে।

ক'জন দাঁড়িয়ে রইল। দেখ্‌তে লাগ্‌ল জানোয়ারগুলোর কাণ্ড কারখানা—গা টিপে, এ ওকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ঐ দেখ্ ভাই, কত বড় তিমিটা ভেসে উঠেই ডুব দিলে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ আস্‌ছে ওগুলো! কি মজা!

এক একটা যেন খুব বড় নৌকোর মত; যখন ভেসে উঠে তখন মনে হয় যে নৌকো ডুবেছিল, আবার ভেসে উঠ্‌ল। কি প্রকাণ্ড চেহারা, কি বিশ্রী ওদের চলা-ফেরা! এক একটা ডুবে কত দূর যাচ্চে, মাথা তুলে ফোঁস্ ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছে; তাঁ'তে জল দু'ভাগ হ'চ্ছে। এগুলো সৃষ্টি কর্‌বার ভগবানের কি দরকার ছিল? কিন্তু এদের সৃষ্টি না কর্‌লে, এস্কিমোরা খেত কি? অতি সহজে শিকার করত কোন্ জীব? এদের হাড়ে কত কায হয়—তেলে কত ওষুধ হয়—দাঁতে কত রকম জিনিষ হয়—ছালে কত পোষাক হয়।

কি প্রকাণ্ড চেহারা ওই তিমিগুলোর। গায়ে ওদের কত বল! সমুদ্রের অত বড় বড় ঢেউ ওরা মোটেই গ্রাহ্য করে না—কোথা হ'তে কোথায় ভেসে যায়। বড় বড় জলের জানোয়ার ওরা অনায়াসেই ধ'রে গিলে ফেলে। সাগরের জলের উপর দিয়ে যে সব পাখী উড়ে যায় সেগুলোকে এরা চোখ কি আকর্ষণ করে এবং সুবিধা হ'লে আস্ত ধ'রে খেয়ে ফেলে।

মালা বল্‌লেন—তা' হ'লে এই হরিণগুলোকে এখন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এগুলোর মাংস সকলকে খেতে দিও। শিংগুলোও যেন ফেল না—ঘরের কায হবে—অস্ত্র-শস্ত্র তৈ'রী করা যাবে।

মালা বল্‌ছেন, ওরা শুন্‌ছে। এমন্ সময় নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়্‌লে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ শোনা গেল। মালা ফিরে চেয়ে দেখলেন, কতকগুলো বাচ্ছা তিমি জলে ঝাপাঝাপি কর্‌তে কর্‌তে পাড়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে।

আর কি থাকা যায় ? শিকারীদের মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, প্রাণ নেচে উঠ্‌ল ! চখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে তা'রা ছুট্‌ল ওগুলোর দফা-রফা কর্‌তে ! মালার ত কথাই নেই। তাঁ'র হারপুণ ঝল্‌সে উঠ্‌ল—কাছেই ছিল কয়েকটা প'ড়ে—তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। হন্‌হনিয়ে ছুটে চল্‌লেন সেই তিমির বংশ নির্ব্বংশ কর্‌তে।

হঠাৎ এ আক্রমণে তিমিগুলো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বাপ্‌রে বাপ্ ! কট্ কট্ শব্দ উঠ্‌ল। বর্শা আর হারপুণের ঘায়ে তিমিগুলো ঢলে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কিছুক্ষণ ছট্‌ফটিয়ে শুয়ে পড়ল।

কায়াকে আর কুলোচ্ছে না—উমীয়াকগুলো আনা হ'ল। সেগুলোও ভরে গেল। টেনে শিকারীরা তুল্‌তে লাগল সেগুলোকে। মুহূর্ত্তে কত খাবার জুটে গেল। যা'দের ক্ষিদে পেয়েছিল তা'রা মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তিমির মাংস খেতে লাগ্‌ল। কিছু পরে সকলে তীরে এসে হল্লা করতে সুরু কর্‌লে। সে কি শুভ দিন !

কতকগুলো শিকারী, তিমিগুলোর গা থেকে ছাড়াচ্ছিল, তীর, বর্শা আর হারপুণ। চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—ও কিরে, বাবা? তিমিগুলোর পেটে ওগুলো কি? আস্ত আস্ত পেঙ্গুইন্

মালা হারপুণ দিয়ে তিমি মারছে।

পাখী—এক শিকারে দেখ্‌ছি দু' শিকার হ'য়ে গেল। তা' বেশ হ'য়েছে—তিমির পেটে পেলুম পেঙ্গুইন্। খেয়ে বেশ মজা হ'বে—বল্‌তে বল্‌তে সকলে পেঙ্গুইনের পালকগুলো তুলে ফেলে, মাংস টপাটপ্ গালে দিতে লাগ্‌ল!

দিন কয়েক আনন্দে কাট্‌ল। পেট ভরে কিছুদিন ধ'রে খেয়ে আবার ফুরিয়ে এল যত সব মাংস। সকলে তখন ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এবার তা'রা কি খা'বে? শিকার কোথায় মিল্‌বে?

সকলে এসে মালাকে বল্‌লে, "দেখুন, খাবার ত আর নাই—কি করা যায় ?"

সৌভাগ্য যখন আসে তখন এসে হাজির হয় অনেক কিছু। না ভাবতেই সব সুযোগ এসে হাতের কাছে হাজির হয়। যদি বিপদের সময় হয়, তখন যেমন পর পর বিপদ আস্‌তে থাকে, সুখের সময়ও তেমন ক'রেই সুখের পর সুখ সাগরের তরঙ্গের মত অবিরাম বইতে থাকে। সুখের দিনের কথা তত বেশী মনে থাকে না—দিনগুলো ছোট লাগে—দুঃখের দিনের কথা বেশী মনে থাকে—তখন যেন দিনগুলো বড় লম্বা লম্বা ব'লে মনে হয়—রাত যেন আর ফুরুতে চায় না।

মালার চিন্তা হ'ল, সেদিন না হয় হরিণগুলো পাহাড় থেকে আপনা-আপনি নেমে এসেছিল। সেই তিমির পাল সাগরের জলে ভেসে উঠেছিল, কিন্তু আজ আবার শিকার মেলে কোথায় ? ভগবানের এক নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। এতগুলো লোক, না খেয়ে কি থাক্‌বে ? না—না—তা' হতে পারে না ! মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।

মালা সব শুন্‌লেন ! একটু চিন্তিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি বসেছিলেন সমুদ্রের তীরে—সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা ক'রে লাভ কি ? সঙ্গে শিকারিগণ, কিন্তু কোথায় শিকার ? তিনি শুন্‌তে পেলেন যে প্রত্যেক ক্র্যামাটে ছেলেমেয়েরা ক্ষিদেয় কাঁদ্‌ছে ! আকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। সংসারের—পাড়ার কর্ত্তা তিনি —আর কি স্থির থাকা সাজে ?

জয় ভগবান্! ঐ অদূরে—ওকি? ওকি দেখা যাচ্ছে? শিকারীরা বল্‌লে, "মালা, মালা, কতকগুলো মস্ত-মস্ত, থপ্-থপে, শাদা ভালুক (Polar Bear), এদিকে তেড়ে আস্‌ছে।"

তিনি শুনলেন আর মনে ভাব্‌লেন—ওগুলোকে শিকার করা ত সহজ নয়। ওগুলো যে সাক্ষাৎ যম। যদি সুবিধে পায় বুকের রক্ত চুষে খাবে, তা'হলে আর উদ্ধারের পথ নেই। "যাক্—সকলে সাবধান! সাবধান! সাবধান! শাদা ভালুক, শাদা ভালুক—যে যেখানে আছ সতর্ক হও। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দাঁড়াও, ঐ এক পাল ছুটে এই দিকেই আস্‌ছে। সাম্‌নে কেউ যেও না। পিছনে পিছনে তাড়া কর। তীর ছোড়, বর্শা ছাড়, হারপুণ নিয়ে মারতে যেও না—অত কাছে যেও না ওদের!" মালা চেঁচিয়ে বল্‌লেন।

শাদা ভল্লুক, মেরুর রাজ্যে সব চেয়ে মারাত্মক জানোয়ার। ওদের সাম্‌নে মানুষ পড়্‌লে, রক্ষা নেই কোন রকমে। অস্ত্র-শস্ত্রের ভয় ওদের খুবই কম। হুড়্‌মুড়্ ক'রে এসে চেপে ধরে —বুক ফেঁড়ে ফেলে। মরা মানুষ ছোঁয় না—যদি কেউ সাম্‌নে প'ড়ে একান্ত নিরুপায় হও, তা'হলে শীঘ্র ক'রে মরার মত হ'য়ে —নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে পড়ে থাক্‌বে। যতক্ষণ ওগুলো কাছে থাক্‌বে ততক্ষণ প্রাণপণে শ্বাস টেনে রাখ্‌বে। মরা ব'লে বুঝতে পার্‌লে ওরা ছেড়ে চলে যা'বে। গায়ে ভীষণ শক্তি থাকায় ওরা অস্ত্রগুলো লুফে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এরা সাম্‌নে এগিয়ে আসে এবং দেয় সব ভেঙ্গে চুরে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একপাল, শাদা ভল্লুক ঝম্‌-ঝম্‌, থম্‌-থম্‌ করতে করতে এসে পড়্‌ল।

সাক্ষাৎ যমের মত শাদা ভল্লুককে মালা হারপুণ দিয়ে মারছেন।

মালার হাত দৃঢ়ভাবে অস্ত্র ধর্‌লে, শিরাগুলো লাফিয়ে ;ল। বর্শা চল্‌ল শন্‌ শন্‌ ক'রে, ঐ আঘাতে লাফিয়ে খ্যাং,

খ্যাঁং কর্‌তে কর্‌তে ছুটে, ধেয়ে চল্‌ল সেই নৃশংস শ্বেত-ভালুকের দল।

মালা জোরে জোরে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার।"

চক্‌চক্ ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল যত সব বর্শার ফলা। মালা একাকী মার্‌তে লাগ্‌লেন হারপুণ—ভালুককে হারপুণ মেরে ঠিক থাকা বড় মুস্কিল, তেড়ে এসে ওরা ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু মালার হাত এত পাকা—এত অব্যর্থ—ছট্‌ফটিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল একে একে সেই ভালুকগুলো, মুহূর্ত্তে যেন প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল। মরা ভালুকের যেন পাহাড় হ'য়ে গেল। পালাতে পার্‌লে না একটাও ভালুক। এস্কিমোদের কি হাত—কি অস্ত্র শিক্ষা—কি অব্যর্থ সন্ধান! কোথায় লক্ষ্য ক'রে মার্‌লে নিশ্চিত মর্‌বে ভালুক, মালার শিক্ষায় শিক্ষিত শিকারীরা তা' বেশ জান্‌ত। হাসিমুখে ভালুকের প্রচুর মাংস, চামড়া ও লোম নিয়ে, সকলে নিজের নিজের ক্র্যামাটে ফিরে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আগন্তুক

প্রতিষ্ঠায় মালা গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছেন। মালার মত শিকারী, বীর, সাহসী, কৌশলী, পরোপকারী, রূপবান্ ও বলবান্ এস্কিমোদের সেই উত্তর মেরুর বরফে ঢাকা দেশে আর বড় কেউ ছিল না। মালার নেতৃত্বে সকলেই ছিল সুখে। তাঁ'র পরার্থপরতায় সকলেরই হৃদয় উন্নত হ'য়েছিল। সকলেই পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করতে শিখেছিল। এক জনের বিপদে অপরে সহানুভূতি দেখিয়ে চোখের জল ফেল্‌ত। যা'র যতটা শক্তি ও সাধ্য তা'ই দিয়ে সে অপরের বিপদ দূর করতে চেষ্টা করত। এক সঙ্গে বাস করার এই ত সুখ—পাড়াপড়্‌শী নিয়ে থাক্‌তে হ'লে এইভাবে থাক্‌লে শান্তি আসে। গাঁয়ের মোড়ল যদি ভাললোক হ'ন এবং সকলে যদি তাঁ'র কথা শুনে চলে তা'হলে সকলেরই মঙ্গল হয়। মোড়লী করতে দরকার হয় ক্ষমতা ও পরার্থপরতা। পরের জন্য যদি প্রাণ না কাঁদে এবং নিজের সুখ, সুবিধা ও স্বার্থ যদি বড় ক'রে দেখেন, তা' হ'লে তেমন মোড়লের মোড়লী নানা অনর্থের সৃষ্টি ক'রে তোলে। হিতে হয় বিপরীত। ক্ষমতাবান্ নেতার চালিত সমাজের শাসনে দেশের কত উপকার হয়। লোকে কথা শোনে তেমন মানুষের যা'র আছে ক্ষমতা—আছে গুণ। গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল হ'লে লোকের বড় দুর্দ্দশা হয়। মালার মত ক্ষমতাশালী নেতা'র নেতৃত্বে নিত্য হাহাকার-

পূর্ণ এস্কিমো-পল্লীতে সুখ উথ্‌লে উঠ্‌ছিল। খাবার না থাক্‌লে তিনি যেমন ক'রে হ'ক তা' জোগাতেন। মানুষের পেটের চিন্তা বড় চিন্তা, কিন্তু সে চিন্তায় এস্কিমোরা মোটেই চিন্তিত হ'ত না। সুতরাং মালার ন্যায় বীরের চরিত্র যে, সকল এস্কিমোর অনুকরণীয় ও আলোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌বে তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই। মালার কথা ও আদেশ সকল এস্কিমোর গুরুবাক্যের মত, যেন জপ-মালার মত হ'য়ে উঠেছিল। পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখেই মালার যশঃ গান। মালার অসম-সাহসিক শিকারকাহিনী ছেলেমেয়েদের কান্না ভুলিয়ে দিত।

মালার নিকট পাড়ার কতকগুলো লোক এসেছেন একটা পরামর্শ কর্‌তে। সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শুন্‌ছিলেন, মালা কি উপদেশ দেন। তিনি ভেবে উত্তর দিচ্ছিলেন। কপালের চর্ম্ম তাঁ'র কুঞ্চিত, হস্ত কপালে বিন্যস্ত। মালা আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছেন আর প্রশ্নটীর শুভাশুভ সব দিক বিবেচনা কর্‌ছেন। সকলে নিস্তব্ধ, কি মীমাংসা হয়—মালার কি অভিপ্রায় তা' শুন্‌বার জন্য সকলে উৎসুক হ'য়ে বসে রয়েছেন। সেটী ছিল পাড়ার গুরুতর সমস্যা।

এমন সময় সেই নিব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, এসে দাঁড়ালেন এক জন আগন্তুক। বিরাট তাঁর দেহ—তিনি যেন কোথাকার লোক—এস্কিমো রাজ্যের ত মোটেই নন। কে এ নূতন লোকটি গো?

লোকটি এসে দাঁড়িয়ে রইল। ফস্ ক'রে সে কোন কথা বল্‌লে না; এদিক, সেদিক চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কে কি করে, কে কি ভাব দেখায় সব যেন তন্ন তন্ন ক'রে সে বুঝ্‌তে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

মালা সেই সমস্যাটির একটা মীমাংসা ক'রে দিয়ে, মুখ তুলে দেখ্‌লেন—দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন নূতন—ভিন্ন দেশীয় লোক। হাতে তাঁ'র ওটা কি? পরিধানে কেমন সব পোষাক! এমন পোষাক ত মালা জীবনে কখনও দেখেন নি—এমন লোক তাঁ'দের দেশে কখনও ত আসেনি। মালা জিজ্ঞাসা করলেন, "হাতে কি ওটা?" লোকটা কথা বুঝ্‌ল না—আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে তাঁদের ভাষায় সেই জিনিষটার নাম হচ্ছে, "গান্" বা বন্দুক।

সে আবার কি? ওদিয়ে কি হয়? ইঙ্গিতে লোকটা বুঝালে যে ওদিয়ে শিকার করা যায়। এস্কিমো-দেশে ত বন্দুক নেই। তা'রা ত বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রে শিকার করে না। তা'রা বড় জোর, হারপুণ দিয়ে ওয়ালরাস্ মারে—বর্শা দিয়ে তিমি মারে, শীল্ মারে—রাজহাঁস বেঁধে তীর দিয়ে—জন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তীর, ধনু, বর্শা নিয়ে!

মালা পুনরায় জিজ্ঞেস্ করলেন, "আপনি কে? কোত্থেকে আস্‌ছেন? কেন এসেছেন?"

আগন্তুক ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "আমি আপনাদের দেশের লোক নই। বহুদূর হ'তে, জল-পথে এখানে এসেছি।

সঙ্গে আছে আমার প্রকাণ্ড একটা জাহাজ। জাহাজের যিনি কর্ত্তা, তাঁ'কে আমরা ক্যাপ্‌টেন্ (captain) বলি। তাঁ'র ইচ্ছা যে তিনি এখান থেকে পশুর লোম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবেন। এইজন্য তিনি আমাকে এই বন্দুক দিয়ে এদিকে—আপনাদের কাছে—পাঠিয়েছেন। আমি ভাব্‌ছি যে এখানে শিকার কর্‌ব। পশু মেরে—তা'দের লোম নিয়ে আমাদের সেই জাহাজে—যা'কে আপনাদের দেশের লোকেরা সবিস্ময়ে বলেন, 'সাঁতারে বাড়ী'—সেই তিমি-ধরা জাহাজে নিয়ে পৌঁছে দেব। এতে আপনার কি মত ?"

মালা বল্‌লেন, "তা' বেশ, কিন্তু এখানে ত অন্য দেশের লোক, কাউকে কোনদিন শিকার কর্‌তে দেওয়া হয় না। আপনি কি এখানে শিকার কর্‌তে পার্‌বেন ? আমি না হয় নিজেই আপনাদের ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি।"

সরল মালা—শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজের বিপদ নিজেই সৃষ্টি ক'রে তুল্‌লেন। এ ওয়ালরাস্, শীল্, তিমি মারা নয়—এযে বিদেশীর হাতে স্বাধীনতা নিয়ে কাড়াকাড়ি! কুটিলতার মর্ম্ম এতটুকুও বুঝ্‌তেন না ব'লে তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে চল্‌লেন আগন্তুকের পশ্চাতে।

মালার সঙ্গে চল্‌লেন তাঁ'র কৌতূহলময়ী স্ত্রী আবা আর ছেলেরা। তাঁ'রা নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে কতকগুলো ভাল ভাল লোম আর চামড়া। বিদেশী এসেছে তা'ই মালা দেখ্‌বেন—কে তিনি—কেমন তিনি ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাদা-কাপ্তেন।

প্রকাণ্ড জাহাজ, বরফের দেশের সেই বরফ ভরা কূলে এসে ভিড়েছে। জাহাজের মাস্তুলটা একটা মস্ত বড় গাছের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস্কিমোদের কায়াক, উমিয়াক এর কাছে কিছুই নয়। হাজার কয়েক কায়াক আর হাজার কয়েক উমীয়াক এতে যেন ভরে রাখা যায়! মালা তাঁ'র জীবনে এত বড় জল-যান দেখেন নি! এগুলো কখনও এখানে আসে না। কলে চলে এ জাহাজ—সত্যিই এ যেন সাঁতারে বাড়ী— একটা প্রকাণ্ড বাড়ী যেন সাগরের জলে সাঁতার কাটছে। এর মধ্যে বাড়ীর সব ব্যবস্থাই আছে। কত লোক, কত জিনিষ-পত্তর, কত অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-পাতি—মালা কখনও এ সব চোখে দেখেন নি। শাস্তরে বাবা বলেছিলেন বটে—ভাল ক'রে তখন বিশ্বাস হয় নি। সত্যি সত্যিই ত সাঁতারে-বাড়ী এবার এসেছে— কোত্থেকে ভেসে তাঁ'দের দেশে। মালাদের দেশে ত এসব কিছু নেই। মালা যা' দেখেন তা'তেই বিস্মিত হন—প্রকাণ্ড বড় কাপড়ের সাদা নিশান—দড়াদড়ি, লোহার শিকল, গনগনে আগুন, ধোঁয়া, দাঁড়, হাল, কাঠ, পাট আরও কত কি। খাবার কত আসবাব—কাঁটা, চামচ, প্লেট্, কাঁচের গ্লাস, ঘটি, বাটি

থালা, কুঁজো প্রভৃতির অন্ত নাই—অবধি নাই। দেখে দেখে ভারী চমৎকার লাগ্‌ল তাঁ'র—যত দেখেন ততই দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। লোকগুলোর গায়ে কেমন রং-বেরংয়ের কাপড়, পোষাক; কত রকম রংয়ের লোমের পরিচ্ছদ, মাথায় কেমন টুপী, পায়ে কেমন চক্‌চকে জুতো। কত রকমের জুতো পরে এরা। কত রকমের মোজা আছে এদের! শিকার করে এরাও—বর্শা দিয়ে নয়—তীর দিয়ে নয়—হারপুণ দিয়ে নয়—বন্দুকে গুলি ভরে—ঘোড়া টিপে দেয়, আর দুড়ুম ক'রে শব্দ করে, গুলি ছোটে—দূরের শিকার ঐ গুলির আঘাতে যায় পড়ে। এতে হুড়োহুড়ি—গায়ের জোরের দরকার হয় না—বিপদের মোটেই সম্ভাবনা নেই—ভারী মজা! গায়ে তেমন বল না থাক্‌লেও অনায়াসে শিকার মারা যায়। মাছ, মাংস এঁরাও ত খাচ্ছেন, কিন্তু মালাদের মত ক'রে নয়! এস্কিমোরা কাঁচা মাংস খায়—হাড়ের তৈ'রী ছুরী দিয়ে কাটে—সেগুলো খুব ধারাল হয় না। আর এঁদের ছুরি লোহার ইস্পাতে তৈ'রী—চক্‌চক্ কর্‌ছে—কি ধার—স্পর্শমাত্রেই কচাৎ ক'রে কেটে যাচ্ছে। এঁরাও মাছ, মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটেন আর কত রকমের মশলা দিয়ে সেগুলোকে সিদ্ধ করেন; তারপর খান রুটী, পাঁউরুটী প্রভৃতি দিয়ে। এঁরা হাত দিয়ে খান না, খাবার তোলেন ঝক্‌ঝকে কাঁটা চামচ দিয়ে—হাতে লাগে না এতটুকুও ময়লা! বাঃ রে! রাঁধ্‌বার জন্য এঁদের লোহার উনুন। বাবুর্চ্চিরা রং-বেরংয়ের থালায় খাবার জিনিষ সব ঢেলে রাখে

এঁরা খাবেন ব'লে। ও গুলো কি? নুণ—বাঃ রে কি স্বাদ ওর! আবার—লঙ্কা—বাবা মলাম্, মলাম—জিভ্ গেল জ্বলে। সাহেব হাস্তে হাস্তে এসে দিলেন একটু চিনি—তা' খেয়ে ঝাল গেল কেটে। বাঃ রে, এ ত মজা মন্দ নয়—একই রকম চেহারার দু'টো জিনিষ—অথচ একটা নুণ, আর একটা চিনি!

যে সব বাসন এখানে আছে সব চক্চকে, ঝক্ঝকে। বাসন-গুলোরও নাম বা কত—হাতা, খুন্তী, কাটারি, বঁটি, থালা, কড়া, বাল্তি—বাপ রে বাপ্!

এস্কিমোদের দেশে এ সব বালাই নেই; উনানেরও তত বেশী দরকার হয় না। কেউ যদি কখনও পুড়িয়ে বা সিদ্ধ ক'রে খেতে সখ্ করে তা'হলে পাথরের উপর পাথর ফেলে আগুন বা'র ক'রে সে কায সেরে নেয়। সিদ্ধ করতে জল লাগে, তা' ওদের ভাল লাগে না। পাথর ঘ'ষে থালার মত ক'রে, তা'তে আগুন ঢেলে উনানের কায হয়। থালা, ঘটি, বাটি, গ্লাসের কোন দরকারই ওদের হয় না। এস্কিমোরা জল খায় খুব কম। নুণ, জীরে, গোল মরিচ, লঙ্কা, হলুদ, সরষে, গরম মশলা, ধান, চাল, ভাত, আটা, ময়দা—এ সবের কিছুই এস্কিমোদের দরকার হয় না। মাংস আর মাছ বড় বেশী ওদেশে ' মেলে না। সমুদ্রের মাছ—শীল্, তিমি, তা'দের প্রধান খাদ্য; পাখী খুব বেশী নেই। পেঙ্গুইন্ এদের খুব প্রিয়। সচরাচর মাংস খেয়েই এস্কিমোরা বেঁচে থাকে। পাখী মারতে পারলে এরা খায় খুব বেশী। ভালুক, বল্গা-হরিণের কাঁচা মাংস

এদের খুব ভাল লাগে। তুষার পাতে ওদেশে গাছ-গাছড়া জন্মায় না! সমুদ্রের ধারে ধারে এদের বাড়ী। সমুদ্রের জলে শাক-সব্জীর মত আগাছা দু' চারটে মেলে; তা'ই এনে সময় সময় সখ্ ক'রে ওরা চিবিয়ে খায়।

এই জাহাজের লোকদের মত এস্কিমোদের না আছে টেবিল, চেয়ার, খাট, টুল, চৌকী বা অন্য কোন রকমের আসন। মালার দেশের লোকেরা দাঁড়িয়ে খায়—বসেও খায়; কিন্তু বসেই যে কেবল খেতে হ'বে এমন কোন নিয়ম ওদের মধ্যে নেই। দেহে যদি স্ফুর্ত্তি থাকে, বল থাকে, তা'হলে না বসে খেলেই যে হজম হয় না বা ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হয় না—অজীর্ণ ব্যারাম হয়—এর কোন কারণ নেই। অভ্যাসে সব ঠিক হ'য়ে যায়। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে—না হয় বরফের চাঁইয়ের উপর চাঁই বসিয়ে এস্কিমোরা গ'ড়ে উঠায় তা'দের বাড়ীর দেওয়াল। পশুর চামড়া দিয়ে সেই দেওয়ালের মাথার উপর তৈ'রী করে ঢাক্‌নী—তা'তে হয়ে যায় ছাদের কায। চামড়ার পরদা দিয়ে ঘর ঢেকে ফেলে ওরা মেঝেতে বসে—শোয়—আরাম করে। আজ এখানে, কাল সেখানে এই তাঁবুগুলো এস্কিমোরা অনায়াসে তুলে নিয়ে যায়। এই সব ঘরে স্ত্রী পুত্র নিয়ে এরা স্বাধীনভাবে থেকে, শিকার ও ছুটোছুটী ক'রে গায়ে অসুরের মত বল সঞ্চয় করে। এস্কিমোরা দীর্ঘজীবী হয়; অকাল মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যু ওদের দেশে খুবই কম। এক একটা ছেলে যেন অসুর, আর মেয়েগুলোরও গায়ে কত বল—মনে কত স্ফুর্ত্তি! যুবক-যুবতীরা এক এক জন

যেন এক একটী আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। ওদের অকালে দাঁত পড়ে না, কারণ, ওদেশে কোন ব্যারাম হয় না দাঁতে। তা'দের চলনে, বচনে, চোখে, মুখে কেবলই স্ফূর্ত্তি। প্রাণ খুলে তা'রা হাসে, খেলে, বেড়ায়—উন্মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে দৌড় ঝাঁপ করে—নৌকো চালায়, সাঁতার কাটে, শিকার করে, দুর্দ্দান্ত পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, তা'দের মেরে মাংস সংগ্রহ করে—এতে গায়ে হয় অসীম বল! বাড়ীর যিনি সব চেয়ে বয়সে বড় তিনি খেয়ে থাকেন সকলের আগে; তা'রপর ছেলে-মেয়ে, গিন্নীরা। কুটিলতার ধার দিয়েও এরা যায় না। বরফের সাদা দেশের সাদা এই লোকদের একেবারে সাদা মন। ছেলেমেয়ে নিয়ে—স্ত্রী, মাতা, ভাই, ভগিনী নিয়ে এরা সুখে ঘর কন্না করে। দু'বৎসর, তিন বৎসর পর্য্যন্ত এদের শিশুরা থাকে একেবারে উলঙ্গ। মা, ছেলেমেয়েগুলোকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ান—গৃহস্থালীর কায কর্ম্ম করেন—মাংস গুছিয়ে রাখেন—পোষাক শেলাই করেন—জুতো শেলাই করেন। এদের চেহারা কিম্ভূতকিমাকার নয়—নিগ্রোদের মত কালোও নয়—এদের রং তামাটে। মাংসল, পেশীবহুল, শক্ত, সমর্থ এদের দেহ। এস্কিমোদের চুলগুলো কালো এবং খাড়া; গায়ের চামড়া ও মুখমণ্ডল মসৃণ। যে সব জীবজন্তু এরা মেরে খায় তা'দের মাংস থেকে যে তেল বা'র হয় তা' এরা মাখে। শীলের তেল দিয়ে এরা আঁধারে দীপ জ্বালে।

মালা জাহাজে সব জিনিষই অদ্ভুত দেখ্‌লেন—কখনও

দেখেন নি তিনি সে সব। লোকগুলো অন্য ধরণের—কথাগুলো অন্য রকমের—কিছু বোঝা যায় না—'ইণ্ডিল মিণ্ডিল' কি বলে। ওদের কায কর্ম্মও আঁকা বাঁকা—মনও বুঝি তাই!

কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে কথা হ'ল। সাহেব বল্‌লেন যে, তাঁ'র ইচ্ছা কতকগুলো ভাল ও দামী চামড়া এবং লোম তাঁ'দের জন্য মালা যেন জোগাড় ক'রে এনে দেন আর জাহাজের তিমি শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে কতকগুলো বড় বড় তিমি মেরে আনেন। সাহেব প্রথম দেখার সঙ্গেই মালাকে খুব আপ্যায়িত করলেন এবং তাঁ'র সঙ্গে সভ্য দেশের প্রথা অনুসারে করলেন করমর্দ্দন। মালা ওসবের কি বুঝবেন? তিনি দেখ্‌লেন, বাঃ বেশ ত মজা, হাত ধ'রে ধ'রে বেশ ত নাড়া দেওয়া হ'ল! তিনি কৌতূহল অনুভব ক'রে এত জোরে নাড়া দিতে লাগ্‌লেন যে সাহেব ভারী মুস্কিলে পড়ে গেলেন। ঝাঁকানি খেয়ে তিনি একবারে হয়রান হ'য়ে উঠ্‌লেন—থাম্‌তে বল্‌লেও মালা বোঝে না—একবার আরম্ভ করলে আর যেন ছাড়ান নেই।

মালাকে কতকগুলো ভাল ভাল খাবার খেতে দেওয়া হ'ল। মালা জন্মাবধি সে সব খান নি—এক, একটা খেয়ে নানা মুখ ভঙ্গী কর্‌তে লাগ্‌লেন—জাহাজের সকলের সে কি হাসি!

কৌতুহলময়ী আবা সেখানে এলেন ছেলেদের নিয়ে। সাহেব তাঁ'কে বিশেষ ক'রে সম্বর্দ্ধনা করলেন—চেয়ারে বসিয়ে, টেবিলে

খেতে দিলেন। ছেলেগুলো সেই সব অপূর্ব্ব খাদ্য খেয়ে কখন কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, আবার কখন হাস্‌তে লাগ্‌ল। সাহেবের মন ছিল না ভাল। তিনি আবাকে নানা রকমে ভাল ভাল জিনিষ খেতে দিলেন—সেলাইয়ের জন্য দিলেন ছুঁচ, হাতে তুলে দিলেন একটা চক্‌চকে ব্যাগ্‌। আবা একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেল। এ সব কি চমৎকার জিনিষ! তাঁ'রা সেলাই করেন হাড়ের ছুঁচ দিয়ে কিন্তু সাহেবের এ ছুঁচটা ইস্পাতের—কেমন সুন্দর! পটা পট্‌ ক'রে সেলাই করা চলে!

অকপট হৃদয় বীর মালা কোন রকম কূ-চক্রের ধা'র ধার্‌তেন না। সরল তাঁ'র মন—সরল তাঁ'র ভাব—সরল তাঁ'র ব্যবহার! মালার চেয়ে তাঁ'র স্ত্রী আরও সরলা—যেন একেবারে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি—একান্ত কৌতুকময়ী। তিনি যা' দেখ্‌ছেন তা'তেই তাঁর বিস্ময়—তাতেই মহা আনন্দ।

আকার ইঙ্গিতেই ওদের সব কথা হ'তে লাগ্‌ল। কারও ভাষা কা'রও বুঝ্‌বার উপায় নেই—অথচ সকলেই মানুষ!

সাহেবের ভাব দেখে, মালার মন গেল গলে। তিনি বীর—কয়েকটা শিকার ক'রে এনে দিলেই যদি সাহেব খুসী হন তা' সে কি খুব কঠিন ব্যাপার তাঁ'র পক্ষে? ভাব্‌বার তাঁ'র অবসর নেই—দরকারও নেই—কাপ্তেনের মনে কি আছে। সাহেব বল্‌ছেন তাঁ'কে এনে দিতে শিকার ক'রে। মালা অম্লান বদনে সে বিষয় স্বীকার কর্‌লেন তাঁ'র কাছে—প্রস্তুত হ'লেন শিকারে যেতে। সাহেব এস্কিমো-বীরের সঙ্গে দিলেন

আরও কয়েকজন সাহেব শিকারী! মালা সঙ্গে নিলেন তাঁ'র চিরকালের অভ্যস্ত অস্ত্র বর্শা, তীর, ধনু ও মহাস্ত্র হারপুণ। সাহেব শিকারীরা, নিল বন্দুক, বারুদ ও তরবারি। তাঁ'রা মালাকে শিখাতে চেষ্টা করলেন কেমন ক'রে গুলি, ছোরা, বল্লম প্রভৃতি ছুঁড়তে হয়। বন্দুকের শব্দ হ'ল গুড়ুম, গুড়ুম—মালা চম্‌কে উঠ্‌লেন। ঐ সব হাঙ্গামা তাঁ'র ভাল লাগ্‌ল না।

যেতে হ'বে অনেক দূরে। তাঁ'র সঙ্গে স্ত্রী আবাকে আর ছেলেগুলোকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে, সমুদ্রের পারে তাঁ'রা এসে পড়েছেন। ঘরে ফিরে যেতে তাঁ'দের অনেক সময় লাগ্‌বে—আর জানোয়ারদের মধ্য দিয়ে যে যেতে হ'বে। রাশি রাশি বরফ ভেঙ্গে মেয়ে মানুষ আবা, একাকিনী ছেলেদের নিয়ে যা'বেন কি ক'রে? কাপ্তেন সাহেবকে মালা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "আপনার স্ত্রী ও ছেলেদের আমার কাছে—এখানে—এই জাহাজেই রেখে যান না কেন; ক'দিনের মধ্যেই ত শিকার হ'তে আপনারা ফিরে আস্‌ছেন। ওঁরা এখানে থাক্‌বেন—খাবেন—সব দেখ্‌বেন—শুনবেন—কোন কষ্ট হ'বে না—সে বিষয় আমি বিশেষ বন্দোবস্ত করব।"

সরল বিশ্বাসে বীর মালা, তাঁ'র স্ত্রীকে সেখানে রেখে চল্‌লেন। তা'দের দেশে যে কুটিলতা নেই! সেই বরফের দেশে স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট স্বাধীনতাও আছে।

সরল, সাধু, উদার মালা চল্‌লেন শিকারে—দূর—দূরান্তরে—হাঙ্গর, তিমি, শীলের জন্য সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে।

তখন সাগরের তীরে আঁধার নেমে আস্‌ছে। জাহাজের উপর তলায় বসে রয়েছেন কাপ্তেন আর আবা। হঠাৎ আবার গায়ে হাত দিয়ে সাহেব অপমান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেই আবা যেন আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌ল। তাঁ'র চোক দু'টো রাগে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল আর চুলগুলো গেল খুলে। সারা দেহে যেন তাঁ'র বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়্‌তে লাগ্‌ল। তিনি দাঁত দিয়ে জিভ্‌ কাট্‌তে লাগ্‌লেন এবং ভীষণা চঞ্চলা হ'য়ে উঠে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লেন। ক্রোধের সেই জ্বলন্ত-মূর্ত্তি দেখে জাহাজের খালাসীরা একেবারে যেন হতভম্ব হ'য়ে গেল। তা'রা সব বুঝ্‌তে পার্‌লে। সাহেবকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল। মুখে না হ'লেও মনে মনে মালার স্ত্রী আবার মঙ্গল কামনা করতে লাগ্‌ল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মালার প্রত্যাবর্ত্তন

মালা ফিরে এসেছেন তিমি মেরে, শীল্ মেরে—কত মাংস, কত বহুমূল্য লোম নিয়ে—সেই জানোয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধে কতবার নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে। তখনও বাড়ী যান্‌নি, সব নিয়ে এসেছেন সেই পাপিষ্ঠ কাপ্তেনটার কাছে।

বীর মালা বুঝ্‌তেও পারেন নি যে, কুটিল কাপ্তেন তাঁর স্ত্রীকে অপমান কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছে। আনন্দে শিকারগুলো নিয়ে এসে, সঙ্গিগণের সঙ্গে তিনি সাহেবকে দেশীয় প্রথায় বিজয়-অভিবাদন জানালেন।

সাহেব এতকাল ভবিষ্যৎ ভাবেন নি, ক্ষণিকের ভুলে যা' ক'রে ফেলেছেন, সেজন্য ভয়ে একান্ত অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। মালাও যে সামান্য লোক নন—যদিও রাজা নেই সেই এস্কিমোদের দেশে—কিন্তু রাজার মত সম্মান পান মালা। তা' ছাড়া গায়ে তাঁর কত বল! কত সাহস তাঁর! ভয়, ভীতি কা'কে বলে এস্কিমো-বীর তা' মোটেই জানেন না। অব্যর্থ তাঁর তীর, অমোঘ তাঁর বর্শা, দুঃসহ তাঁর হারপুণ! সাহেব একান্ত ম্রিয়মাণ হ'য়ে উঠ্‌লেন। মালা যদি শুন্‌তে পান তাঁর সব অত্যাচারের কথা, তা'হলে ত আর রক্ষা থাক্‌বে না! সাহেবের লোকজন, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র তাঁ'কে কি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে?

বীর, এস্কিমো-অধীশ্বর মালার লোক-বল কি কম? মালা তাঁ'র লোকদের আন্তরিক প্রীতিতে যে অসাধারণ বলী! কয়টা বন্দুক আছে কাপ্তেনের? দলে দলে যখন এস্কিমোবাসীরা এসে, তা'দের রাণীর এই অত্যাচারের প্রতিহিংসা নেবে তখন কাপ্তেন কি কর্‌বেন? সে দিনের ত আর বেশী দেরী নেই! কাপ্তেন ভেবেছিলেন যে, কৌশলে মালাকে সেই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে, জানোয়ারদের হাতে ঠেলে দেওয়া হ'য়েছে—মালা কি আর ফির্‌তে পার্‌বেন? কখনই না—তারপর মালার নিজের দেশের বন্ধু-বান্ধব কেউ ত এবার সঙ্গী হয় নি! কাপ্তেন নিজের অনুচরগণকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বাগে পেলে মালাকে যেন তা'রা মেরে ফেলে। মালা ফিরে না এলে তাঁ'র স্ত্রী কাপ্তেনের হাতে নিশ্চয়ই বন্দিনী থাক্‌বেন—এস্কিমোদের দেশে এমন কোন বীর নেই যে, বুক ফুলিয়ে কাপ্তেনের বন্দুকের সাম্‌নে দাঁড়াবে। তা'হলে অনায়াসে দেশও কাপ্তেনের হাতে আস্‌বে। তা'তে না হ'বে তেমন যুদ্ধ—আর না লাগ্‌বে তেমন ব্যয়-বাহুল্য।

যদি জয় হয়—অতগুলি শিকারী, মহামূল্যবান্ কুকুর, অতগুলি বল্গা হরিণ, চামড়া, হাড়, লোম সব তাঁ'র হ'য়ে যা'বে। তা'হলে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার ক'রে ঘরে ফির্‌বেন।

সদাহাস্যময় বীর মালা সারা অঙ্গে জানোয়ারদের অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কাপ্তেনের সাম্‌নে। এতক্ষণ

সাহেব শুনেছিলেন, মালা ফিরে এসেছে কিন্তু এখন যে সে মালা সাম্নে !

বিজয় গর্ব্বে বুক তাঁ'র ফুলে উঠেছে। সাহসে ভর ক'রে সেই বিদেশীর নিকট এস্কিমো-বীর আজ এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখে তাঁ'র হাসি—মনে তাঁ'র বিজয়ের পরমানন্দ। সাহেবের জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন কর্তে কুণ্ঠিত হন্নি ! জানা নেই—শোনা নেই—পরের উপকারের জন্য তিনি গিয়েছিলেন নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে সেই ভীষণ, উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল, বিশাল, বিরাট, সীমাহীন ও অন্তহীন সাগরের বুকে ! শিকার ক'রে এনেছেন শত শত জানোয়ার। কত তা'দের দাম ! কত তা'দের উপকারিতা ! ও সব তাঁ'র দেশবাসীর জন্য আনলে তা'দের কত উপকার হ'ত !

কিন্তু মালার বীরত্বের, স্বার্থত্যাগের, এত কষ্টের, এত যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে কাপ্তেন কি প্রত্যুপকার ক'রেছেন ?

এত উপকারীর প্রিয়তমা-পত্নীকে কাপ্তেন অপমান ক'রেছেন। কাপ্তেন এমনই বিশ্বাসঘাতক—এমনই কুটিল !

মালা তাঁ'র স্ত্রী আবার নিকট সব শুন্লেন। জাহাজের অন্য লোকদের ভাষা তিনি তত বুঝ্তে না পার্লেও তা'দের আকার ইঙ্গিতে আবার কথার সত্যতা উপলব্ধি কর্লেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মালার দ্বিতীয় অভিযান।

স্ত্রীর এই অপমানে, মালার ভারী রাগ হ'ল—ভারী দুঃখও হ'ল। মালা কাপ্তেনটাকে একটা আস্ত জানোয়ার ব'লে ভাব্‌লেন। যা'র জন্য তাঁ'র এত কষ্ট, যা'র জন্য তিনি প্রাণের মায়া করেন নি, সেই কাপ্তেন কি ক'রেছে—ভেবে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, প্রতি লোম-কূপ থেকে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগ্‌ল। তিনি ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ; দাঁতে দাঁত ঘষ্‌তে লাগলেন। যেন সমস্ত রক্ত তাঁ'র মাথায় উঠ্‌তে লাগ্‌ল—শিরাগুলো ফুলে উঠ্‌ল—হাত কাপ্তেনের গলার দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

কাপ্তেনটা কাছেই ছিল। অসুরের মত ভীষণ-মূর্ত্তি মালা, যখন কাপ্তেনকে ধর্‌তে চল্‌লেন, তখন কাপ্তেন প্রমাদ গণ্‌লে। লোকজন সব হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল। নিজের আর রক্ষা নেই ভেবে কাপ্তেন একেবারে আকুল হ'য়ে চীৎকার করতে লাগ্‌ল, মালার বিরুদ্ধে কে যেতে সাহস কর্‌বে? মালার এতে কি রাগ হ'বে না? কাপ্তেনের কুটিলতার যে একটা সীমা নেই। কি ঘৃণ্য কাজ ক'রেছে সে? যাঁ'র দেশে সে এসেছে, তাঁ'রই স্ত্রীর অপমান কর্‌তে সে সাহস ক'রেছে। কাপ্তেনটা মানুষ

না পশু? চাক্‌রীর খাতিরে, কাপ্তেনের এই ঘোর বিপদে, সহায়তা করা প্রয়োজন বোধ কর্‌লেও জাহাজের কেউ মনে মনে তা'কে সাহায্য কর্‌তে যাওয়ার সমর্থন কর্‌তে পার্‌ছিল না। কাপ্তেন একেবারে ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেল। তা'র মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল—তা'র দেশের, মা-বাবার, ভাই-বোনের, স্ত্রী-পুত্রের কথা। আর ত রক্ষা নাই—আর ত সে বাঁচ্‌বে না—আর ত কা'রও মুখ দেখ্‌তে পাবে না। মালা যদি ধরে তা'হলে আর রক্ষা নেই। জীবন যা'বেই—কে বাঁচাবে? কা'র এত বড় শক্তি যে মালার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়া'বে? মালার সঙ্গে যুঝ্‌বে—মালাকে মল্ল যুদ্ধে পরাস্ত কর্‌বে? ২০৷২৫ জন একত্র হ'লেও তা' সম্ভব হবে না।

যে বীরের অলৌকিক শক্তিতে শত শত অসুরের মত জানোয়ার—ভীষণ ওয়ালরাস্, শীল্, হাঙ্গর, দিন দিন প্রাণ দিচ্ছে—অসংখ্য ভালুক, অগণিত বল্গা হরিণ প্রভৃতি জন্তু নিয়ে যিনি অষ্টপ্রহর পুতুলের মত খেলা করেন তা'দের সেই প্রাণ-ঘাতী আক্রমণ, বিকট নখ ও দংষ্ট্রার আঘাত অক্লেশে সহ্য ক'রে জীবন লীলার অবসান কর্‌ছেন সেই মালা—যাঁ'র চেহারা, বুকের ছাতির বহর এবং লোহার মুগুরের মত বাহু দেখ্‌লে ভয় হয়; ঐ আস্‌ছে, সেই মালা—তাঁ'র স্ত্রীর অপমানের প্রতিহিংসা নিতে!

কাপ্তেনটা বসেছিল তা'র ঘরে—মালা আজ উদ্ধত—ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ! তাঁ'র ক্রুদ্ধ-পদ-ক্ষেপে কাপ্তেনের

প্রকোষ্ঠ কেঁপে উঠ্‌ল। কাপ্তেনের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল। মালা তা'কে ধর্‌লেন। কাপ্তেন ঝড়ে যেমন কলাগাছ কাঁপে তেমন ক'রে থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তা'র মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হ'ল না।

কাপ্তেনের সেই অসহায় ভাব দেখে—চোখ ভরা জল দেখে —মালার বড় দয়া হ'ল। তিনি ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন, "দেখ সাহেব, এবার তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বড় রাগ হ'য়েছিল আমার। এমন কু-কায আর কর্‌বে না ত? প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌ছি।"

সাহেব প্রতিজ্ঞা কর্‌লে। মালা তা'র গলা ছেড়ে দিয়ে এসে দূরে দাঁড়ালেন। সকলে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগ্‌ল! মালা যেমন রাগী আবার তেমনই ক্ষমাশীল। মালার অসাধারণ ক্ষমাশীলতায়, অসামান্য মাহাত্ম্যে সকলের হৃদয় অভিভূত হ'ল। মালাকে তা'রা দেবতা ব'লে মনে কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক কথা হ'ল। অনেক তর্ক-বিতর্ক চল্‌ল। কাপ্তেন বল্‌লে, "বীর মালা! আমরা তোমাদের দেশে—কত দূর দেশ থেকে—সব ছেড়ে এসেছি—জীবনের মায়া করিনি—শুধু লাভের আশায়, বহু ভাগ্য ফলে আজ তোমার মত বীরের— তোমার মত পরোপকারীর সঙ্গ লাভ ক'রেছি। তুমি গিয়ে এতগুলি দুর্ল্লভ বস্তু এনে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ ক'রেছ। আবার তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি—এতগুলো লোক লস্কর নিয়ে এসেছি—এত ব্যয় বাহুল্য করেছি—যদি কিছু না নিয়ে দেশে

ফিরি—বল, আমাদের স্ত্রী-পুত্রই বা খা'বে কি, আর আমরাই বা কেমন ক'রে দেশে সকলের কাছে মুখ দেখাব ?"

মালার দয়ার শরীর। হৃদয়ে তাঁ'র অফুরন্ত করুণা! কাপ্তেনের অনুরোধ এবং মুখে এত সব কাকুতি-মিনতি শুনে মালা আবার গ'লে গেলেন!

মালা আস্তে-ব্যস্তে বল্‌লেন, "যা' হ'বার তা' হয়ে গেছে! বলুন, আপনার জন্যে আমি আর কি কর্‌তে পারি ?" কাপ্তেন বল্‌লে, "বীর! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আর এমন কু-কায জীবনে কখনও কর্‌ব না, আমার কথা আর এক-বার বিশ্বাস কর। তুমি অনায়াসে, এবার তোমার স্ত্রীকে এখানে রেখে চলে যেতে পার। আর একবার তোমাকে সাগরে যেতে হ'বে। আমার জন্য আন্‌তে হ'বে কতকগুলি তিমি। সেগুলো যে তুমি তোমার ঐ অব্যর্থ হারপুণ দিয়েই মেরে আন্‌তে পার্‌বে ত'াতে আমার সংশয় কিছুমাত্র নেই। তা' হলেও তোমার সহায়তার জন্য, আমার জাহাজের কয়েকজন ভাল ভাল বন্দুকওয়ালা শিকারী তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। আমি প্রার্থনা কর্‌ছি, তোমার মঙ্গল হ'ক, ভগবান্ তোমার যাত্রা জয়যুক্ত করুন। তুমি নিরাপদে শত শত তিমি মেরে নিয়ে, ফিরে এস।"

মালা সাহেবের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তাঁ'র সেই বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে গেলেন।

তিনি পুনরায় তীর, ধনু, বর্শা, হারপুণ নিয়ে চল্‌লেন—

তরঙ্গাকুল সাগরের জলে—ভেসে চল্‌লেন সেই অকূলে। সম্মুখে তাঁ'র জল—পশ্চাতে তাঁ'র জল। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আস্‌ছে শোঁ শোঁ ক'রে, বুঝি আর রক্ষা নেই—ডুবিয়ে নিয়ে যা'বে কোন্ অজানা দেশে—জীবন বেরিয়ে যা'বে সেই জলের তলে, শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে। পাহাড়ের মত উঁচু এক একটা ঢেউ—ভেঙ্গে ভেঙ্গে যখন গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে আসে তখন কে এমন সাহসী আছে যে জীবনের জন্য চঞ্চল ও ব্যাকুল না হয় ?

কিন্তু এ সব ঢেউয়ের বেগ সইতে অভ্যস্ত, জলচর প্রাণীর ন্যায় অকুতোভয়, অসামান্য শক্তিধর, এস্কিমো-বীর মালা আবার চল্‌লেন তিমি শিকারে। স্ত্রী আবাকে সেই নর-পশুটার জাহাজে রেখে যেতে এতটুকু দ্বিধা আর তাঁ'র রইল না। কি আশ্চর্য্য সরলতা ! কি অদ্ভুত মন !

মালা হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন। যা'বার সময় আবাকে বল্‌লেন, "আবা, তুমি এখানে থাক, আমি শিকারে যাচ্ছি—ঝাঁ ক'রে ঘুরে আস্‌ব—ভেব না। ছেলেদের প্রতি নজর রেখ।"

আবা বল্‌লেন, "তুমি আমায় বাড়ী রেখে যাও। তা' যদি না পার, আমি তোমার সঙ্গে যাব ; আমি এখানে থাক্‌ব না, কিছুতেই নয়।" মালা প্রমাদ গণ্‌লেন। মালার কথার কখনও ত অবাধ্য হন্‌নি আবা ! তিনি কতক্ষণ ভাব্‌লেন, তা'রপর আবাকে বুঝাবার ছলে আস্তে-আস্তে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আবা, তুমি এ কি বল্‌ছ ? কখনও ত তুমি আমার কথার অবাধ্য হওনি, তুমি ত বুদ্ধিমতী। যা'তে এই সাদা লোকগুলোকে

আমার শিকারের কৃতিত্ব আর একবার দেখিয়ে দিতে পারি তা'রজন্য আমায় তোমার সাহায্য করা উচিত। শিকারে তোমায় নিয়ে গেলে, তোমাকেই সাবধান কর্‌ব, না শিকার কর্‌ব। তা'ছাড়া ছেলেগুলোকেই বা দেখ্‌বে কে? বাড়ী যেতে চাইছ কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া ত সহজ নয়—একাকিনী সেখানে যাওয়া তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! আমার ত আর বেশী দেরী হ'বে না—এই যা'ব আর আস্‌ব। কাপ্তেনটার কথা বল্‌ছ, সে ত প্রতিজ্ঞা ক'রেছে যে তোমার উপর আর কোন অত্যাচার হ'বে না।" মালার বিশেষ অনুরোধে আবা অতিকষ্টে অবশেষে স্বীকৃতা হ'লেন। ছেলেদের আদর ক'রে, মালা আবার চল্‌লেন শিকারে।

তাঁ'র গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন আবা। কেন যেন এবার তাঁ'র আর মালাকে শিকারে যেতে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কি যেন অকল্যাণ-চিন্তা এসে তাঁ'র মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছিল। আবার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে কতবার ত মালা শিকারে গেছেন, কখনও ত এমন হয়নি—তাঁ'র চোখ ফেটে যেন কান্না আস্‌ছিল—বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল—কে জানে কেন এমন হচ্ছিল?

ঐ চলেছেন মালা—বিশাল তাঁ'র দেহ—দূর হ'তে দূরে—ঐ কতদূরে! দীর্ঘ পদক্ষেপে, বরফের উপর দিয়ে—বরফের স্তূপ ছিন্নভিন্ন ক'রে—ঐ মালা চলেছেন—যতদূর দেখা যাচ্ছিল আবা তাঁ'র গতি লক্ষ্য কর্‌ছিলেন। ঐ যায়—ঐ

যায়—আর দেখা যায় না—ঐ মিশে গেলেন মালা দিক্ অন্তরালে !

আবা চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন মালাকে আর দেখ্‌তে পেলেন না, তখন ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। বড় অভিমান হ'ল তাঁ'র। এমন কি অপরাধ ক'রেছেন তিনি যা'র জন্য তাঁ'র স্বামী এমন ভাবে, এমন স্বজন বান্ধব-হীন স্থানে, ফেলে গেলেন। আর যদি দেখা নাই হয়—যদি তেমন অশুভ সংবাদ আসে—তা'হলে ?

জাহাজে ফির্‌তে হ'ল, কিন্তু শূন্য প্রাণ তাঁ'র। যাঁ'র শক্তিতে আবা শক্তিময়ী তিনি আজ চলে গেছেন ! তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে—সাগরকূলে আঁধার যেন হা-হা কর্‌ছে—সেই বিশ্বব্যাপী আঁধারে কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আজ সত্যি সত্যিই সব আঁধার !

আঁধার গেল—আলো এল—রাত পোহা'ল—ফর্‌সা হ'ল। একদিন গেল, দু'দিন গেল, আবার চিত্ত-বেগ ক্রমে ক্রমে উপশম হ'ল। এ কাযে, সে কাযে, তিনি এক-আধটু মন দিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে মালার কথা মনে পড়ে আর আবা হ'তে থাকেন উন্মনা। অভিমানিনী আবা কতবার অভিমান কর্‌লেন—কতবার কাঁদ্‌লেন, কতবার উন্মনা হ'লেন—কিন্তু কা'র উপর এ অভিমান ? কা'র কাছে এ দুঃখ নিবেদন ? কোথায় মালা ? তিনি ত দেখ্‌ছেন না, শুন্‌ছেন না, বোধ হয় ভাব্‌ছেনও না। মালা শিকারী, শিকারেই তাঁ'র আনন্দ—হয়ত শিকার পেয়ে

ভুলে গেছেন তিনি আবার কথা। কিন্তু আবা কি করবেন! কেমন ক'রে ভুলবেন নিজের কষ্ট?

মালা ব'লে গেছেন—শীঘ্রই ঘুরে আস্‌ব—কিন্তু কৈ? ক'দিন ত কেটে গেল। তবে কি, মালার সবই প্রবঞ্চনা—সবই ফাঁকিবাজী? না—না—তা' হ'তে পারে না—আবা তা' ভাবতেও পারেন না। মালা যে তাঁ'র জ্যান্ত-দেবতা। আবা যে তাঁ'কে সেইভাবে ভক্তি করেন। মালার কর্ত্তব্য যে তাঁ'র কাছে সকল জিনিষ অপেক্ষা বড়! তাঁ'র কর্ত্তব্যের সহায়তা করাই আবার প্রধান ধর্ম্ম! এত চঞ্চলা কেন হ'চ্ছেন তিনি তবে? কিন্তু মন ত মানে না। সমুদ্রে যে কত বিপদ! মালা ফির্‌বেন কি—ফির্‌তে পার্‌বেন কি? আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে? এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে যেন দু' চোখ ফেটে আবার জল ঝর্‌তে লাগ্‌ল!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'দিন চলে গেল। রাত আসে যত তা'র আঁধার নিয়ে—দিন আসে বরফের পর বরফ ছুঁড়ে দুঃখীর দুঃখ বাড়াতে!

আবা দিন গণ্‌ছিলেন। আজ মালা এলেন না—কাল আস্‌বেন! কাল আসে—মালার দেখা নেই। আচ্ছা আস্‌ছে কাল নিশ্চয়ই তিনি আস্‌বেন! এত দেরী ত কোন বার তাঁ'র হয় না; পায়ের শব্দ শুন্‌লে আবা দেখ্‌তে যান্—কিন্তু শুধুই নিরাশা!

কাপ্তেন ভাব্‌লে, মালাকে এবার আর ফিরে আস্‌তে

হ'বে না ! যা' দেরী হচ্ছে—বোধ হয় মরে গেছে ! পুনরায় জেগে উঠ্‌ল তা'র পশু-বৃত্তি ! পশু কাপ্তেন অবশ্য এ কয়দিন আবার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই ক'রেছে।

অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় আবার একদিন হঠাৎ জ্বর হ'ল। ঔষধ খাওয়াবার ছল ক'রে, সাহেব তাঁ'কে কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে থাক্‌বার একটা ঔষধ খেতে দিলেন। সেটা খেয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার শরীর অবসন্ন হ'য়ে এল—ভাল ক'রে জ্ঞান থাক্‌ল না—শরীর যেন এলিয়ে পড়্‌ল। সুযোগ বুঝে পশু-কাপ্তেন, মালার কাছে নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে, আবাকে পুনরায় গায়ে হাত দিয়ে অপমান কর্‌তে উদ্যত হ'ল।

জ্বরের ও ওষুধের ঝোঁকে পূরো জ্ঞান ও প্রচুর বল না থাক্‌লেও আবা সাহেবের গালে একটা চড় মেরে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বাইরে এসে, বরফের ঠাণ্ডায় তাঁ'র চৈতন্য ফিরে এল। যতটুকু শক্তি দেহে ছিল, তা' নিয়ে তিনি দৌড়ে ছুটে চল্‌লেন যে দিকে নিয়ে গেল তাঁ'র পা দুটো ! বরফের উপর দিয়ে আর কতদূর যাওয়া যায় ; পায়ে নেই জুতো—ঠাণ্ডায় আবা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন—আর তিনি যেতে পাচ্ছেন না। একটা বরফের স্তূপ ভেসে এসে তাঁ'র পথ রোধ ক'রে দিলে। তিনি পড়ে গেলেন—আর উঠ্‌তে পার্‌লেন না : বরফের উপর প'ড়ে রইলেন।

দূরে এক শিকারী, শিকার কর্‌ছিল। সে আবাকে বরফের স্তূপে হাবুডুবু খেতে দেখে, লক্ষ্য কর্‌লে। সে ভাব্‌লে একটা

জানোয়ার বরফের উপর ভেসে উঠেছে—বোধ হয় শীল হ'বে। সে ছিল ঐ জাহাজের একজন বন্দুকওয়ালা শিকারী। বন্দুক দিয়ে শিকার কর্‌ছিল। আবাকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়্‌লে—গুলির আঘাতে আবার সব শেষ হ'য়ে গেল।

"জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে, তিন নির্ব্বন্ধ নিয়ে।" কথাটা বড় সত্যি। এস্কিমো-রাণী আবা মহা ধনুর্দ্ধর, মহাবীর মালার যোগ্যাপত্নী হ'লেও আজ ইতর জন্তুর ন্যায় বিদেশী শিকারীর হাতে বরফের স্তূপের মাঝে প্রাণ হারালেন! কোথায় রইল তাঁ'র স্বামী মালা আর কোথায় রইল তাঁ'ব অত স্নেহের ছেলেরা! আবা চিরকালের মত ওদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন।

কিছু দিন কেটে গেল। অসংখ্য তিমি মেরে, মাংস ও সংগ্রহযোগ্য যত সব জিনিষ নিয়ে, মালা ফিরে এলেন সেই পাষণ্ড কাপ্তেনের কাছে। ভারে ভারে মাংস—বোঝায় বোঝায় চামড়া, নৌকাভরা বহুমূল্য লোম, যে দেখ্‌লে সেই অবাক হ'য়ে গেল! কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগী মহাবীর এ মালা!

মালার চক্ষু খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল স্ত্রী আবাকে আর তাঁ'র ছেলেদের। এত দিন পরে, এত জিনিষ নিয়ে তিনি ফিরেছেন। আবা, এস, তুমি কোথায়? দেখ, আমি কত মাংস, কত চামড়া এনেছি; কত পালক, আর কত লোম এনেছি! কিন্তু আবা আস্‌ছেনা কেন? আবা গেল কোথায়? আবা কৈ? এখানে, সেখানে খুঁজতে লাগ্‌লেন—একে, ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন--

আবা কৈ ? সকলেই নিরুত্তর, সকলেই বিষণ্ণ। মালা বুঝ্তে পার্ছেন না যে তা'র কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। তিনি মনে কর্লেন, তবে কি আবা তাঁ'কে ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গেছেন ? —না, না, তা' কখনই হ'তে পারে না। অভিমানিনী বোধ হয় তাঁ'র উপর অভিমান ক'রে নিকটেই কোথায় লুকিয়ে আছেন। নিতান্ত অসহিষ্ণু হ'য়ে মালা— আবা, আবা ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্তে লাগ্লেন। কিন্তু কৈ ? তাঁ'র কণ্ঠস্বর শুনে, আবা কখন ত হাজার কাজ থাক্লেও, দূরে সরে থাকেন না—হেসে ছুটে আসেন। "আবা, আবা, আবা. কোথায় গেলে আবা ?" প্রতিধ্বনি উত্তর দিল—আবা ! কোথায় আবা ? মালা ছুট্তে লাগলেন। কেউ কিছু বল্ছে. না—সকলেই নীরব, গম্ভীর ! কে এ সর্ব্বনাশের সংবাদ দিয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন্বে ? আবার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর সংবাদ শুনে মালা কি কাউকে রক্ষা রাখ্বেন ? সে ভীষণ ক্রোধের তরঙ্গের গতি রোধ কে কর্বে ? কে সে ঝড় থামাবে ? এমন কে শক্তিধর আছে ?

মালার ছেলেরা "মা" "মা" ক'রে কাঁদ্ছে—আর সকলেই এমন গম্ভীর যে কেউ কিছু বল্ছেনা। তবে কি আবা নেই ? কোথায় যা'বে সে ? মর্বে ? কেন মর্বে ? কোন্ দুঃখে ? তাঁ'র ত কোন দুঃখ ছিল না—কোন দিন ত তাঁ'কে অযত্ন করিনি ? মনে ত পড়ে না ! সে ত এস্কিমোদের রাণী ছিল ? যা'বার সময় সে আমাকে যেতে বারণ ক'রেছিল—আমি শুনি নি—সেই অভিমানে কি সে আমাকে ছেড়ে গেছে ? না—না—

সে ত আমার উপর কখনও অভিমান করেনি—রাগ করেনি? কিন্তু কোথায় গেল সে?

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর এ ওকে বল্‌তে লাগ্‌ল—ও তা'কে বল্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাষা, সে কথা, মালা বোঝেন না। মালা আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লেন। কাপ্তেন আবাকে জ্ঞান হারাবার ওষুধ খাইয়ে, জ্বর অবস্থায় অপমান কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল। সেই দুঃখে হতভাগিনী জাহাজ ছেড়ে ছুটে যেতে গিয়ে প'ড়ে যান—তা'রপর. তা'রপর—ঐ—ঐ—বরফের স্তূপের পাশে শুয়ে পড়েন—দুষ্ট শিকারী ভুলে, গুলি ক'রে তাঁ'কে শেষ ক'রেছে। সে আর নেই—তা'র দেহ পড়ে আছে ঐ, ঐ দেখা যায়—সে আর আস্‌বে না—হাস্‌বে না—কথা কইবে না। ওঃ—হোঃ!

মালা, সদানন্দ মালা আজ বিষণ্ণ হ'লেন। তাঁ'র হাসি ও আনন্দ জোর ক'রে, কে যেন নিভিয়ে দিলে! মনে হ'তে লাগ্‌ল সেই ত বিদায়ের দিনে আবার মিনতি—কি অন্যায়ই না তিনি করেছেন? যদি তাঁ'র কথা মালা শুনতেন, হয়ত আবা এমন ক'রে ছেড়ে যেত না।

কিন্তু আবা মর্‌লেন কেন? কোন্ দুঃখে? কে তাঁ'কে দুঃখ দিলে? কে সে পাষণ্ড? মালার দেহের সমস্ত রক্ত রাগে যেন মাথায় উঠে গেল। ঐ পশু—ঐ ঘৃণ্য কুকুর—ঐ কাপ্তেন—ঐ বিদেশী তাঁ'র স্ত্রী আবার মৃত্যুর কারণ! ও যদি আবাকে অপমান না কর্‌ত, ও যদি তাঁকে অত্যাচার না কর্‌তে যেত, তা'হলে ত আবা অমন ক'রে মর্‌ত না! আবা, আবা, আবা,

তোমার কথা শুনিনি, অনুরোধ রাখিনি—তুমি চলে গেছ—আচ্ছা যাও—আমি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেব !

কাপ্তেন ! কাপ্তেন ! সে এত অত্যাচারী হ'য়েও বেঁচে থাক্‌বে ? আর আমি বেঁচে তা' দেখ্‌ব ? না—না, তা' হয় না ! সেদিন তা'কে ক্ষমা করেছিলাম কিন্তু পশু সে কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় আমার স্ত্রীকে অপমান কর্‌তে গিয়েছিল। আচ্ছা, দাঁড়াও কাপ্তেন ! তোমাকে এমন সাজা দেব যা' কিছুদিন তোমার দলের লোকেরা মনে রাখ্‌বে !

আবা ওর অত্যাচারে, না জানি কতই কেঁদেছে, না জানি কতই না দুঃখ পেয়েছে ! মালা আর সইতে পার্‌লেন না। বার-বার তাঁ'র মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল আবা নেই—তাঁ'র আসল মৃত্যুর কারণ ঐ নর-পিশাচ কাপ্তেন।

রাগে মালার মাথার রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌তে লাগ্‌ল। পাপিষ্ঠের অসহ্য অপমান—নিদারুণ—নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যবহার—তাঁ'কে যেন উন্মাদ ক'রে তুল্‌ল। তিনি ভাব্‌লেন বৃথাই আমার এত অস্ত্রশিক্ষা—বৃথাই শরীরে অসুরের মত বল—বৃথাই এত খরধার বর্শা, হারপুণ ! বৃথাই এ জীবন ! চাই প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা !! প্রতিহিংসা !!! মালার সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইতে লাগ্‌ল। আর নয়—আর নয়—এইবার কাপ্তেন সাবধান ! তোমার পাপের মাত্রা কূল ছাপিয়ে উঠেছে—তোমাকে এবার ভাসাবে। তোমার আসন্নকাল উপস্থিত—ঐ আস্‌ছে তোমার মৃত্যু। দাঁড়াও, একবার মাতা, পিতা, পুত্র,

পরিজন, ভাই-বন্ধু যে যেখানে আছে, ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে নাও—আর সময় পাবে না। বিদেশে এসেছিলে, বাণিজ্য ক'রে, ঘরে ফিরে সুখী হ'বে—তা' আর হ'ল না। তোমার চরিত্র-দোষে তুমি অকালে প্রাণ হারালে। যা'র চরিত্র নাই— তা'র যে কিছুই নেই ; তার ব্যবসায়, বাণিজ্য, চাক্‌রী, উন্নতির আশা কিছুতেই যে পূর্ণ হয় না। সে অকালে তোমার মত ঢলে পড়ে। তা'র পুত্র, পরিবার সকলে হাহাকার করে। সাহেব, এবার আর ক্ষমা তোমাকে কর্‌তে পারলুম না—পারব না সাবধান !

সাহেব, তার প্রকোষ্ঠে, চেয়ারে বসে বিভীষিকা দেখ্‌ছিলেন —ভবিষ্যতের ভাবনায় নিতান্ত ব্যাকুল হচ্ছিলেন। কখনও বা বন্দুক হাতে, কখন বা তরবারী কোষ-মুক্ত ক'রে আবার কখন বা ছোরায় ধার দিয়ে সাবধান হ'বার বৃথা চেষ্টা করছিলেন। মালার ভয়ে কাপ্তেনের সমস্ত দেহ কেবলই কেঁপে উঠ্‌ছিল। কোন এক অজানা আশঙ্কায় প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছিল। মাথার স্থিরতা ছিলনা— ভয়—ভয়—বিভীষিকা—আড়ষ্টতা—চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ঐ না, কে আস্‌ছে ? হাঁ, ঠিকই ত ! ঐ যে কে আস্‌ছে ? হারপুণ তা'র হাতে ! ঐ আস্‌ছে, কি ভীষণ —কি বীভৎস তা'র মূর্ত্তি, যেন সাক্ষাৎ যম—ঐ আস্‌ছে !

মালার এত ক্রোধ কখনও ত দেখা যায় নি। মালা চির উদার—চির হাস্যময়—সদানন্দ। সহস্র অত্যাচারে মালা ক্রুদ্ধ হ'ন না, সহস্র নির্য্যাতনে মালা বিচলিত হন না।. পরোপকারই

তাঁ'র পরম ধর্ম্ম। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে যে তিনি দীক্ষিত। প্রকৃত বীর তিনি—বীরের দেশে তাঁ'র জন্ম! বীরের আবহাওয়ায় তাঁ'র দেহ ও মন পরিপুষ্ট—বর্দ্ধিত।

কিন্তু অত্যাচার সহ্য করে কে? সেই করে যা'র শক্তি নেই। মালার শক্তির অভাব নেই। মালা সহ্য করবেন কেন? একজন অজ্ঞাত কুল-শীল বিদেশী এসে তাঁ'র স্ত্রীর অপমান

মালা জাহাজের কাপ্তেনকে হারপুণ দিয়ে মেরে ফেল্‌ছেন।

কর্‌বে আর তিনি অম্লান বদনে তা' সহ্য কর্‌বেন, তা'ত হ'তে পারে না! কখনই নয়! তিনি গর্জ্জে উঠ্‌লেন! তাঁ'র আঘাত এমন জায়গায় লেগেছ যে তা' আর সহ্য কর্‌বার মত নয়!

একবার নয়—দু'বার—ঐ পশু আবাকে অপমান ক'রেছে। তাঁ'র মনে অসহ্য কষ্ট দিয়েছে। এস্কিমো-রাণী আবা কাঁদতে

কাঁদ্‌তে ঐ বরফের স্তূপের নীচে নৃশংস শিকারীর অতর্কিত গুলির নির্ম্মম আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আর নয়, কাপ্তেন তোমার এইবার শেষ। এস কাপ্তেন—হয় আমি, না হয় তুমি মর্‌বে।

বল্‌তে বল্‌তে মালা সেই সহস্র হাঙ্গর, তিমি, জল-ঘোটক বিধ্বংসী সুতীক্ষ্ণ হারপুণ হাতে, উদ্ধত চরণ-বিক্ষেপে সাহেবের প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত ক'রে তা'র মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন।

সাহেব চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—বল্‌লেন—কে তুমি? কেন এসেছ তুমি? ও তোমার কি মূর্ত্তি? কেন মালা? কেন মালা? কেন অমন ক'রে আস্‌ছ তুমি?

মালা বল্‌লেন, "সাহেব, এইবার তোমার সমস্ত অত্যাচার স্মরণ কর—তোমার অন্তিমকালের দেবতার নাম স্মরণ কর—আর দেরী নেই।" এ কথা শোনামাত্র সাহেব ছোরা নিয়ে মালার বুকে বসিয়ে দিতে গেলেন। খপ্ ক'রে সাহেবের হাতটা ধ'রে মালা তাঁ'র সেই সুতীক্ষ্ণ হারপুণ আমূল-বিদ্ধ কর্‌লেন একেবারে সাহেবের বুকে। সেই আঘাতে কাপ্তেন ঢলে পড়্‌লেন। তাঁ'র ইহলীলার অবসান হ'ল—রক্ত স্রোতে প্রকোষ্ঠ ভেসে গেল। মালা প্রতিহিংসা পূর্ণ ক'রে আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে,—কাপ্তেনের রক্তে রাঙ্গা হারপুণ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

হাহাকার উঠ্‌ল সারা জাহাজ জুড়ে। কিন্তু মালাকে কে কি করবে? মালা আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। উত্তেজনায়, ক্রোধে, দুঃখে, শোকে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। তিনি দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে ছুটে চল্‌লেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন।

মালা আর তিলার্দ্ধ সেই নরকে থাকা কর্ত্তব্য বোধ কর্‌লেন না। এদিক সেদিক লক্ষ্য কর্‌বার মত মনের অবস্থা তখন তাঁ'র ছিল না। আজ কতদিন তিনি বাড়ী ছেড়ে এসেছেন। গায়ের সমস্ত বল সংগ্রহ ক'রে তিনি ছুট্‌লেন নিজেদের গাঁয়ের দিকে; ছেলেদের আগেই পাঠিয়েছিলেন।

অনেক কষ্টে মালা বাড়ীতে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু এক আবার অভাবে সবই যেন শূন্য বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুই আর ভাল লাগ্‌ছিল না তাঁ'র। সংসারের যা' কিছু সব তা'তেই আবার স্মৃতি বিজড়িত! যে দিকে, যে জিনিষটার উপর মালা চোখ ফেলেন, তা'তেই দেখ্‌তে পান আবার কুশল হস্তের নিদর্শন! হায়, হায়, কোথায় আবা? মালার নির্ব্বুদ্ধিতায়, এমন ক'রে সে চলে গেল!

তাঁ'র প্রতিকার্য্যে ঔদাসীন্য দেখা দিল—হাস্‌তে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন—কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। এস্কিমোরা বিষম মুস্কিলে পড়্‌ল।

মালার এই দারুণ হা-হুতাশের কথা সেই শিকারী ট্যাপারটের স্ত্রী ইভা তাঁ'র ঘরে ব'সে শুন্‌লেন। তিনি জীবন-

দাতা বীর মালাকে বহুদিন হ'তে পূজা ক'রে আস্‌ছিলেন। মালার এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাঁ'কে সান্ত্বনা দেবার জন্য ইভার হৃদয় একান্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। এস্কিমো-রাণী আবা কুচক্রী সাহেবের চক্রান্তে পশুর মত প্রাণ হারিয়েছেন—এ কথাও ইভার জান্‌তে বাকি ছিল না। কিসে মালার দুঃখ দূর হয়, সেই চিন্তায় তিনি একান্ত ব্যাকুলা হ'য়ে উঠ্‌লেন। ইভা তাঁ'র স্বামীকে সব কথা খুলে বল্‌লেন! মালার এই ঘোর বিপদে—বিষম মনের অশান্তিতে—নিজেদের গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে ইভা তাঁ'র স্বামীর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন!

ট্যাপারটেও মালাকে অত্যন্ত ভক্তি কর্‌তেন—বহুবার তিনি বহু উপকার ক'রেছেন। এমন কি, মালা তাঁ'র জীবন দু'বার রক্ষা ক'রেছেন। কৃতজ্ঞতায় ট্যাপারটের হৃদয় পূর্ণ ছিল। এতদিন তিনি সুযোগ খুঁজ্‌ছিলেন—কেমন ক'রে মালার ঐ উপকার শোধ দেবেন। যদি এইবার সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ মিলেছে তা' তিনি ছাড়্‌বেন কেন? তিনি বল্‌লেন, "যাও ইভা, যা'তে মালার এ অসহ্য মনের দুঃখ দূর হয় তা' করগে। তোমার চেষ্টায় - তোমার ভালবাসায় মালা যদি তাঁ'র স্ত্রী আবার অভাব ভুল্‌তে পারেন তা' হ'লে আমি ধন্য হ'ব। তুমি মালাকে পুনরায় সুখী কর। সঙ্গে তোমার সপত্নীকেও সাহায্যার্থে নিয়ে যাও। এ আমাদের দেশের প্রথা—এতে কোন দোষ নেই! এক জনের—এক বিশিষ্ট প্রতিবেশীর পত্নীর যদি অভাব ঘটে এবং তা'তে যদি তাঁ'র অত্যন্ত কষ্ট হয় তা'হলে তাঁ'র অভাব পূর্ণ

ক'রে, তাঁ'কে সুখী ক'র্‌তে, এস্কিমো আমরা, আমাদের পত্নী পর্য্যন্তও দান কর্‌তে কখনই কুণ্ঠিত হই না। মালা আমাদের সকলের পরমোপকারী—মালা আমার জীবন রক্ষক--যাও ইভা সর্ব্বপ্রযত্নে মালার মনের দুঃখ দূর কর—যা'তে মালা, স্ত্রী আবার অভাব মোটেই অনুভব না করেন।"

মালা মৃতা স্ত্রী আবার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা কর্‌ছেন।

স্বামীর সম্মতি নিয়ে—ইভা হাস্‌তে হাস্‌তে মালার সারা বাড়ীতে পুনরায় আনন্দ তরঙ্গ তোল্‌বার জন্য গৃহস্থালী আরম্ভ

করলেন। ইভা মালাকে সপত্নীসহ পতিত্বে বরণ করলেন। শোকাতুর মালার হৃদয়ে শান্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইভার জন্য সে শান্তি মালা পেলেন। দিনগুলো—রাতগুলো আবার মধুময় হ'য়ে উঠ্ল। ইভার প্রেম-স্রোতে মালার হৃদয়ের শোক-তাপ দূরে ভেসে গেল—সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জ্বালা, নিভে আস্ল। মালা কালক্রমে আবার প্রকৃতিস্থ হ'লেন। কিন্তু সুখ কা'রও চিরদিন থাকে না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—গাড়ীর চাকার মত সংসারে অনবরত যে ঘুর্ছে!

কয়দিন সুখে কেটে গেল। মালা শিকার করেন—ইভা পরিবেষণ করেন—মালা খান—ইভা দেখে সুখী হ'ন। একদিন মালা, পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁ'র ক্র্যামাটে বসে আছেন, ছেলেরা তাঁ'দের ঘিরে আনন্দ কর্ছে, এমন সময় শুনলেন—দূরে কে বরফের স্তূপে পড়ে আর্ত্তনাদ কর্ছে—বাঁচাও, বাঁচাও—ঐ চীৎকারে চারদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তা'র সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে, মালার কোমল হৃদয় একান্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল। তিনি ছুটে বেরিয়ে পড়ে যা' দেখ্লেন তা'তে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। আবার দু'জন সাহেব! তাঁ'রা ঐ বরফের স্তূপের নীচে ডুব্ছেন: জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নেই—"ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত কর্ছেন। কে যাবে সেই প্রাণনাশী বরফের মধ্যে—যে যাবে সে যে প্রাণ দেবে।

ঐ বরফ-স্তূপ হ'তে বাঁচাবার উপায় বীর মালার অজ্ঞাত ছিল না। বিপন্নের সহায়তা করাই ছিল মালার চরিত্রের

বিশেষত্ব। মালা তাঁ'দের সেই বিপদ দেখে, আর ঠিক থাক্‌তে পার্‌লেন না—কৌশলে, অনেক কষ্টে তাঁ'দের সমীপস্থ হ'লেন। ধীরে—অতি ধীরে তিনি সেই বরফ ঠেলে তাঁ'দের উঠালেন।

এঁ'রা কা'রা? এঁ'র একজন হচ্ছেন অশ্বারোহী-পুলিশের সার্জ্জেণ্ট্ হাণ্ট্ সাহেব। অপরজন তাঁ'র সঙ্গী ও সহকারী বাল্ক্ নামক সুচতুর কর্ম্মচারী।

তাঁ'রা যেই হোন্ না কেন—মালার কর্ত্তব্য তিনি কর্‌বেন। মালা জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে, নানা কৌশলে, সেই দুর্ভেদ্য বরফ স্তূপ হ'তে সেই সাহেব দু'জনকে উঠালেন। তারপর তিনি তাঁ'দের ধ'রে নিয়ে গেলেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে। বহুক্ষণ শুশ্রূষায়, সাহেবেরা চৈতন্য লাভ ক'রে কি বল্‌তে লাগ্‌লেন; মালা এক বর্ণও বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লেন—তাঁ'রা খুঁজ্‌তে এসেছিলেন তাঁ'কেই · মালাকেই তাঁ'দের দরকার।

নানা কূট-কৌশলে, মনোভাব প্রকাশ ক'রে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাঁ'রা মালাকে তাঁ'দের সঙ্গী কর্‌লেন। মালা অম্লান-বদনে—আবার তাঁ'দের দেশের—তাঁ'দের জাতের স্বভাবসিদ্ধ সরলতার বশবর্ত্তী হ'য়ে সেই সাহেবদের কুটিলতায় ভুলে গেলেন। তাঁ'দের ইঙ্গিত মত সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লেন। দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর সে পথ—শুধু বরফ—সঙ্গে নেই খাবার। আর সাহেবেরা বুঝি বাঁচেন না—ক্ষুধার তাড়নায় তাঁ'দের পা আর

চল্‌ছিল না—মুখ, জিহ্বা শুকিয়ে আস্‌ছিল—কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কি উপায় করা যায়।

সাহেবরা মালার কাছে তাঁ'দের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উপায় ভিক্ষা করতে লাগ্‌লেন। মালা বল্‌লেন, "যদি তোমরা বিশেষ জেদ কর তা'হলে শিকার ক'রে এনে তোমাদের খাওয়াতে পারি, কিন্তু তোমরা ত লোক ভাল নও—তোমাদের উপকার কর্‌লেই তোমরা নিশ্চয়ই অপকার কর্‌বে।"

কিন্তু ক্ষুধার জন্য সাহেবদের অত কথা শোন্‌বার আর ধৈর্য্য ছিল না। তাঁ'রা মালাকে অনুরোধের পর অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সরল মন, দয়ায় ভরা হৃদয় নিয়ে মালা তাঁ'দের কষ্টে গ'লে গেলেন। বহুকষ্ট ও পরিশ্রমে শিকার ক'রে এনে ওদের খাওয়ালেন! সাহেবরা যেন মরা দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন।

সাহেবরা এসেছিলেন পুলিশ-বাহিনী হ'তে। সেখানে ঠিক হ'য়েছিল যে, যে লোকটা কাপ্তেনকে হত্যা ক'রেছে তা'কে ধ'রে এনে ফাঁসি দিতে হ'বে। ধর্‌বার জন্য এই দু'জন অসমসাহসিক পুলিশ কর্ম্মচারী সশস্ত্র হ'য়ে, মালার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে তাঁ'কে গ্রেপ্তার ক'রেছেন। চক্রান্ত ক'রে, তাঁ'কে ভুলিয়ে নিয়ে চলেছেন, পুলিসের আড্ডায়। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি চল্‌লেন সেই যম-দূতদের সঙ্গে—সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুলোকে।

নির্ভীক সে বীর চলেছেন—পথের কষ্টে দৃক্‌পাত তাঁ'র নেই—ভাগ্যে কি আছে তা'র ঠিক ঠিকানাও নেই।

*   *   *   *

মালা এখন পুলিশের হেফাজতে—সেখানকার হাজতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা'রা তাঁ'কে পাহারা দিচ্ছে। আকার ইঙ্গিতে মালা বুঝ্‌লেন যে তাঁ'র ফাঁসি হ'বে। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন যে সার্জ্জেণ্টদের এ ভাবে তাঁ'কে ভুলিয়ে নিয়ে এসে, বিনা বিচারে ফাঁসি দেওয়া সভ্য জগতের নিয়ম নাকি? তিনি কি ক'রেছিলেন সেই দুষ্ট কাপ্তেনের। কেন কাপ্তেন একবার নয়, দু' দু'বার তাঁ'র স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল?

কিন্তু বিধাতা যাঁ'র সহায়, সামান্য কুচক্রী মানুষ তাঁ'র কি করতে পারে? এই জন্যই দুর্য্যোধনের মা হ'য়েও ধর্ম্মশীলা গান্ধারী একদিন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" বলে। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয় নিশ্চিত। অধার্ম্মিকের জয় পদ্মপত্রে জলবিন্দুর স্থায়িত্বের ন্যায়—নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী!

পুলিশ পরিবেষ্টিত মালা—মৃত্যু তাঁ'র আসন্ন। রজনী প্রভাত হ'তে না হ'তে তাঁ'র জীবন লীলার অবসান হ'বে—তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঝুলান হ'বে। এত শীঘ্র যে তাঁ'র ফাঁসি হ'বে তা' মালা বুঝ্‌তে পারেন নি। মালাকে বেশ ক'রে খাইয়ে শোয়ান হ'য়েছে। মালা শুয়ে থেকে, মাঝে মাঝে বাড়ীর কথা ভাব্‌ছেন আর ঘুমাবার চেষ্টা কর্‌ছেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপন দেখ্‌লেন যে একজন আগন্তুক

এল। সে তাঁ'র পাড়ার লোক—তাঁ'র একান্ত ভক্ত—অত্যন্ত বিশ্বাসী ; বল্‌লে, তোমার বাড়ীতে বড় কষ্ট, আজ কদিন খাবার নেই—তা'রা যে মর-মর। তুমি কেমন করে সব ভুলে আছ ?

এ কি সত্যি ? তাইত ! যাঁ'র চেষ্টায় পাড়ার লোক কতবার অনাহার থেকে বেঁচেছে—কতবার তিনি তা'দের কত বিপদে সহায়তা করেছেন—তা'রা একটুও কি দেখ্‌ছে না—আজ এ কয় দিন তিনি নেই বলে তাঁ'র স্ত্রী পুত্র না খেয়েই মরতে বসেছে। হা অদৃষ্ট ! মালা একান্ত চঞ্চল হলেন এবং ভাব্‌লেন হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে এদের কথায় চলে আসা মোটেই ঠিক হয়নি।

আরও একটু রাত হ'ল। একটু তন্দ্রা এল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁ'র তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখ্‌লেন যে তাঁ'র হাতে লাগান রয়েছে লোহার হাত-কড়ি—সেটা আবার শিকল দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে বাঁধা। রুদ্ধ গৃহ—তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন—কে তাঁ'কে এমন ক'রে বাঁধ্‌লে ? আর কেনই বা বাঁধ্‌লে ?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কে আস্‌ছে না ? কে আপনি ? এই অন্ধকার—পূতিগন্ধময় স্থানে আপনি আস্‌ছেন দীপ জ্বেলে ! একজন পুলিশেরই লোক—মহাপ্রাণ তাঁ'র—এই অন্যায়—এই অত্যাচার—এই অবিচার তাঁ'র সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সন্তর্পণে, চাক্‌রী ও জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে, মালাকে ঠেলে তুল্‌লেন এবং বল্‌লেন, "বীর মালা, আমি তোমার গুণে মুগ্ধ—তুমি বুঝ্‌ছ না—এখনও হয়ত জান না—রাত পোহালেই তোমার জীবন চলে যা'বে ! উঠ, জাগ, দেখ বাঁচতে পার কি না !"

মালা উঠ্‌লেন—বস্‌লেন—চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, কে ঐ স্বর্গের দূত এসে পড়েছেন এই নরকে? কৃতজ্ঞতায় তাঁ'র হৃদয় পূর্ণ হ'ল! ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁ'কে শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করতে মালা বল্‌লেন।

তা'রপর—তা'রপর—তিনি একা, সেই অন্ধকার কক্ষে—হাতে তাঁ'র হাতকড়ি—সে হাতকড়ি খুব ভাল ইস্পাত দিয়ে তৈরী—কোন জায়গাটাই অপল্‌কা নেই সেটার। সেটা ভেঙ্গে ফেল্‌বার কথা তাঁ'র মনে হ'ল। কিন্তু ভাঙ্গা যে একেবারেই অসম্ভব—মনুষ্য শক্তির অসাধ্য। কে উনি, এসে ব'লে গেলেন, "বীর, তুমি পালাও—কাল প্রভাতে তোমার মৃত্যু হবে!" সে কি? কি ক'রেছি আমি এঁদের?

মালা বুঝ্‌লেন যে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই। মালা ঠিক কর্‌লেন যে এদের কাছে অনুনয়, বিনয় একেবারেই বৃথা! দোষ করলে মালা ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তেন, কিন্তু তিনি ত কোন দোষ করেন নি। তাঁ'র স্ত্রীর উপর সাদা মানুষগুলো যে অন্যায় ক'রেছে এবং সেই অমানুষিক, পাশব অত্যাচারের জন্য তিনি যদি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা'তে তাঁ'র এমন কি অপরাধ হ'য়েছে? আর সেইজন্য এই লোকেরা তাঁ'কে পশুর মত ফাঁসি কাঠে ঝুলাবে? না—না—তা'হতে পারে না। এমন কাপুরুষের মত মৃত্যু মালার মত বীরের সাজে না—এ ভাবের অপমৃত্যুর তিনি কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না।

মালা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন—হাতে হাত কড়ি বেশ শক্ত ক'রে বাঁধা। উপায়?

দশম পরিচ্ছেদ

জীবন-রক্ষা।

মালা সব সহ্য করেছেন। এমন ক'রে অযথা, ঘৃণ্য পশুর মত জীবন দেওয়া তাঁ'র মত বীরের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। মালা যে অসাধারণ শক্তিধর—চির স্বাধীন—চির স্বতন্ত্র!

এ দিকে, ও দিকে তিনি চাইলেন। হাতে তাঁ'র হাত কড়ি—ঘরের চারিদিক বন্ধ—পাথর দিয়ে নয়—নীরেট লোহার গরাদে দিয়ে—ভেঙ্গে বা'র হওয়া বা পলায়ন করা যে একান্তই অসম্ভব তা' ছাড়া চারদিকে রয়েছে অস্ত্রধারী প্রহরী!

মনে যাঁ'র শক্তি আছে—দেহের শক্তি কম হ'লেও—তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এইজন্য একদিন ফরাসী দেশের সেই বীর নেপোলিয়ান্ সদর্পে বলেছিলেন, "মানুষের অসাধ্য কিছু নেই—মানুষ পারে সব। 'অসম্ভব' কথাটী কেবল মাত্র বেকুবদের অভিধানে পাওয়া যায়।" তিনি নিজ জীবনে দেখিয়েও ছিলেন তা'ই। অসম্ভব তিনি সম্ভব করেছিলেন।

মালার দ্বারা আজ অসম্ভব সম্ভব হ'ল। তাঁ'র মনের বল বড় হ'ল, ইচ্ছাশক্তির কাছে সকল শক্তি পরাস্ত হ'ল। ঐ শক্তি জাগ্রৎ হওয়ামাত্র মালার বুদ্ধি জুগিয়ে এল—দেহে অসম্ভব বল সঞ্চারিত হ'ল। তাঁ'কে বাড়ী যে যেতেই হ'বে—ছেলে, মেয়ে,

ইভা আজ যে অনাহারে আছে, এ অবস্থায় কি তিনি মর্‌তে পারেন ?

তিনি অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অনেক-ক্ষণ ধরে বল প্রয়োগ ও ধ্বস্তাধ্বস্তির পর এস্কিমো-বীর হাতকড়ি

মালা অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে হাত-কড়ি ভেঙ্গে ফেল্‌ছেন।

ভেঙ্গে ফেল্‌লেন আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতের কব্জীও গেল ভেঙ্গে। মুক্তির আনন্দে সে যন্ত্রণা তিনি ভুলে গেলেন। মালা তা'রপর

উঠে, ঘরের দোরে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং দেখ্‌তে পেলেন যে প্রহরীরা নিদ্রিত। একটু পরে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে দ্বার খুলে তিনি পালালেন।

যম-পুরী হ'তে বাইরে এসে মালা দেখ্‌তে পেলেন যে সেখানে জন-মানবের সাড়া, শব্দ নেই—সব নিস্তব্ধ—নিঝুম। মালা তখন একটু দ্রুত চল্‌তে লাগ্‌লেন। যদি সেই সাদা লোকগুলো জান্‌তে পেরে ধর্‌তে আসে এই জন্য তিনি ছুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

মালা ছুটে চলেছেন—শুধু সাম্‌নের দিকে। কিন্তু সাম্‌নে কেবলই আঁধার—তখনও যে রয়েছে গভীর রাত্রি। বরফের পর বরফ প'ড়ে জমে রয়েছে। ক'দিন পুলিশের ঘরে বন্ধ থেকে এবং 'যা' খাওয়া অভ্যাস তা' খেতে না পেয়ে, শরীর যেন শক্তিশূন্য হ'য়েছে; কিন্তু ছুটে যাওয়া ছাড়া গতি নেই—তিনি ছুট্‌তে থাক্‌লেন।

ছুট্‌তে বুঝি আর তিনি পার্‌ছেন না—এমন সময় ভগবানের দয়ার মতই দেখ্‌তে পেলেন, পথের ধারে রেখে গিয়েছিল কে একখানা শ্লেজ্‌ গাড়ী—আর তা'তে জোতা ছিল কয়েকটা কুকুর—মনে হ'ল সব যেন মালার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। গাড়ী চালনায় সিদ্ধ হস্ত মালা চট্‌ ক'রে উঠে বস্‌লেন সেই গাড়ীতে আর কুকুরগুলোকে দিলেন তাড়া! কুকুরগুলো চল্‌ল হন্‌ হন্‌ ক'রে ছুটে—বরফের সেই দুর্ভেদ্য স্তূপ ভেদ ক'রে—চারিদিকে বরফ ভেঙ্গে—মড়্‌-মড়্‌, কড়্‌-কড় শব্দে।

পথ দীর্ঘ—ক্ষুধায় মালা একান্ত বিহ্বল হ'য়ে উঠ্লেন। উপায় কি? অকস্মাৎ তাঁ'র মনে এক আশ্চর্য্য উপায় উপস্থিত হ'ল। গাড়ী টান্‌ছিল যে সব কুকুর তা'দের মাঝ থেকে তিনি একটা দুর্ব্বল কুকুরকে হত্যা কর্‌লেন। তা'র মাংস খেলেন আর হাড়গুলো দিলেন অন্য কুকুরগুলোকে খেতে! তা'রা খেয়ে একটু বল সঞ্চয় কর্‌লে এবং কিছু পরে মালাকে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে পুনরায় গাড়ী টেনে নিয়ে চল্‌ল।

পথের বুঝি আর শেষ নাই—মালার দেহ অবসন্ন—ক্ষুধায় সমস্ত দেহ অস্থির। একটী কুকুরকে আবার হত্যা করা হ'ল। মালা খেলেন তা'র মাংস আর বাকী কুকুরগুলো পেল হাড়—শ্লেজ্ আবার চল্‌ল।

একে একে সব কুকুরগুলো এভাবে শেষ হ'ল। গাড়ী ফেলে দিয়ে মালা চল্‌লেন—নিজ পায়ে হেঁটে—এও কি সম্ভব? কিন্তু এতেই দুঃখের শেষ হ'বে কেন? ক্ষুধায় তিনি তখন উন্মাদ প্রায়। বরফের ঠাণ্ডায় দেহ অসাড়—নিজের চিন্তায়—বিশেষতঃ বাড়ীর সকলের চিন্তায় তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্লেন। তখন সেই বীর হৃদয়েও যেন তুমুল চিন্তার ঝড় বইতে লাগ্‌ল।

আর কত দূরে—আর কত দূরে? কিন্তু কে দেবে উত্তর? প্রতিধ্বনি উত্তর দিলে, আর কত দূরে!

তিনি চারদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। এবার বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল—বিধি যখন বাদ সাধেন তখন বিপদের

উপর বিপদ ঝড়ের মত আস্‌তে থাকে। কব্জী ভেঙ্গে গেছে তাঁ'র—দুর্ব্বিষহ সে যন্ত্রণা—চল্‌বার নাই পায়ে বল—না খেয়ে জ্বল্‌ছে পেট—শান্তি মোটেই নাই মনে—বাড়ীর সকলে বেঁচে আছে কি না কে জানে? কিন্তু তা'তে বিধির কি? তিনি নূতন বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে খেল্‌তে লাগ্‌লেন বীর মালার সঙ্গে!

এইবার নূতন পরীক্ষা। অনলে পরীক্ষা না হ'লে যে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা বুঝা যায় না! মালা চলেছেন। পথে নেই লোক—জীব—জন্তু, কোন সাড়া—শব্দ। কেবল বরফ—বরফের স্তূপ; ঝর্ ঝর্ ক'রে শব্দ হ'চ্ছে বরফ পড়ার। তাঁ'র দেহ আড়ষ্ট ও কাণ যেন ঝালাপালা হ'য়ে যাচ্ছে।

ও কি? দু'টো ভীষণ, হিংস্র, প্রকাণ্ড নেক্‌ড়ে বাঘ নয়? ক্ষুধার্ত্ত ওই নেক্‌ড়ে দু'টো আস্‌ছে মালার দিকে তেড়ে। কত দিন খায় নি তা'রা, তাই আজ খেতে আস্‌ছে মানুষের মাংস। কি প্রকাণ্ড ও ধারাল নখ ওদের। ঐ এল! ঐ এল!! কি ভীষণ গর্জ্জন—গর্জ্জনে যেন প্রাণ চম্‌কে যায়—দেহ যেন শিথিল হ'য়ে পড়ে।

মালার চির-নির্ভীক হৃদয়ও বুঝি আজ নিজের দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থা স্মরণ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল।

মালা—মালা—মালা, শক্তি সঞ্চয় কর! এ যে তোমার বীরত্বের, ধৈর্য্যের, সহিষ্ণুতার চরম ও পরম পরীক্ষা!

মালার হাতের কব্জী ভাঙ্গা—হাত না থাক্‌লে নেক্‌ড়ের

সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বেন কি ক'রে? অস্ত্র ধর্‌বার উপায় নেই—হাতের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির—কি করা যায়?

মালা কোমর হ'তে ছোরা বা'র ক'রে বসিয়ে দিলেন একটা নেক্‌ড়ের বুকে।

মালা ভয় পাবার বা পশ্চাদ্‌পদ হ'বার লোক নন্। একজোড়া নেক্‌ড়ে বাঘ মালার মত বীরকে মেরে খাবে?

যিনি এতকাল ধ'রে মেরে এসেছেন কত শত শত জানোয়ার— আজ হ'লই বা তাঁ'র দেহ দুর্ব্বল আর কব্জী ভাঙ্গা!

নেক্‌ড়ে দুটো তেড়ে এসে লাফিয়ে পড়্‌ল মালার উপর। ডান হাত দিয়ে চট্ ক'রে, কোমর হ'তে ছোরা বা'র ক'রে তিনি বসিয়ে দিলেন একটার বুকে—তা'তেই তা'র জীবন শেষ হ'য়ে

খুব প্রাণপণ শক্তিতে গলা টিপে বাকি নেক্‌ড়েটাকে মেরে ফেল্‌লেন।

গেল। তা'রপর আর একটা নেক্‌ড়ের সঙ্গে তাঁ'র ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌তে লাগ্‌ল। কখন নেক্‌ড়েটা মালাকে নীচে ফেলে আঁচ্‌ড়াতে-কাম্‌ড়াতে থাকে আবার কখন বা এস্কিমো-বীর তা'র উপর বসে এক হাতেই কিল ও ঘুসি মার্‌তে থাকেন! এ ভাবে কিছুক্ষণ কেটে যা'বার পর হঠাৎ সুযোগ পেতেই মালা নেক্‌ড়েটাকে নীচে

ফেলে তা'র উপর চেপে বস্‌লেন এবং খুব প্রাণপণ শক্তিতে তা'র গলা টিপে ধর্‌লেন। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ ক'রে ঐ নেক্‌ড়েটাও মরে গেল।

নেক্‌ড়ে দু'টোকে মেরে ফেলে মালা দেখ্‌লেন যে ওদের আঁচড় ও কামড়ে নিজের শরীর হ'তে অজস্র রক্ত বেরুচ্ছে: যথাসম্ভব সেগুলো বন্ধ ক'রে একটু বিশ্রাম কর্‌লেন। তা'রপর ক্ষুধা অনুভব কর্‌তেই সেই সদ্য মারা নেক্‌ড়ের মাংস যতটা পার্‌লেন খেয়ে তিনি পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। পথে যেতে যেতে তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা! যা' হোক্‌, কিছুক্ষণ চল্‌বার পর মালা দেখ্‌লেন যে তাঁ'র বাড়ী আর বেশী দূরে নেই।

ঐ দেখা যাচ্ছে, মালার বাড়ী—নির্ভাবনায় থাক্‌বার স্থান—যা'কে দূরে রেখে স্বস্তিতে থাকা যায় না—যা'র কথা মনে হ'লে বিদেশে আর কিছু ভাল লাগে না—যা'র মত ঠাঁই আর জগতে নেই—সেই বাড়ী—ঐ সেই বাড়ী!

মালার মনে ভয় হ'চ্ছিল, পাছে ঘরে গিয়ে যা'দের জন্য এত কষ্ট ক'রে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, তা'দের দেখ্‌তে না পান। তা'হলে ত সবই হ'বে বৃথা!

ভগবানের নাম স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে তিনি বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে ইভা, তাঁ'র সপত্নীকে নিয়ে ভাল আছেন। ছেলেরা সকলে আছে ভাল। কুকুরগুলো মরে নি—হরিণ-গুলোও বেঁচে আছে।

এস্কিমো-বীর দেখলেন, তাঁ'র সেই পোষ্যপুত্র ওরসিকিডক্
বুদ্ধি ক'রে শিকার ক'রেছে—সংসার চালিয়েছে। শিকারী বলে
তাঁ'র বেশ প্রতিষ্ঠাও হ'য়েছে। তিনি শুনে খুসী হ'লেন আর
ভাব্‌লেন যে তাঁ'র মাথা হ'তে ভাবনার বোঝা অনেকটা নেমে
গেছে। দুশ্চিন্তায় ও দুঃখে তিনি যেন ম্রিয়মাণ হ'য়ে
উঠেছিলেন এবং তা'র উপর নেক্‌ড়ের কামড়ে ও কব্জী ভাঙ্গা
হাতের যন্ত্রণায় তিনি বেশ অস্থিরও হ'য়েছিলেন, সুতরাং
এ সময়ে বাড়ী এসে শুশ্রূষা ও বিশ্রামের সুযোগ মিল্‌বে
ব'লে তিনি মনে মনে কিঞ্চিৎ স্বস্তি অনুভব কর্‌লেন। কিন্তু
বিশ্রাম বা শান্তি তাঁ'র ভাগ্যে বোধ হয় আর নেই। ভাগ্য-
দেবতা তখন সুরু করেছিলেন তাঁ'কে নিয়ে কেবল পরীক্ষা!

এইবার শেষ পরীক্ষা উপস্থিত হ'ল। পিছনে পিছনে সেই
সাদা পুলিশেরা তাঁ'র অনুসরণ ক'রে আস্‌ছিল। পাড়ার লোক,
মালার মুখে, ঐ পুলিশদের সব অত্যাচারের কথা শুনেছিল।
সকলেই উত্তেজিত হ'য়ে ঠিক করেছিল যে ওদের একবার দেখা
পেলে হয়—হারপুণ দিয়ে মেরে ফেল্‌বে। কিন্তু অসাধারণ
ক্ষমাশীল, ত্যাগী ও সহিষ্ণু মালা এস্কিমোদের ধৈর্য্য ধারণ
কর্‌তে বল্‌লেন। তিনি ওদের বোঝালেন যে, অত্যাচারীর
অত্যাচারের প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হ'লে কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান
থাকে না—বিচারশক্তি লোপ পায়—অনেক শিষ্টের অযথা
দণ্ড হয়—ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম।

মালা বসে আছেন। পাড়ার জন কয়েক লোক এসে

জানা'ল যে তা'রা কোন কাজে একটু দূরে গিয়ে দেখেছে যে কয়েক জন বিদেশী এদিকে আস্‌ছে।

একটা যা' হয় করবে এমন দৃঢ়তা নিয়ে এস্কিমোরা পুলিশের বিপক্ষে দাঁড়াল।

তা'হলে এরা, মালাকে ধর্‌তে আস্‌ছে নিশ্চয়! সকলে ক্রোধে একেবারে অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। একটা যা' হয় কর্‌বে—এমন তা'দের দৃঢ়তা। মালা সকলকে সান্ত্বনা দিলেন—সকলকে

বুঝিয়ে বল্‌লেন, "আমার এখন পরীক্ষার সময়—ভগবানের ইচ্ছায় আমার ভাগ্য এখন মন্দ—আমার জন্য কেন তোমরা অযথা বিপদ বরণ করবে। তা'ছাড়া এ রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার আমি তোমাদের হাতে দিয়ে যেতে চাই।" মালার কথার উপর কথা বলে বা বিরুদ্ধাচরণ করে এমন সাহস কা'র আছে? মালা পুনরায় বল্‌লেন, "আমার আর সংসার ভাল লাগছে না। আমি আর ঘরে থাক্‌ব না। ছুটে চলে যেতে চায় আমার মন বরফের অপর দিকে—সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। আর কত সইব? সাদা মানুষগুলো কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না।" সকলে মালার কথা শুনে কাঁদতে লাগল। মালা কথায় যা' বলেন চিরকাল কাযেও তা'ই ক'রে থাকেন।

এঁকে একে সকলকে কাছে ডেকে এনে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। তা'রপর পোষ্যপুত্রকে নানা উপদেশ দিয়ে বল্‌লেন, "বাবা ওরসিকিডক্স, এখন তুমি বড় হ'য়েছ, শিকারী হ'য়েছ—সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমি চল্লুম, আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। অযথা এস্কিমোদের বিপদে জড়িয়ে দিতে চাই না— তা'ছাড়া ঐ সাদা লোকগুলোর হাতে জীবনটা কি পশুর মত যা'বে? তা' হতে পারে না।" বাপের কথায় ছেলে কাঁদতে লাগল।

কুটিলতাময় সংসার ছেড়ে—সেই চির শান্তিময় দেশের অনুসন্ধানে যা'বার জন্য মালা প্রস্তুত হ'লেন। ইভা—পতিপ্রাণা ইভা স্বামীর সমূহ অনিবার্য্য বিপদের কথা শুনেছেন—শত্রুরা

যে এসে পড়েছে তা'ও শুনেছেন। মালাকে ত আর সংসারে বেঁধে রাখা যা'বে না—রাখ্‌লেও যে তাঁ'র প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদ। বিদেশী এসে ঘিরেছে সে দেশ। চির-স্বাধীন মালা একবার পরাধীন হ'লে যে, তদ্দণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন্ দেবে সে। ইভা তাঁর সপত্নীকে সংসারের সব ভার অর্পণ ক'রে চল্‌লেন স্বামী মালার সঙ্গে। পত্নীর মনোভাব বুঝে মালা বল্‌লেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" ইভা উত্তর দিলেন, "আমি যা'ব তোমার সঙ্গে। তুমি যেখানে যা'বে আমিও যা'ব সেইখানে।"

মালা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কিন্তু তা' কি ক'রে হয়? আমি কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যা'ব তা'র ঠিক্ নেই—তুমি যা'বে কি করে সেখানে? তা'ছাড়া, তুমি যে ছেলেমেয়ের মা!"

ঐ ওরা আস্‌ছে—ঐ পুলিশ্—ঐ পুলিশ্!

মালা আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না—ছুটে চল্‌লেন। ইভাকেও কেউ রাখতে পার্‌লে না! ইভা সকল বন্ধন ছিঁড়ে একমাত্র স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটে চল্‌লেন। মালার সহস্র অনুরোধেও ইভা তাঁ'র সঙ্গ ত্যাগ কর্‌লেন না—যেন ছায়ার মত চল্‌লেন।

পুলিশেরা পিছু নিলে। মালা, ইভাকে নিয়ে, সেই বরফের উপর দিয়ে ছুটে চল্‌লেন। শুধু স্বামী আর স্ত্রী—কখন বা বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন আবার কখন বা হাত ধরাধরি ক'রে ছুট্‌ছেন! এই বরফের স্তূপের উপর—ঐ বরফের স্তূপের নীচে, ছুটে চলেছেন মালা ও ইভা। পিছনে পুলিশ্—ঐ আস্‌ছে! ঐ

ইভা মালার সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়াতেই পুলিশেরা বিস্মিত হ'য়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, "মালা, মালা ফিরে এস; আমরা আর কিছুই বল্‌ব না।"

আসছে! পুলিশেরা ওঁদের ধরি ধরি ক'রেও ধরতে পারল না। হঠাৎ বরফের স্তূপ সরে গিয়ে কল্‌কল্ শব্দে ভীষণ জলস্রোত বেরুতে লাগল। পুলিশেরা এস্কিমো-বীর ও তাঁর স্ত্রীর কাছ হ'তে দূরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। মালা ও ইভা একখণ্ড বরফের উপর দাঁড়িয়ে ভেসে চল্‌লেন। অপরাধী পালিয়ে যায় দেখে পুলিশেরা দু'বার লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়লে—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে গেল। পুনরায় পুলিশেরা বন্দুক তুলতেই ইভা বুক পেতে দাঁড়ালেন। ইভার অসাধারণ স্বামী-ভক্তি দেখে সকলে বিস্মিত হ'ল! একটু ভয় নেই তাঁর সেই ভীষণ মৃত্যু-অস্ত্রে।

মালাকে পুলিশের একজন ডাকতে লাগল, "মালা, মালা, ফিরে এস, ফিরে এস। কোন অত্যাচার আমরা আর করব না, তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব না। তোমার সংসার তুমি দেখবে এস।" কিন্তু বধিরের মতই, ইভাকে নিয়ে মালা সেই বরফের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে, ভেসে চল্‌লেন সেই অনন্ত রাজ্যের উদ্দেশ্যে—হাত ধরাধরি ক'রে যেন পুরুষ ও প্রকৃতি ভেসে চলেছেন, কোথায় কে জানে?

যাও বীর—যাও দুর্গম পথের যাত্রী—সেই আদিহীন, অন্তহীন—সেই অফুরন্ত তুষার লোকে—যেখানে জ্বালা নেই—যন্ত্রণা নেই—শোক নেই—দুঃখ নেই—নির্য্যাতন নেই—কুটিলতা নেই; আছে শুধু শান্তি—শুধু স্বস্তি, শুধু সান্ত্বনা, শুধু সুখ!

সমাপ্ত